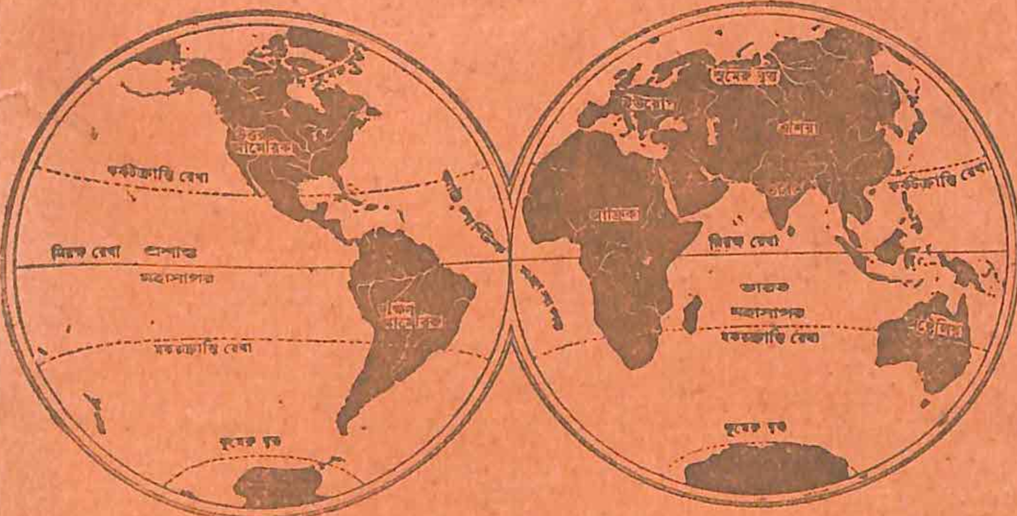
ভারত ও ভূমণ্ডল

চতুর্থ পর্যায়

নবম শ্রেণীর জন্য



শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় এম.এ.,বি.টি
ও
সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি.এস-সি

Recommended by the W. B. Board of Secondary Education as a Text Book for Class IX (Vide No. T.B./74/IX/G/89 Dated 24. 11. 75)

ভারত ও ভূমণ্ডল

চতুর্থ পর্য্যায়

(ভারত)

নবম শ্রেণীর জন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, কালীহাতী (ময়মনসিংহ) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত কেওড়াতলা শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., বি. টি.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউটের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

৺সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি.

ইস্টার্ন পাবলিশার্স

৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৭

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীযদুলাল দত্ত
এরা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩, হায়াৎ খাঁ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত নবম শ্রেণীর ভূগোলের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত 'ভারত ও ভূমণ্ডল' (চতুর্থ পর্যায়) প্রকাশিত হইল। মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম—ভূগোল-শাস্ত্রের এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের ভৌগোলিক বিষয়বস্তুসমূহ যথোচিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলি যাহাতে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় সেজন্য সরল প্রকাশভঙ্গীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, পুস্তকখানিতে যথাস্থানে মানচিত্র ও বহুসংখ্যক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তকখানি শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মনোমত হইলে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুখবোধ্য ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বিনীত
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারত ও ভূমণ্ডল' (চতুর্থ পর্যায়)-এর পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সামগ্রিক আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত একটি পরিশিষ্ট (চিত্র সহ) সংযোজিত হইয়াছে। এই আলোচনা পর্ষদ পাঠ্যসূচী বহির্ভূত হইলেও আঞ্চলিক অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব বিবেচনায় অপরিহার্য মনে করি। বর্তমান সংস্করণে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার বৈচিত্র্য ও কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে।

কলিকাতা
২২শে জুলাই, ১৯৭৫

বিনীত
গ্রন্থকার

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, PARK STREET, CALCUTTA—700 016

REORGANISED PATTERN OF SECONDARY EDUCATION

FROM 1974

SYLLABUS IN GEOGRAPHY

CLASS IX

(100 pages including illustrations, diagrams, charts, photographs etc.). Size Double Demy (1/16) and type Small pica.

1. Meaning of the Geographical regions with particular reference to India. [4 Pages]
2. Account of the undernoted major Geographical regions of India
   - (a) The Himalayas.
   - (b) The Ganga Plains (Upper, Middle and Lower with emphasis on the Lower Ganga Plains—i. e. West Bengal).
   - (c) The Desert.
   - (d) Kutch and Kathiawar Peninsula.
   - (e) The Deccan Plateau—including the Lava Region, Mysore Plateau & Chotonagpur Plateau.
   - (f) Eastern Coastal Plains (including the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Cauvery).
   - (g) Western Coastal Plains.
   - (h) The Brahmaputra Valley.
   - (i) Hilly States of N. E. India (Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura).

A brief account of the major elements of Physical Geography should be integrated with descriptions of the aforesaid regions. In the study of the above-mentioned regions emphasis should be laid on the influence of the physical environment on human life and activities with an integrated approach. [96 pages]

দ্রষ্টব্য ঃ—(১) এই পুস্তকের প্রস্থচ্ছেদগুলি (Cross Sections) Dudley Stamp-এর পুস্তক অনুসরণে অঙ্কিত।

(২) সংক্ষেপিত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ঃ—

সে. = সেন্টিগ্রেড

মি. = মিটার

সে-মি. = সেন্টিমিটার

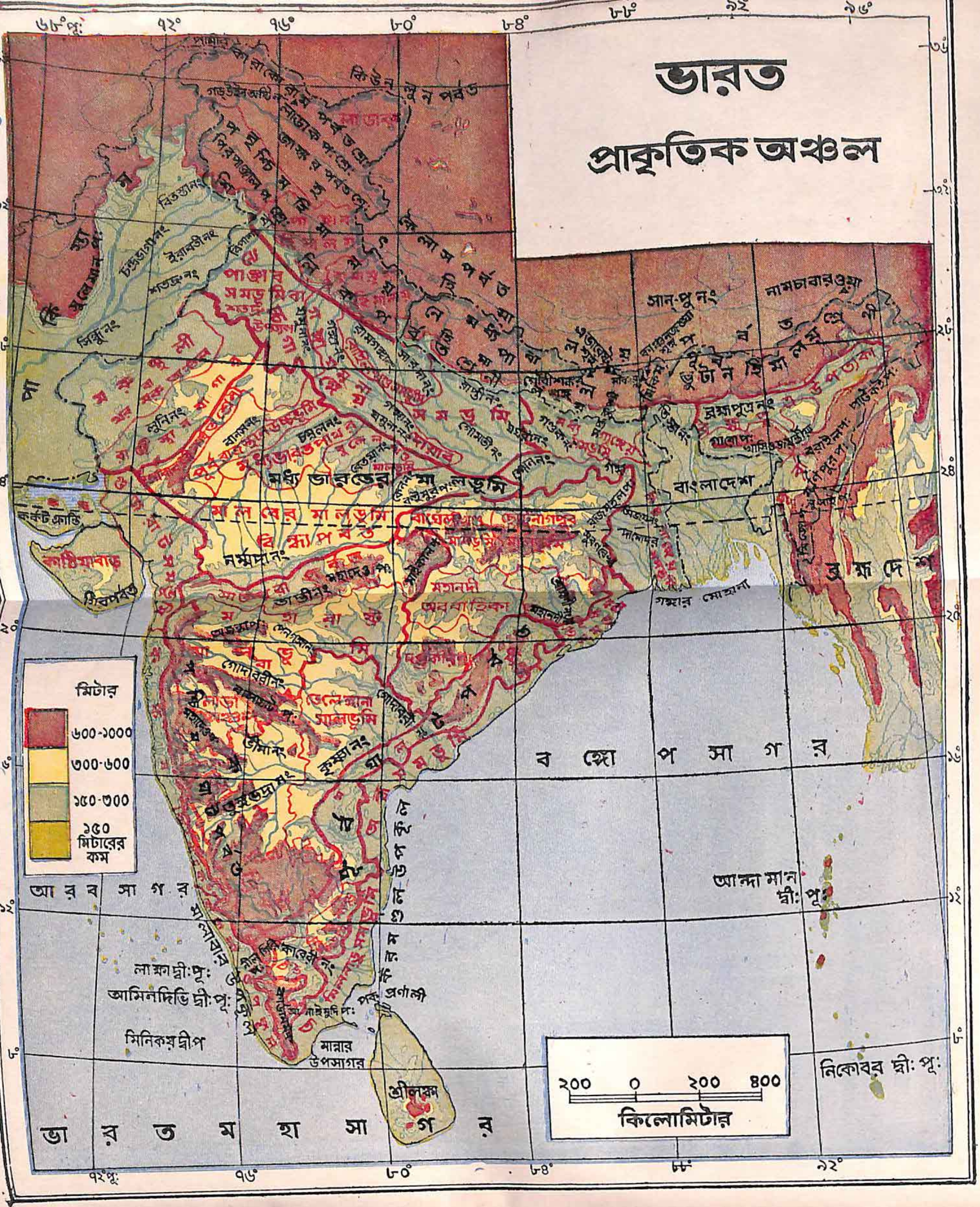
কি-মি. = কিলোমিটার

কি-ও. = কিলোওয়াট

মে-ও. = মেগাওয়াট

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা


ভারত
প্রাকৃতিক অঞ্চল
মিটার
৬০০-১০০০
৩০০-৬০০
১৫০-৩০০
১৫০ মিটারের কম
২০০ ০ ২০০ ৪০০
কিলোমিটার
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
ভারত মহাসাগর
বাংলাদেশ
ব্রহ্মদেশ
শ্রীলঙ্কা
কাথিয়াবাড়
কর্কটক্রান্তি
গঙ্গার মোহনা
মান্নার উপসাগর
পক প্রণালী
আন্দামান দ্বী: পূ:
নিকোবর দ্বী: পূ:
লাক্ষাদ্বী: পূ:
আমিনদিভি দ্বী: পূ:
মিনিকয় দ্বীপ
মধ্য ভারতের মালভূমি
মালবের মালভূমি
মহানদী অববাহিকা
তেলেঙ্গানা মালভূমি
নর্মদা নং
কৃষ্ণা নং
গোদাবরী নং
কাবেরী নং
সিন্ধু নং
সান-পু নং
ব্রহ্মপুত্র নং
ভুটান হিমালয়
কিউন লুন পর্বত

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

মানব-জীবনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধ ও পারস্পরিক প্রভাব ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানব ভূগোল-শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়-বস্তু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ গৌণ বিষয়-বস্তু। মানব-জীবনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। যেমন, সমুদ্রোপকূলের অধিকাংশ অধিবাসী নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী, মৎস্য শিকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী, ঝিনুক, শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহকারী হয়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবকে জীবন ধারণের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। যেমন, অনুর্বর জমিতে জলসেচ ও উত্তম সারের সাহায্যে মানব ফসল উৎপাদন করে। মানব আজকাল জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের সুবিধামত নানাকাজে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছে। তথাপি পরিবেশের প্রভাব হইতে মানব সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অত্যধিক শৈত্যের জন্য তুন্দ্রা অঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। সেই কারণে তথাকার অধিবাসীরা সীল মাছ এবং বল্‌গা হরিণের মাংস ও দুধ খাইতে অভ্যস্ত। মরুভূমিতে জল ও খাদ্যের অভাব। সেখানে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অসম্ভব বলিয়া মরুভূমির অধিকাংশ অধিবাসী যাযাবর। তাহাদের প্রকৃতি ও গঠন মরুভূমির পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। কোন দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, মৃত্তিকা, কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ সম্পদ্, জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি, অর্থনীতি প্রভৃতির সমাবেশে একটি **ভৌগোলিক পরিবেশ** গড়িয়া উঠে।

মানবের দেহের গঠন, বর্ণ, খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, কর্মক্ষমতা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ এই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানবের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার উপর এই পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। কোন দেশের সর্বত্র ভৌগোলিক পরিবেশ একরূপ হয় না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া যে সকল অঞ্চল গড়িয়া উঠে, সেই অঞ্চলগুলিকেই **ভৌগোলিক অঞ্চল** বলা হয়।

ভৌগোলিক অঞ্চল সমূহ রাজনৈতিক সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। একই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে দুইটি ভিন্ন রাজ্য থাকিতে পারে। যেমন, পূর্বতন বোম্বাইকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামে দুইটি পৃথক ভাষাভিত্তিক রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একটি দেশকে অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ রাজনৈতিক বিভাগ মানবের ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্ট। সুতরাং ইহা পরিবর্তনশীল। কিন্তু ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। রাজনৈতিক কারণে উহারা বিভক্ত হইলেও উহাদের সমধর্মিতা নষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্র কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল হইলেও আবার তেলেঙ্গনার কিয়দংশে, মালবে এবং গুজরাটেও কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়।

হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা ও তীব্র শৈত্যের জন্য খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন সহজ সাধ্য নহে বলিয়া তথায় লোকবসতি কম। সেই তুলনায় গঙ্গানদীর অববাহিকার উর্বর সমভূমিতে খাদ্য-সামগ্রী সহজে উৎপন্ন হয়। এই কারণে তথায় লোকবসতি ঘন। উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জীবন যাত্রারও পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত অঞ্চলের লোকেরা কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। সমতল ভূমির লোকদের অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না বলিয়া তাহারা চিন্তাশীল। তৃণভূমির লোকেরা সাধারণত মেষ, ছাগল, গরু প্রভৃতি পশু পালন করে। বনভূমির লোকেরা বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, শূকর, ভল্লুক প্রভৃতি পশু শিকার করে। যে অঞ্চলে মৃত্তিকা উর্বর এবং বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেই অঞ্চলের লোকেরা স্বভাবতই কৃষিজীবী হয়। খনিজ অঞ্চলের লোকেরা শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করে।

উত্তর ভারতের সমভূমির পলিমাটি কোমল ও গভীর এবং প্রায় সর্বত্রই কর্ষণ-যোগ্য। দক্ষিণ ভারতের মালভূমির মৃত্তিকা কঠিন, কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য কষ্টসাধ্য। উর্বরতা হিসাবে সমভূমির পলিমাটি ও মালভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রায় সমান। উত্তর ভারতে গমের চাষ বেশী হয়, দক্ষিণ ভারতে তুলার চাষ বেশী হয়। হিমালয়ের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া স্বাভাবিক উদ্ভিদের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, পূর্বাংশের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চিরহরিৎ বনভূমি আছে, কিন্তু পশ্চিমাংশে ঐরূপ উদ্ভিদ্ দেখা যায় না। দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি শহর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া গ্রীষ্মকালে তাপের মাত্রা বেশী হয় না। কিন্তু অমৃতসর, দিল্লী প্রভৃতি শহর সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া গ্রীষ্মের সময় তাপের মাত্রা অধিক।

জনবসতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জলবায়ুর উপরেও ভূ-প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু অনুসারে পার্বত অঞ্চলে ও সমভূমিতে গৃহনির্মাণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। দার্জিলিং-এ প্রচুর বৃষ্টি ও তুষারপাত হয় বলিয়া দালানের ছাদ ঢালু অথচ সমভূমিতে শহরের দালানের ছাদ সমতল। পার্বত অঞ্চলের লোকেরা পশমী কাপড়, এমন কি লোমযুক্ত পশুর চামড়ার তৈয়ারি জামা ব্যবহার করে। সমতলভূমির লোকেরা বেশীর ভাগ সময় সুতীর জামা-কাপড় ব্যবহার করে। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ভাত, কিন্তু পাঞ্জাবীদের প্রধান খাদ্য রুটি। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের বিষয় আলোচনা করিলে মানবের জীবন ধারার সহিত পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝা যায়।

ভৌগোলিক অঞ্চল

আমাদের জন্মভূমি **ভারত** একটি বিশাল ও বিচিত্র দেশ। এই দেশের উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত গিরিরাজ হিমালয় এবং দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্রের জলরাশিবেষ্টিত দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ। এই দেশের কোথাও শস্যশ্যামল উর্বর ভূমি, কোথাও যোজনব্যাপী শ্যামল বনভূমি, আবার কোথাও বা বালুকাময় মরু অঞ্চল। কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আবার কোথাও বৃষ্টিহীন শুষ্ক অঞ্চল। এই বিরাট দেশের নানাস্থানের গাছপালা, জীবজন্তু ও নর-নারীদিগের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব নাই। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারতকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত অঞ্চল, (খ) উত্তর ভারতের নদী গঠিত বিশাল সমভূমি, (গ) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি ও (ঘ) উপকূলবর্তী সংকীর্ণ নিম্ন সমভূমি। এই চারিটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, কৃষি ও খনিজ সম্পদ, শিল্পকার্য, জীবজন্তু এবং মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয় ভিত্তি করিয়া ভারতকে কয়েকটি **ভৌগোলিক অঞ্চলে** বিভক্ত করা হইল।

নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

(ক) উত্তরের পার্বত অঞ্চল

ভারতের উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) **পশ্চিম হিমালয়**—কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, কুমায়ুন।

(২) **মধ্য হিমালয়**—নেপাল।

(৩) **পূর্ব হিমালয়**—সিকিম, দার্জিলিং, ভুটান, অরুণাচল প্রদেশ।

(খ) উত্তর-পূর্ব পার্বত অঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল

অরুণাচল প্রদেশের উত্তর-পূর্বে তিব্বতের নামচাবারোয়া শৃঙ্গের নিকট হইতে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী হঠাৎ দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে **পাটকই, নাগা ও লুসাই** পর্বত নির্গত হইয়া দক্ষিণ-দিকে প্রসারিত হইয়াছে। নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে **বরাইল** পর্বত। এই পর্বত হইতে পশ্চিম দিকে **জয়ন্তিয়া, খাসি** ও **গারো** পাহাড় বিস্তৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পাহাড়-পর্বত লইয়া উত্তর-পূর্বদিকের পার্বত অঞ্চল বা পূর্বাঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত জেলা ও গারো পার্বত জেলা লইয়া **মেঘালয়** রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

নাগা পাহাড় ও তুয়েনসাং অঞ্চলকে আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া **নাগাভূমি** রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

আসামের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত **মণিপুর** একটি ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য। আসাম ও বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত **ত্রিপুরা** একটি ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য।

(গ) উত্তর ভারতের নদীগঠিত বিশাল সমভূমি অঞ্চল

উত্তরের পার্বত অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রগঠিত বিশাল পলিময় সমভূমি অবস্থিত। এই সমভূমিকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **উচ্চ-গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল**—উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত।

(২) **মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল**—এলাহাবাদ হইতে বিহার পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত।

(৩) **নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল**—পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(ঘ) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল**—আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ইহার অন্তর্গত।

(ঙ) রাজস্থানের থর মরুভূমি

উত্তর ভারতের সমভূমির পশ্চিম সীমায় এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহা রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের শুষ্ক মরুস্থলী। ইহাই থর মরুভূমি নামে পরিচিত।

(চ) গুজরাটের অন্তর্গত **কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়** উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

(ছ) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল

(১) **লাভা অঞ্চল** (কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল)—সমগ্র মহারাষ্ট্র এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দাক্ষিণদিকের সর্বোচ্চ অংশে **কর্ণাটক** (মহীশূর) মালভূমি।

(৩) **ছোটনাগপুরের মালভূমি** দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

(জ) উপকূলবর্তী সংকীর্ণ নিম্ন-সমভূমি অঞ্চল

দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী সমভূমিকে **পূর্ব** ও **পশ্চিম** উপকূল অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিমালয়

পরিচয়, অবস্থান, আয়তন ও সীমা

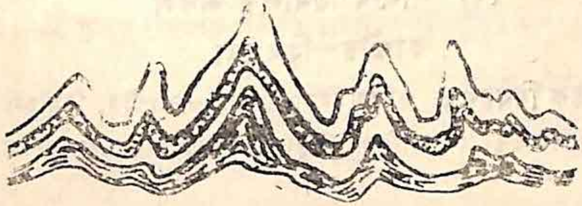
হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমার আরও কিছু উত্তরে **পামীর** নামে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি অবস্থিত। উচ্চতার জন্য ইহাকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়। পামীর হইতে নানাদিকে পর্বতমালা বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'পামীর গ্রন্থি' বলে। পামীর গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তর সীমা দিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বদিকে ও পরে পূর্বদিকে ধনুকের আকারে বাঁকিয়া বিস্তৃত হইয়াছে।

ভারতের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতমালা বিশাল ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশাল পার্বত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। ইহার দৈর্ঘ্য ২,৫০০ কি-মি., বিস্তার ১৫০—৪০০ কি-মি.। হিমালয় পার্বত অঞ্চলের পশ্চিম সীমায় পাকিস্তানের পার্বত অঞ্চল, উত্তরে পামীর ও তিব্বতের মালভূমি, পূর্বে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্ত এবং দক্ষিণে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি।

উৎপত্তি, গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস

ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে হিমালয় একসময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। হিমালয়ের স্থানে টেথিস্ (Tethys) নামক সমুদ্র ছিল। এই অগভীর সমুদ্রের উত্তরে ছিল প্রাচীন মহাদেশ আঙ্গারাল্যাণ্ড (Angaraland) এবং দক্ষিণে ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)। প্রাচীনযুগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই প্রাচীন মহাদেশ হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা পলিরূপে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া টেথিস সমুদ্রের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইতেছিল। সঞ্চিত পললের চাপে সমুদ্রের তলদেশ নীচের দিকে বসিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের এই অবনমিত খাতকে বলা হয় জিওসিনক্লাইন (Geosyncline)। পরবর্তীকালে অনুভূমিক আন্দোলনের (horizontal movemeat) ক্রিয়ায় এই মহাদেশগুলি স্থান পরিবর্তন (Continental drift) করিতে থাকিলে উত্তরের আঙ্গারাল্যাণ্ড দক্ষিণের গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফলে টেথিসের অবনমিত খাতে সঞ্চিত

পলির উপরে প্রবল পার্শ্বচাপের সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্র-তলদেশ ক্রমশ উন্নত হইতে থাকে। এই ভাবে পলির মধ্যে গিরিজনিক্রিয়া (Orogenesis) শুরু হয়। পার্শ্ব চাপের ফলে পাললিক শিলায় ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং ভাঁজগুলি ক্রমশ উঁচু হইয়া **ভাঁজ** বা **ভঙ্গিল** পর্বতে পরিণত হয়। এই ভাবে চারি কোটি বৎসর পূর্বে



ভঙ্গিল পর্বত

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী **হিমাদ্রি** বা **প্রধান হিমালয়** এবং **টেথিস** বা **ট্রান্স হিমালয়ের** অভ্যুত্থান হয়। হিমালয় পর্বতে বহুবিধ জলজন্তুর কঙ্কাল ও জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। হিমালয় যে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

হিমালয় পর্বতমালা* তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মালভূমি আছে। তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ দিকের শ্রেণীটির উচ্চতা কম এবং দৈর্ঘ্যও বেশী নহে। ইহাকে **নিম্ন** বা **অবহিমালয়** বা **শিবালিক** পর্বতশ্রেণী বলা হয়। ইহার গড় উচ্চতা ৯০০—১,২০০ মি.। হিমালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে বলা হয় **মধ্য হিমালয়** বা **হিমাচল**। ইহার গড় উচ্চতা ১,৮০০—৪,৫০০ মি.। ইহার আরও উত্তরে হিমালয়ের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ শ্রেণীটি অবস্থিত। ইহা **প্রধান** বা **গ্রেট হিমালয়** (**হিমাদ্রি**) নামে পরিচিত। ইহার গড় উচ্চতা ৬,৫০০ মি.।

হিমালয়ের ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

হিমালয় একটি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ ও সুদীর্ঘ পার্বত অঞ্চল হিমালয় পর্বত ও উহার শাখা-প্রশাখা লইয়া গঠিত। ইহার বিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু এবং নানা জাতির মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালী। এই সকল বিবেচনা করিয়া

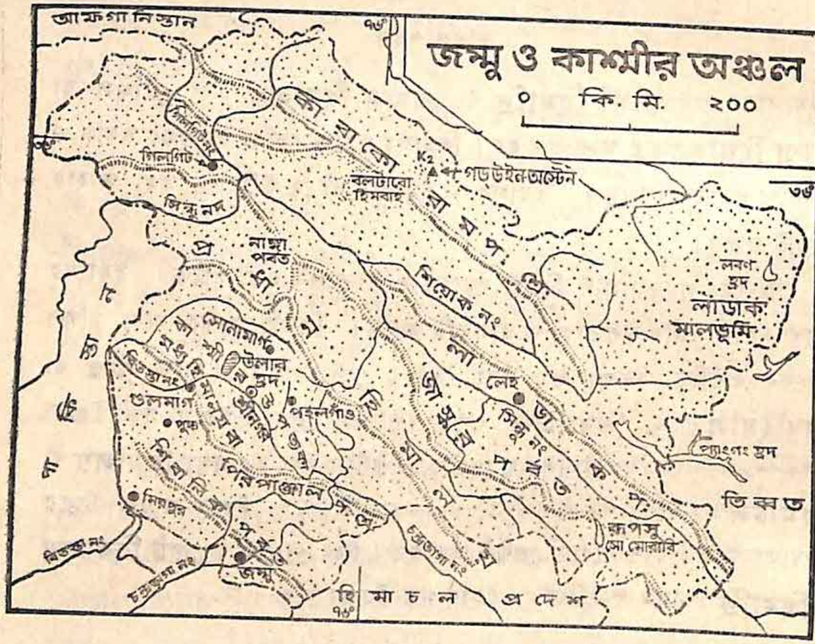
* ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে চারি কোটি বৎসর পূর্বে টার্সিয়ারী যুগে ভূ-আন্দোলনের ফলে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর এবং পরবর্তী দেড় কোটি বৎসরের মধ্যে অপর দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে।

বিরাট হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, (খ) মধ্য হিমালয় অঞ্চল ও (গ) পূর্ব হিমালয় অঞ্চল।

(ক) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল

কাশ্মীর—হিমায়ল

প্রাকৃতিক বিবরণ ঃ পশ্চিম হিমালয় জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কাশ্মীরেই হিমালয়ের বিস্তৃত

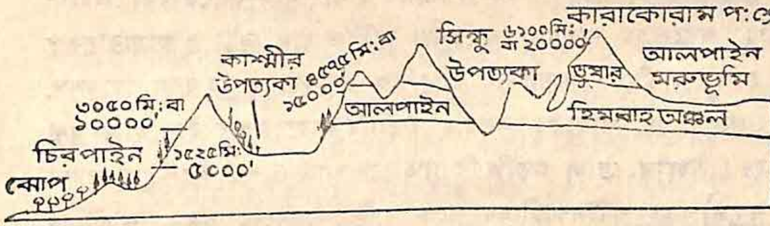


অঞ্চল। কাশ্মীরের পার্বত অঞ্চলের আয়তন ৩,৫০,০০০ বর্গ কি-মি.। এখানকার পর্বতগুলি পশ্চিম হইতে পূর্বে বিস্তৃত। হিমালয় ব্যতীত এখানে আরও দুইটি পর্বতশ্রেণী আছে। যথা—**কারাকোরাম** (৬,০০০—৮,০০০ মি.) ও **লাডাক** (৩,৪০০—৪,৫০০) মি.। কাশ্মীরের উত্তরাংশে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রসারিত। কারাকোরামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **গড্‌উইন-অস্টেন** বা K_2 (৮,৬১১ মি.) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ। কারাকোরামের দক্ষিণ-পূর্ব শাখাকে **কৈলাস পর্বত**

বলে। কৈলাস পর্বতের নিকটে ঈষৎ নিম্নভূমিতে **মানস সরোবর হ্রদ** অবস্থিত। কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর হিন্দুদের তীর্থস্থান। দুইটিই ভারতের সীমার বাহিরে তিব্বতে অবস্থিত। কারাকোরামের **বলটোরো হিমবাহ** পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হিমবাহ। কারাকোরামের দক্ষিণে লাডাক পর্বতশ্রেণী ; এই পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত **লাডাক** মালভূমি (৪,০০০ মিটারের



কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চল



স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

অধিক উচ্চ, তিব্বতের মালভূমির একটি অংশ মাত্র। লাডাকে শীতল মরু-জলবায়ু। লাডাক পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়ের দুইটি প্রায় সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। যথা—(১) **প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি)** বা **গ্রেট হিমালয়** ও **জাস্কর** (গড় উচ্চতা ৬,৫০০ মি.)। জাস্কর পর্বত **টেথিস** বা **ট্রান্স হিমালয়ের** অংশ মাত্র। জাস্কর ও প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি) ট্রান্স হিমালয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই কারণে হিমাদ্রি ও টেথিস হিমালয়ের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। জাস্কর উপত্যকার পূর্বাংশ **রূপসু** নামে পরিচিত। তথায় **সো-মোরারি** (Tso-Morari) নামে লবণ হ্রদ আছে। (২) **মধ্য হিমালয় (হিমাচল)** বা **পিরপাঞ্জাল** (৩,৫০০—৫,০০০ মি.)। পিরপাঞ্জালের দক্ষিণে **শিবালিক** (৩০০—৬০০ মি.), ইহার স্থানীয় নাম জম্মু পাহাড়। ইহা পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পুঞ্চ ও জম্মুর পর্বতগুলি তেমন উচ্চ নহে। শিবালিকের দক্ষিণে নিম্নপাহাড় শ্রেণী (Foot hills) আছে। পিরপাঞ্জাল দক্ষিণ-পূর্বে হিমাচল প্রদেশের ধওলাধরের উত্তর-পশ্চিমাংশ পর্যন্ত

বিস্তৃত। প্রধান হিমালয় বা হিমাদ্রির অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ **নাঙ্গা পর্বত** (৮,১২৬ মি.) পশ্চিমে সিন্ধুর বাঁকের নিকট অবস্থিত।

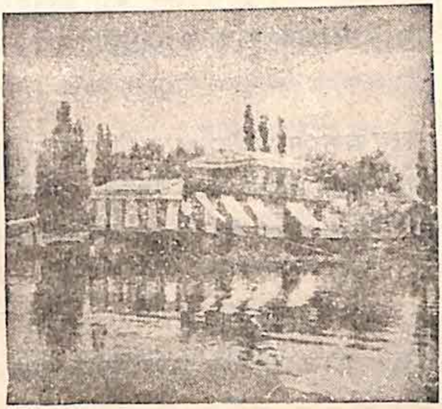
সিন্ধু ও ইহার উপনদী **শিয়োক, গিলগিট, বিতস্তা** (ঝিলাম) ও **চন্দ্রভাগা** এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া বহিতেছে। লাডাক ও প্রধান হিমালয়ের মধ্য ভাগের উপত্যকা দিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। পিরপাঞ্জাল ও প্রধান হিমালয়ের (হিমাদ্রি) মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত **উলার** হ্রদের মধ্য দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদী পিরপাঞ্জালকে ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিতস্তার উপত্যকাই বিখ্যাত **কাশ্মীর উপত্যকা** (১,৫২৪—১,৮৩৮ মি.) নামে পরিচিত। ইহার দৈর্ঘ্য দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে ১৫০ কি-মি. এবং প্রস্থ ৮০ কি-মি., গড় উচ্চতা ১,৭০০ মি.। বিতস্তার তীরে প্লাবনভূমি* (floodplain) ধাপে ধাপে ৩,৫০০ মি. পর্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এই ধাপগুলির স্থানীয় নাম **কারেওয়া** (Karewas)। জলসেচের সাহায্যে কারেওয়া জমিতে ধান, ভুট্টা ও **জাফরানের** চাষ হয়। কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ, সুপেয় জলের হ্রদ, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ইত্যাদি কারণের জন্য ইহাকে **ভূ-স্বর্গ** বলা হয়। **উলার, ডাল** প্রভৃতি বিখ্যাত হ্রদে বসন্ত ও শরৎকালে **নৌ**-ভবনে বাস ও **নৌ**-ভ্রমণ পর্যটনকারীদের পক্ষে খুবই আকর্ষণের বস্তু। কাশ্মীরের **পহলগাঁও, গুলমার্গ** ও **সোনামার্গের** প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

জলবায়ু—ভূ-প্রকৃতির তারতম্য হেতু উত্তরে লাডাক হইতে দক্ষিণে জম্মু পর্যন্ত কাশ্মীরের জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। অত্যধিক উচ্চতার জন্য উত্তরাংশে শীত ও গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রার প্রভেদ কম। গ্রীষ্মকালের অবস্থা আরামদায়ক। উত্তরাংশের তুলনায় দাক্ষিণাংশে শীত কম এবং গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী। উত্তরের **লেহ** শীতলতম স্থান, দক্ষিণের জম্মু উষ্ণতম স্থান। জম্মুতে শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রভেদ বেশী। লাডাক অঞ্চলে সারাবৎসরই প্রবল শীত এবং শৈত্যের জন্য তুষারপাত হয়। লাডাক ও গিলগিট শীতল ও শুষ্ক মরুসদৃশ। কাশ্মীর উপত্যকায় শীতকালে তুষারপাত হয়, তাপমাত্রা ১·৭° সে. এবং গ্রীষ্মকালে ২৩·৪° সে.। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কাশ্মীরে শীতকালে ঘূর্ণিবৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কাশ্মীর উপত্যকায় ৬৭ সে-মি.। জম্মুতে

---

* প্লাবন বা বন্যার ফলে নদীর উভয়তীরে পলি জমিয়া যে ভূমির সৃষ্টি হয়, তাহাকে প্লাবনভূমি বলে।

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৩° সে. এবং শীতকালে ১৩° সে.। জম্মুতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১১৫ সে-মি.। মৌসুমী বায়ু দ্বারা গ্রীষ্মকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। কাশ্মীরের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক পার্বত জলবায়ু। ইহা খুব স্বাস্থ্যকর। জম্মুর জলবায়ু অনেকটা পাঞ্জাবের জলবায়ুর ন্যায়।



নৌ-ভবন

উৎপন্ন দ্রব্য ঃ

বনজ—কাশ্মীরের প্রায় ৩,২০০ কি-মি. পরিমিত অঞ্চল বনভূমি। উচ্চতা ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের তারতম্য দেখা যায়। লাডাকে সর্বাপেক্ষা কম বনভূমি (৫ কি-মি.) আছে। কাশ্মীর উপত্যকায় উইলো গাছ বেশী দেখা যায়। কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলের পর্বতগাত্রে ১,২০০ মি. নিম্নে **পাতাঝরা** ওক গাছ এবং ১,৮০০—৩,০০০ মি. উচ্চতায় পাইন, ফার, চির, সিডার, উইলো, দেবদারু প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন** দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষ হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ, তারপিন তৈল, ধুনা, বনজ ঔষধ প্রভৃতি পাওয়া যায় ; দিয়াশলাই, কাগজ, প্লাস্টিক, রেয়ন প্রভৃতি তৈয়ারির জন্য এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। পার্বত উপত্যকায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। হিমালয়ের প্রায় ৩,৫০০ মিটার উচ্চতা অবধি বৃক্ষ, তাহার পরে **আল্পীয় তৃণভূমি** দেখা যায়। ৪,৮০০ মি.-এর অধিক উচ্চে চিরতুষার।

খনিজ—কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য প্রচুর নহে। জম্মুর জঙ্গলগুলি হইতে কালাকোট এলাকা (৫০ কি-মি.) অবধি **কয়লা** পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, এখানে **চুনাপাথর** ও **লৌহ**, পুঞ্চে **বক্সাইট**, বরমূলায় **জিপসাম** এবং পার্বত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তামা, দস্তা, রৌপ্য ইত্যাদি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। লাডাকে **গন্ধকের** প্রস্রবণ আছে। অনন্তনাগ ও শ্রীনগরে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুণাপাথর গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিজ—কাশ্মীরে প্রধানত দুই প্রকারের **মৃত্তিকা** দেখা যায়। যথা—নদী

বাহিত মৃত্তিকা ও হিমবাহ সৃষ্ট মৃত্তিকা। নদীবাহিত কাদা, বালি, পলি ও দো-আঁশ মৃত্তিকা এবং হিমবাহ বাহিত প্রস্তর খণ্ডের বিচূর্ণীভবনের ফলে ক্ষয়জাত মৃত্তিকার উর্বরতা কম, সেই তুলনায় উপত্যকায় পলি ও দো-আঁশ মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বেশী।

খাল ও কূপের সাহায্যে এই অঞ্চলে **জলসেচ** হইয়া থাকে। বিতস্তা নদীর সহিত যুক্ত খালের জল কৃষিজমিতে সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের সর্বত্র সম-পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। তথাপি স্বল্প বৃষ্টিপাতেও কাশ্মীর উপত্যকায় ও দক্ষিণে জম্মুতে চাষ-আবাদ হয়। কাশ্মীর উপত্যকায় **ধান, গম, যব, জওয়ার, ভুট্টা, আলু, আপেল, পীচ, আঙুর, বেদানা, পেস্তা** প্রভৃতি নানাবিধ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, এখানে চা ও তুঁত গাছের চাষ হয়।

শিল্প—বিতস্তা বা ঝিলাম নদী পরিকল্পনার সাহায্যে বরমূলায় **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র** স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা শ্রীনগর অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়। উপত্যকায় তুঁত গাছের চাষ থাকায় কাশ্মীরে **রেশম শিল্পের** বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। শ্রীনগর ও জম্মুর নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এখানে মেষ ও ছাগলের লোমদ্বারা উৎকৃষ্ট **শাল ও কার্পেট** তৈয়ারি হয়। ইহা ভিন্ন, কুটীর শিল্পের মধ্যে নানা প্রকারের রেশমী ও পশমী বস্ত্রের সূচীশিল্পের কাজ, কাঠের সৌখীন দ্রব্য নির্মাণ, চামড়ার জিনিস নির্মাণ, কাগজের মণ্ড তৈয়ারি, নানারকম ধাতু-দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। **কুটীরশিল্পে** বহু দক্ষ লোক এবং **পর্যটনশিল্পে** কিছু-সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে। কাশ্মীরী শাল, কম্বল, কোট ইত্যাদি বিখ্যাত। শ্রীনগরে পশমী ও রেশমী বস্ত্রবয়নশিল্প কারখানা আছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা—কাশ্মীর হিমালয় অঞ্চলে যোগাযোগের সুব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। উপত্যকা অঞ্চলে জলপথ, মোটরপথ, জম্মু ও শ্রীনগর হইতে বিমানপথ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঠুয়া হইতে জম্মু পর্যন্ত রেলপথ আছে। ইহা ছাড়া গিরিপথের সাহায্যে প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রে যাওয়া যায়। যেমন, কাশ্মীরের লেহ শহর হইতে কারাকোরাম পার হইয়া **সাসার** গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া চীন-তুর্কিস্তানের ইয়ারখন্দ পর্যন্ত যাওয়া যায়। **বুর্জিল** গিরিপথ (৪,২০০ মি) দিয়া শ্রীনগর হইতে গিলগিট হইয়া পামীরে যাওয়া যায়।

পিরপাঞ্জালের দুইটি গিরিপথ আছে। যথা—**পিরপাঞ্জাল** (৩,৪৯৪ মি.) ও **বানিহাল** (২,৮৩২ মি.)। পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে বানিহাল গিরিপথের **জহরলাল সুড়ঙ্গের** মধ্য দিয়া সারাবৎসর কাশ্মীরে যাতায়াত করা যায়। এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া লেহ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীনগর হইতে জাস্করের **জোজি লা** (৩,৫২৯ মি.) গিরিপথ দিয়া উত্তর-পূর্বদিকে **লেহ** পর্যন্ত এবং তথা হইতে কারাকোরাম গিরিপথ (৫,৫৭৫ মি.) দিয়া তিব্বতে যাওয়া যায়। জোজি লা হইতে লাডাকের **লানক লা** (৪,৯৬৪ মি.) গিরিপথ দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যাতায়াত চলে। এই সকল গিরিপথের সাহায্যে গ্রীষ্মকালে ভারতের সহিত তিব্বত, সোভিয়েট এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতিপ্রতিবেশী রাষ্ট্র-সমূহের পশম, লবণ, মৃগনাভি প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে।



চমরী গাই

জীবজন্তু—কাশ্মীরের পার্বত অঞ্চলে ও উপত্যকার তৃণভূমিতে বহুসংখ্যক মেষ ও দীর্ঘলোমযুক্ত ছাগল এবং লাডাক অঞ্চলে **চমরী গাই** (ইয়াক) প্রতিপালিত হয়। প্রধান হিমালয়ের পার্বত অরণ্যে এবং বুর্জিলের উত্তরে মনুষ্যবসতিহীন **দেওসাই** সমভূমিতে সাদা ভল্লুক দেখা যায়। জম্মুতে গরু ও মহিষ প্রতিপালিত হয়।

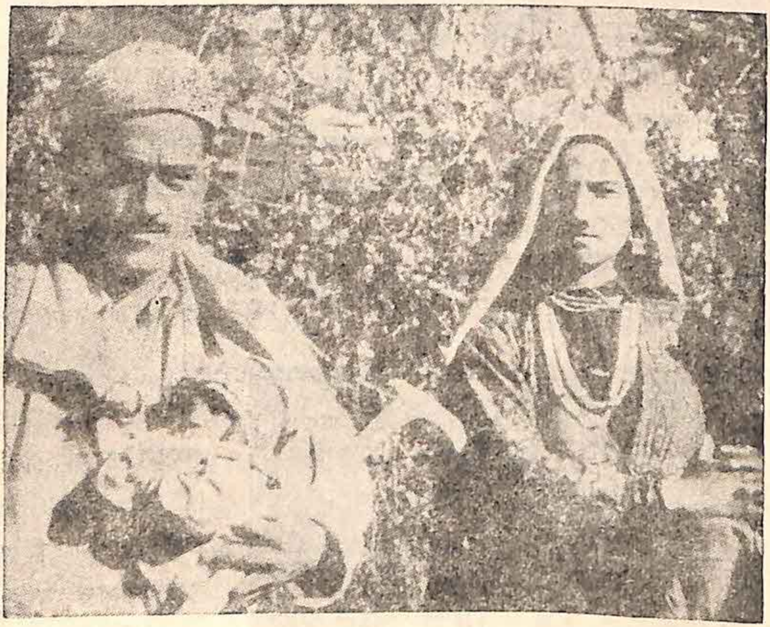


প্রার্থনারতা কাশ্মীরী তরুণী

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা (১৯৭১ খ্রী: লোক গণনানুসারে) ৪৬ লক্ষের কিছু বেশী। কাশ্মীরের

অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। জম্মুর অধিবাসীরা বেশীসংখ্যক হিন্দু, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসী। লাডাকের অধিবাসীরা বৌদ্ধ। গিলগিট ও পুঞ্চ অঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলমান। কাশ্মীরীরা ককেশীয় বা শ্বেতজাতি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গায়ের রং ফর্সা এবং সুদর্শন চেহারা। তাহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, বলিষ্ঠ ও সাহসী।

অত্যধিক শৈত্য এবং যাতায়াত কষ্টসাধ্য বলিয়া লাডাক অঞ্চলে লোকবসতি অতি বিরল। তথায় কৃষিকাজ অপেক্ষা পশুপালনই লোকের প্রধান উপজীবিকা। পিরপাঞ্জালের দক্ষিণে জম্মু, কাঠুয়া ও উধমপুরে **ডোগরা** জাতি বাস করে।



গদ্দিপরিবার

ডোগরি বা পাহাড়িয়া হিন্দী তাহাদের ভাষা। পুঞ্চ, উধমপুর ও মুজঃফরাবাদে **গুজর** ও **গদ্দি** জাতি বাস করে। তাহারা অর্ধ যাযাবর। গুজরি বা রাজস্থানী তাহাদের ভাষা। তাহারা **পশুপালন** ও **পশুচারণ** করে এবং পশুর খাদ্য অন্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা গ্রীষ্মকালে গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি পশু লইয়া পর্বতের উপরে আল্পীয় তৃণভূমিতে (Alpine Pastures) পশুচারণ ও পালন করিতে যায়। শীতের প্রারম্ভে পশু লইয়া উপত্যকায় নামিয়া

আসে। ঋতুভেদে এইরূপ পশুচলাচলের নাম **ট্রান্স-হিউম্যানস্** (transhumance)। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জনের বেশী **কৃষিজীবী**। কৃষিকাজের পর পশুপালন ও পশুচারণ তাহাদের দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা। অবশিষ্ট লোক **কুটীরশিল্প** ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। **পর্যটন-শিল্প** এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের প্রধান উপজীবিকা। প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারী কাশ্মীর ভ্রমণে যায়।

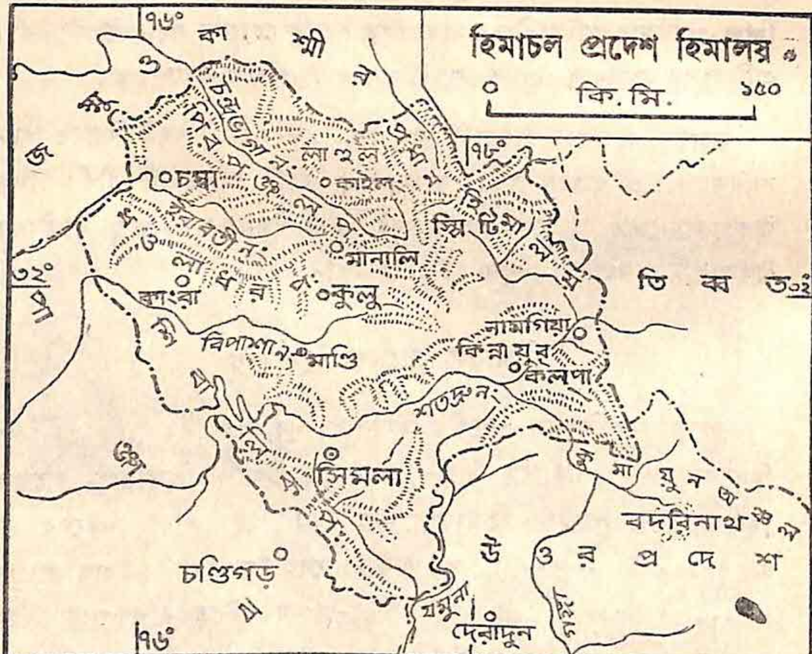
নগর—কাশ্মীরের রাজধানী **শ্রীনগর** (১,৮৯৩ মি.) একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যনিবাস। **অমরনাথ** একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। সিন্ধু উপত্যকায় **লেহ** লাডাকের প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। জম্মু কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী। **পুঞ্চ** কুটীরশিল্প-প্রধান নগর।

হিমাচল প্রদেশ হিমালয়

প্রাকৃতিক বিবরণ—কাশ্মীর হিমালয়ের পূর্বদিকে হিমালয়ের যে অংশ হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত উহাকে **হিমাচল প্রদেশ হিমালয়** বা **পাঞ্জাব হিমালয়** বলা হয়। এই পার্বত অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪৫০ মি.—৬,৫০০ মি., পূর্ব ও উত্তরাংশের উচ্চতা বেশী। ইহার আয়তন ৪৫,০০০ বর্গ কি-মি.। এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত কতকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। যেমন—প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি), পিরপাঞ্জাল, ধওলাধর, অবহিমালয় বা শিবালিক। পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বাংশ শিবালিক (৬০০—৯০০ মি.) পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা এখন হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাংড়া উপত্যকার উত্তরে **ধওলাধর** পর্বতশ্রেণী (প্রায় ৪,৫৫০ মি.), চম্বা উপত্যকার উত্তরে **পিরপাঞ্জাল** (৪,৬০০ মি.), কুলু, কিন্নাউর ও লাহুল-স্পিটি উপত্যকার উত্তরে **প্রধান হিমালয়** (৫,০০০—৬,০০০ মি.) বিস্তৃত। কুলু উপত্যকার মানালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। এখান হইতে **দেওটিব্বা** (৫,০০১ মি.) ও **ইন্দ্রাসন** (৬,২২০ মি.) নামে দুইটি শৃঙ্গ দেখা যায়। **মানালি** একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র।

চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা ও **শতদ্রু** হিমাচল প্রদেশ হিমালয় অঞ্চলের প্রধান নদী। হিমাদ্রি ও পিরপাঞ্জালের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া

চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। **ইরাবতী** ধওলাধর ও পিরপাঞ্জালের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। **শতদ্রু** নদী তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রধান হিমালয় ও ধওলাধরকে ভেদ করিয়া



দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবহমানা। ভাক্রার নিকট শতদ্রু গিরিখাত সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ স্থানে শতদ্রু নদীতে বাঁধ দিয়া **গোবিন্দসাগর** নামে একটি বিখ্যাত জলাধারের সৃষ্টি করা হইয়াছে। **ভাক্রা-নাঙ্গাল বাঁধ** পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমায় অবস্থিত। **বিপাশা** পিরপাঞ্জাল পর্বতের দক্ষিণ ঢালে রোটাং গিরিপথের নিকট একটি হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া মাণ্ডির উত্তরে লার্জির নিকটে ধওলাধরকে ভেদ করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। মাণ্ডির ১৯ কি-মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৬১০ মি. উচ্চতায় **রেওয়ালসর** (Rewalsar) নামে একটি হ্রদ আছে। ইহাতে সাতটি ভাসমান দ্বীপ দেখা যায়। **যমুনা** হিমাচল প্রদেশ হিমালয়ের পূর্বাংশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

জলবায়ু—উচ্চতার জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ু আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। পাঞ্জাবের জলবায়ুর সঙ্গে ইহার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। হিমাচল অঞ্চলের

দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশের জলবায়ু শীতল। ৯০০ মিটারের কম উচ্চ প্রায় সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশী থাকে। উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল-অপেক্ষা শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী। শীতকালে প্রচণ্ড শীত, তখন এখানে তুষারপাত হয়। শীতকালে তুষারপাতে সড়কপথ, রেলপথ, গিরিপথ বন্ধ হইয়া যায়। লাহুলের চন্দ্রা উপত্যকায় লোকবসতি নাই। কেবল যাযাবর মেষপালকগণ গ্রীষ্মকালে তথায় মেষ ও ছাগল লইয়া চারণ করিতে যায়। কাংড়ায় বৃষ্টিপাত বেশী (২৫০ সে-মি.)। কুলু ও লাহুল- স্পিটিতে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল অবস্থিত। ধর্মশালা ও ডালহৌসী বৃষ্টিবহুল স্থান।

উৎপন্ন দ্রব্য ঃ

বনজ—পর্বতগাত্রে ৩০০—১,৫২৫ মি. উচ্চতায় **শাল, বাঁশ, মেপল, ওক, পপলার, চেরী, ওয়ালনাট** প্রভৃতি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় উদ্ভিদ, ১,৫২৫—৩,৬৫০ মি. উচ্চতায় **পাইন, ফার, দেবদারু, চির, স্প্রুস্** (Spruce) প্রভৃতি সরলবর্গীয় উদ্ভিদ, ৩,৬৫০—৪,৬৫০ মি. পর্যন্ত উচ্চতায় **আল্পীয়** তৃণভূমি, ফুলের চারাগাছ ইত্যাদি দেখা যায়। ইহার উর্ধ্বে চিরতুষার। উপত্যকা অঞ্চলের তৃণভূমিতে সাবাই ঘাস জন্মে।

কৃষিজ—এখানকার ভূ-প্রকৃতি চাষ-আবাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। উপত্যকা অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি আছে। পার্বত অঞ্চলের মৃত্তিকার রং বাদামী। ইহার জৈব ও খনিজ গুণ আছে। এই মৃত্তিকায় মিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। জলসেচের সাহায্যে উপত্যকায় **ধান, গম, কলাই, ভুট্টা, যব** ও **আলুর** চাষ হয়। কাংড়া উপত্যকায় পালামপুরে প্রচুর **চা** উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, **আপেল, পীচ, কমলালেবু,** নাসপাতি, দাড়িম্ব, খোবানি, চেরীফল প্রভৃতি হিমাচল অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। হিমাচল প্রদেশের রঙীন আপেল বিখ্যাত। এই রাজ্যকে 'আপেলের রাজ্য' (Apple State of India) বলা হয়।

খনিজ—মাণ্ডি খনিজ **লবণের** কেন্দ্র। চম্বা, কাংড়া, মাণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে **শ্লেটপাথর** পাওয়া যায়। বিলাসপুর ও মাণ্ডিতে **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। কাংড়ায় জালামুখী ও মণিকর্ণ নামে দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহাদের জলে খনিজ লবণ ও গন্ধক মিশ্রিত থাকে। ঐ জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। লাহুলে **জিপসামের** খনি আছে। ইহা ভিন্ন, মাণ্ডিতে ও কাংড়ায় **লৌহ,** নিকেল,

তামা, চীনামাটি ইত্যাদি পাওয়া যায়। কাংড়া অঞ্চলে কূপ খনন করিয়া কিছু পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গিয়াছে।



হিমাচল প্রদেশের আপেল

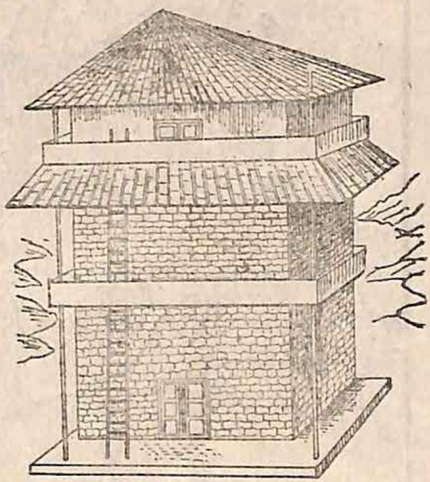
শিল্প—যোগীন্দ্রনগরের **জলবিদ্যুৎ** শিল্পাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। কাংড়ায় চা-শিল্প, মাণ্ডি, ডালহৌসী, শিমলা, চম্বা, কুলু প্রভৃতি অঞ্চলের **পশম-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, সিমেন্ট-শিল্প, মোটর মেরামত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, পর্যটন শিল্প** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যাতায়াত ব্যবস্থা—হিমাচল প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি যাতায়াতের পক্ষে অনুকূল নহে। কালকা-সিমলা রেলপথ, পশ্চিম পাঠানকোট-যোগীন্দ্রনগর রেলপথ, সড়কপথ এবং কুলু হইতে চণ্ডীগড় ও দিল্লী পর্যন্ত বিমান পথ আছে। কুলু উপত্যকা হইতে মানালি হইয়া **রোটাং** (৩,৯৭৮ মি.) ও **বরলাচা** গিরিপথ (৪,৮৯১ মি.) দিয়া সিন্ধু উপত্যকায় লেহ শহরে যাতায়াত করা যায়। সিমলা

হইতে শতদ্রু নদীর গিরিখাত ধরিয়া **সিপ্‌কি** গিরিপথ (৩,৫০৫ মি.) দিয়া তিব্বতে যাওয়া যায়। শীতকালে তুষারপাতে সড়কপথ, গিরিপথ ও রেলপথ বন্ধ হইয়া যায়।

জীবজন্তু—গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল গৃহপালিত জন্তু। এতদ্ব্যতীত, ঘোড়া ও গাধা পরিবহনের জন্য প্রতিপালিত হয়। অরণ্যে হরিণ, বানর, চিতাবাঘ, ভল্লুক, খচ্চর প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা—হিমাচল প্রদেশের লোকসংখ্যা ৩৪ লক্ষের অধিক। কাংড়া জেলায় ও শতদ্রু নদীর উপত্যকায় জীবিকার্জনের নানাবিধ সুবিধা থাকিবার ফলে লোক বসতি ঘন। কুলু উপত্যকায় অধিবাসীদের **বাড়িঘর** পাথর ও কাঠের দ্বারা নির্মিত হয়। ছাদ শ্লেট-পাথর দ্বারা তৈয়ারি হয়। সাধারণত দোতলা বাড়ির নীচের তলায় তাহারা জিনিস-পত্র রাখে, উপরের তলায় বাস করে ও রান্নাবান্না ইত্যাদি করে। **কৃষি** ও **শিল্প** বহুসংখ্যক লোকের উপজীবিকা। এখানকার পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা **ডোগরা** নামে পরিচিত। ইহারা খুব পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও শান্তিপ্রিয়। কৃষিকার্য ব্যতীত, ইহারা **পশুপালন, পশুশিকার** ও নানারকম **কুটীর শিল্পের** কাজ করে। উৎকৃষ্ট পশমী পোশাক, শাল প্রভৃতি তৈয়ারির কুটীর শিল্প এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থাগমের পথ।

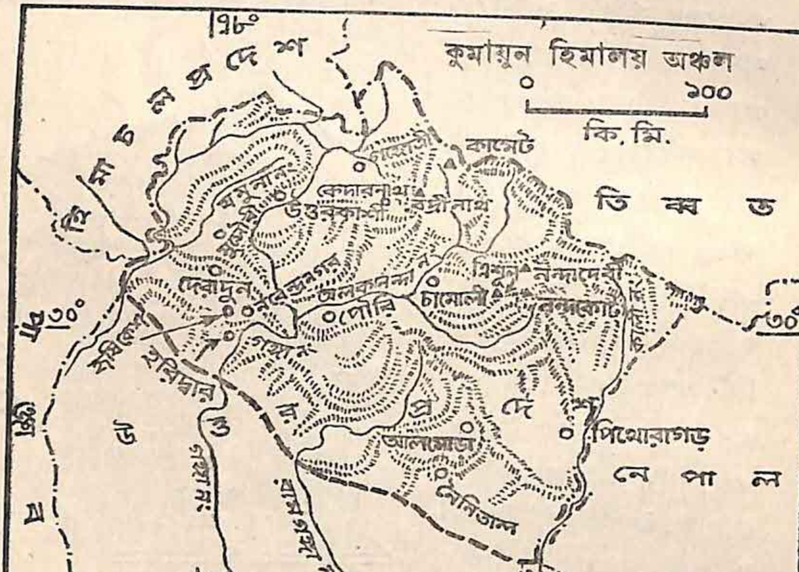


কুলু উপত্যকার বাড়ী

নগর—**সিমলা** (২,১৯৫ মি. উচ্চে) হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। **কসৌলী, ধরমশালা** ও **ডালহৌসী** স্বাস্থ্যকর স্থান। **যোগীন্দ্রনগরে** জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। কাংড়া উপত্যকায় **জ্বালামুখী** হিন্দুদের তীর্থস্থান। এখানে জ্বালানি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কুমায়ুন হিমালয়

প্রাকৃতিক বিবরণ—হিমাচল হিমালয়ের পূর্বে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের উত্তরভাগে কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তর প্রদেশের **উত্তরাখণ্ডের** অন্তর্গত উত্তরকাশী, চামোলি ও পিঠোরাগড়, **কুমায়ুন** বিভাগের আলমোড়া, গাড়োয়াল ও নৈনিতাল এবং **মীরাট** বিভাগের দেরাদুন ও টেহ্‌রি গাড়োয়াল জেলা লইয়া **উত্তর প্রদেশ হিমালয়** বা **কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চল** গঠিত। ইহার আয়তন ৩৮,০০০ বর্গ কি-মি. এবং লোক সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (১৯৬১)।



এই অঞ্চলে **প্রধান হিমালয়** (হিমাদ্রি ৪,৮০০—৬,০০০ মি.), **মধ্য** বা **হিমাচল হিমালয়** (১,৫০০—২,৭০০ মি.) ও **নিম্ন হিমালয়** বা **শিবালিক** (৭৫০—১,২০০মি.) এই তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। শিবালিকের উত্তরে অবস্থিত পার্বত উপত্যকার পূর্বাংশের নাম **মারি** এবং পশ্চিমাংশের নাম **ভুন** বা **'দুন'**। এই অঞ্চলের উত্তর ভাগে প্রধান হিমালয়ের (হিমাদ্রি) অনেকগুলি তুষার ধবল উচ্চ শৃঙ্গ আছে। উহাদের মধ্যে **নন্দাদেবী** (৭,৮১৭ মি.), **কামেট** (৭,৭৫৬ মি.), **ত্রিশূল** (৭,১২০ মি.), **কেদারনাথ** (৬,৯৪০ মি.), **বদ্রীনাথ** (৭,১৩৮ মি.) **নন্দকোট** (৬, ৮৬১ মি.) প্রভৃতি

শৃঙ্গ উল্লেখযোগ্য। চিরতুষারমণ্ডিত হিমালয়ের **শৈলতরঙ্গমালা** প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাশির এক অপূর্ব নিদর্শন। হিমাচল হিমালয়ের অন্তর্গত **মুসৌরী** ও **নাগটিব্বা** নামে দুই পর্বতশ্রেণী পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। মুসৌরী পর্বত মুসৌরী শহর হইতে ল্যান্সডাউন শহর পর্যন্ত ১২০ কি-মি. বিস্তৃত। এই পর্বতের উপরে ২,০০০—২,৬০০ মি. উচ্চে কয়েকটি শৈলাবাস আছে। মুসৌরী পর্বতের উত্তরে নাগটিব্বা পর্বত। উত্তরাখণ্ডে নাগটিব্বা গঙ্গা ও যমুনার জল-বিভাজিকা। কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চল **গঙ্গা, যমুনা** ও **কালী** এই তিনটি নদীর দ্বারা বিধৌত। পশ্চিম সীমায় যমুনার উপনদী **টোন্‌স্** (Tons) কুমায়ুন অঞ্চলকে হিমাচল অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে এবং পূর্ব সীমায় কালীনদী কুমায়ুন অঞ্চলকে নেপাল হিমালয় অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়াছে।

গঙ্গার শীর্ষনদী **ভাগীরথী** হিমাদ্রির **গঙ্গোত্রী** হিমবাহের **গোমুখ** নামক বরফের গুহা হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা পশ্চিমদিকে ৩৫ কি-মি. প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার পরে দক্ষিণে আরও ১৪০ কি-মি. প্রবাহিত হইয়াছে। বদ্রীনাথের উত্তরে অলকাপুরী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া **অলকানন্দা** দেবপ্রয়াগে **ভাগীরথীর** সহিত মিলিত হইয়াছে। গৌরীকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া **মন্দাকিনী** রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে। দেবপ্রয়াগ হইতে এই নদীগুলির মিলিত প্রবাহ **গঙ্গা** নামে দক্ষিণদিকে ৭০ কি-মি. বহিয়া গিয়া নাগটিব্বা ও শিবালিক পর্বতকে ভেদ করিয়া গিরি-খাতের মধ্য দিয়া হরিদ্বারে সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। গঙ্গার প্রধান উপনদী **যমুনা** বন্দরপুঞ্চ (Banderpunch) শৃঙ্গের (৬,৩১৫ মি.) ১০ কি-মি. পশ্চিমে **যমুনোত্রী** নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয়ের পার্বত প্রবাহের পর সমতল ভূমিতে নামিয়াছে। কুমায়ুন হিমালয়ের পূর্বাংশ দিয়া কালীনদী প্রবাহিত হইতেছে। গৌরীগঙ্গা ও রামগঙ্গা উহার উপনদী।

জলবায়ু—কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চলে পার্বত জলবায়ু। নিম্ন উপত্যকার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। পর্বতের উচ্চাংশের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক। পর্বতের পাদদেশে গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার তারতম্য বেশী, পর্বতোপরি তাপমাত্রার প্রভেদ খুব কম। গ্রীষ্মকালে আলমোড়া ও রাণীক্ষেতে তাপমাত্রার তারতম্য কম থাকে। শীতকালে ঐ সকল স্থানে তুষারপাত হয়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসে এই অঞ্চলের পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে পশ্চিমাংশে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। কুমায়ুন অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৭ সে-মি.—৫০ সে-মি.।

উৎপন্ন দ্রব্য :

বনজ—হিমালয়ের পর্বত গাত্রের ধূসর বর্ণের মৃত্তিকায় জৈব ও খনিজ গুণ আছে ; অরণ্য সৃষ্টির পক্ষে ইহা অনুকূল। পর্বতগাত্রে ৩৭০—৯০০ মি. উচ্চে **বাঁশ, বেত, শাল, শিশু** ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে, ৯০০—১,৮০০ মি. উচ্চে **চির, পাইন, ওক** প্রভৃতি গাছ জন্মে, ১,৮০০—৩,৪০০ মি. উচ্চে **পাইন, ফার, বার্চ, স্প্রুস, দেবদারু** প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। ৩,০০০—৪,৫০০ মি. উচ্চে **আল্পীয়** তৃণভূমি দেখা যায়। ইহার উর্ধ্বে রডোডেনড্রনের বনে পর্বতগাত্র আচ্ছাদিত থাকে। আরও উর্ধ্বে চিরতুষার।

কৃষিজ—নিম্নে হিমালয়ের পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া চাষ-আবাদ (Terrace cultivation) হয়। কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল অঞ্চলে **জলসেচের** সাহায্যে চাষ-আবাদ চলে। **ধান, গম, যব, আলু, জওয়ার, বাজরা, রাগি, কলাই** ও **ইক্ষু** উৎপন্ন দ্রব্য। ডুন উপত্যকায় **চা** ও স্থানে স্থানে **নাসপাতি, আখরোট, আপেল,** চেরী, বাদাম প্রভৃতি নানারকম সুমিষ্ট ফলের বাগান আছে।

খনিজ—পার্বত অঞ্চলে **তাম্র, জিপসাম, সীসা, গ্রাফাইট, গন্ধক, স্লেট-পাথর** প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে খনিজ সম্পদের ব্যবহার অপেক্ষা বনজ সম্পদের ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

শিল্প—শিল্পকার্যের জন্য **জল-বিদ্যুৎ** ব্যবহৃত হয়। মুসৌরী, নৈনিতাল প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া, টেহরি, দেরাদুন, পিঠোরাগড় প্রভৃতি শহরে ডিজেল দ্বারা তাপ সরবরাহ করা হয়। **চিনি-শিল্প, কাগজমণ্ড-শিল্প, চা-শিল্প, চর্ম-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প,** বাস্কেট নির্মাণ **রেশম, সুতী** ও **পশম** বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প। হৃষিকেশে বীজঘ্ন ঔষধের (Antibiotics) কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত, এখানে **পর্যটন-শিল্পও** গড়িয়া উঠিয়াছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা—এই পার্বত অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত দেরাদুন ও কাঠগুদাম পর্যন্ত রেলপথ আছে। কাঠগুদাম হইতে নৈনিতাল, আলমোড়া, রাণীক্ষেত ; হৃষিকেশ হইতে বদরীনাথ, কেদারনাথ ; দেরাদুন হইতে মুসৌরী, সড়ক পথে মোটরে যাওয়া যায়।

জীবজন্তু—মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশু এখানে প্রতি-

পালিত হয়। অরণ্যে বানর, হাতী, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হরিণ ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—কুমায়ুন হিমালয়ের পার্বত পরিবেশে **ভোটিয়া, গাড়োয়ালী** প্রভৃতি উপজাতির সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী এই সকল পার্বত অধিবাসী জাতিতে মঙ্গোলীয়, কিন্তু ধর্মে হিন্দু। **কৃষি ও পশুপালন** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। **ভোটিয়া, গদ্দি** ও **গুজর** জাতির লোকেরা পশুচারণকারী অর্ধ-যাযাবর। ইহা ব্যতীত, **পশমী বস্ত্র বয়ন** করিয়াও তাহারা জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা মেষ, ছাগল, খচ্চর জোব্বা (সঙ্কর প্রাণী) প্রভৃতি জন্তুর পৃষ্ঠে মালপত্র চাপাইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। ইহা ভিন্ন, তাহারা **কুটীর শিল্প** দ্বারাও জীবিকা অর্জন করে। গাড়োয়ালীরা সাহসী ও যোদ্ধা।

নগর—দেরাদুনে বন-বিদ্যার গবেষণাকেন্দ্র ও ভারতীয় সামরিক মহাবিদ্যালয় আছে। ইহা পশম, রেশম ও কার্পাস শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এখানকার বাসমতি চাল বিখ্যাত। **কেদারনাথ, বদরীনাথ, রুদ্রপ্রয়াগ, হৃষিকেশ, হরিদ্বার** প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থান। **নৈনিতাল, মুসৌরী, আলমোড়া রাণীক্ষেত** প্রভৃতি **স্বাস্থ্যকর স্থান**। নৈনিতালে উৎকৃষ্ট আলুর চাষ হয়।

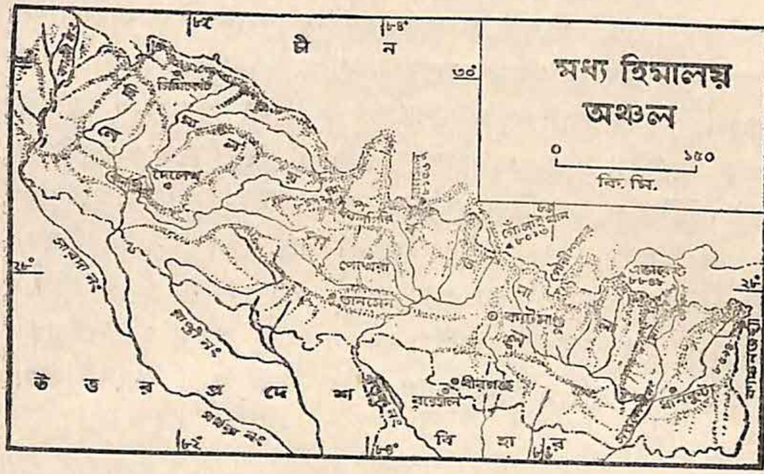
(খ) মধ্য হিমালয় অঞ্চল

নেপাল হিমালয়

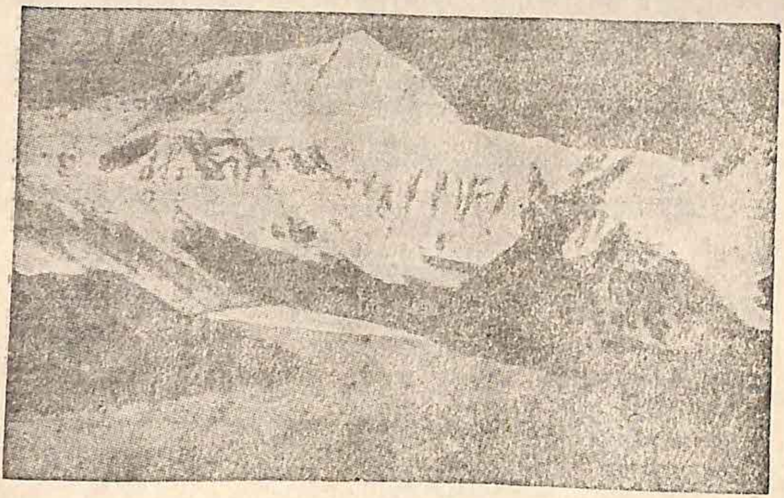
মধ্য হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলের অন্তর্গত নেপাল একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহা ভারতের রাজনৈতিক সীমার বহির্ভূত হইলেও ভৌগোলিক বিচারে ইহা হিমালযের পার্বত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মধ্য হিমালয়ের ১,১৬,৮০০ বর্গ কিলোমিটার সমগ্র নেপালরাজ্য জুড়িয়া বিস্তৃত।

প্রধান হিমালয়ের ৮,০০০ মিটারের অধিক উচ্চ শৃঙ্গগুলি নেপালে অবস্থিত। যথা, **ধবলগিরি** (৮,১৭২ মি.) **মানসলু** (৮,১৫৬ মি.), **গোঁসাইথান** (৮,০১৩ মি.), **এভারেস্ট** (৮,৮৪৮ মি.), **মাকালু** (৮,৪৮১ মি.), **কাঞ্চনজঙ্ঘা**

(৮,৫৯৮ মি.)। এভারেস্ট পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ*। এই শৃঙ্গগুলি চিরতুষারাচ্ছন্ন। এখান হইতে অনেক হিমবাহ পর্বতগাত্র বাহিয়া নামিতে থাকে। নেপাল



হিমালয়ের জেমো হিমবাহ উল্লেখযোগ্য। নেপালের মধ্যভাগে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত অন্তর্হিমালয় (হিমাচল হিমালয়) **মহাভারতলেখ** নামে পরিচিত।



এভারেস্ট শৃঙ্গ

---

* ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে নিউজীল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারী ও দার্জিলিং নিবাসী নেপালী শেরপা তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গ আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। সম্প্রতি জনৈকা জাপানী মহিলা শ্রীমতী জুনকো তাবেই এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ করিতে সমর্থন হইয়াছেন।

ইহার দক্ষিণে ভিট্রি মাধেশ উপত্যকা। এই উপত্যকার দক্ষিণে **শিবালিক**। নেপালে ইহার নাম **চুরিয়া** বা **চুরিয়া মুরিয়া** পাহাড়। নেপাল কয়েকটি নদী দ্বারা বিধৌত, যেমন—পশ্চিমে **কালী, কর্ণালী**, মধ্যে **গণ্ডক** এবং পূর্বে **কুশী**। উচ্চতার জন্য নেপালের পার্বত অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তেমন গরম অনুভূত হয় না শীতকালে এখানে প্রচণ্ড শীত; উপত্যকায় গ্রীষ্মকালে গরম বেশী, শীতকালে মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৬০ সে-মি.। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যময় **তরাই** অঞ্চলে **শাল, সেগুন** প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। বাঘ, হাতী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু এই অরণ্যে বাস করে। নেপালের অভ্যন্তরে অনেক উপত্যকা আছে। উপত্যকাগুলির সমভূমিতে **ধান, গম, ভুট্টা** ও **আলুর** চাষ হয়। কোবাল্ট, তাম্র, লৌহ, দস্তা প্রভৃতি এখানকার **খনিজ** দ্রব্য।

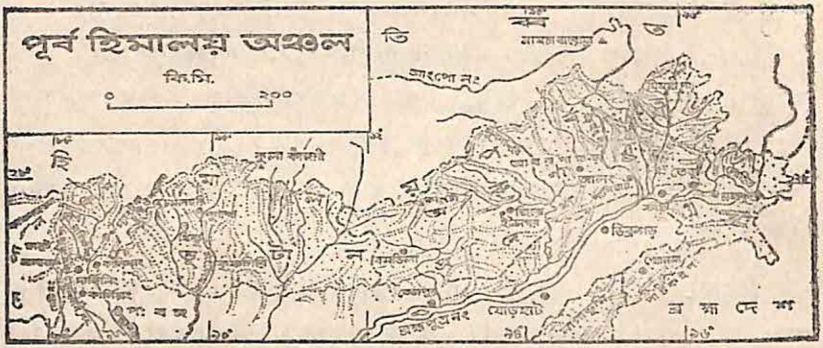
হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে শেরপা উপজাতি বাস করে। নিম্নভূমিতে গুর্খা, গুরুং, থামাং প্রভৃতি জাতির বাস। **শেরপারা** পর্বতারোহণে দক্ষ। **গুর্খারা** সাহসী যোদ্ধা। নেপালের অধিবাসীদের **কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ আহরণ, পশুপালন, পশুশিকার, কুটীর শিল্প** ইত্যাদি উপজীবিকা। নেপালের রাজধানী **কাঠমণ্ডু**। এখানে পশুপতিনাথের মন্দির আছে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান **কপিলাবস্তু** তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে নেপালে চিনির কল, পাটের কল, রাসায়নিক শিল্প, দিয়াশলাই নির্মানের কারখানা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের সীমান্তবর্তী রক্সৌল হইতে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত **ত্রিভুবন রাজপথে** যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। কাঠমণ্ডুতে বিমান বন্দর আছে।

(গ) পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল

সিকিম, দার্জিলিং-এর কতকাংশ, ভুটান ও অরুণাচল প্রদেশ পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র পূর্ব হিমালয়ের আয়তন ১,২২,৮০২ বর্গ কি-মি.। পূর্বহিমালয়ের গঠন পশ্চিম হিমালয়ের ন্যায় ততটা জটিল নহে। এই অঞ্চলে তিনটি সমান্তরাল শ্রেণী দেখা যায়। যথা—**প্রধান হিমালয়, মধ্য হিমালয় ও নিম্ন হিমালয়**। মধ্যে মধ্যে নদী উপত্যকা আছে। দক্ষিণের সমভূমি হইতে উত্তরের পার্বতভূমি ক্রমশ খাড়াভাবে উঠিয়াছে।

সিকিম হিমালয়—দার্জিলিং-এর উত্তরে এবং নেপাল ও ভুটানের মধ্যে **সিকিম** অবস্থিত। বর্তমানে সিকিম ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ইহার

রাজধানী **গ্যাংটক**। নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই রাজ্যটির রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রধান হিমালয় আরও পূর্বদিকে অরুণাচল প্রদেশের **কাংটো** শৃঙ্গ (৭,০৯০ মি.) পর্যন্ত ৪২০ কি.মি. বিস্তৃত হইয়াছে। সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত হিমালয় অঞ্চলকে **সিকিম হিমালয়** বলা হয়। সিকিমে হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গের নাম **সিনিওলচু** (৬,৮৯৫ মি.)।



সিকিমের পশ্চিম সীমায় **সিংগলীলা** এবং পূর্বসীমায় **ডংখ্যা** পর্বতমালা, উত্তর-পশ্চিমাংশে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ **কাঞ্চনজঙ্ঘা**, (৮,৫৯৮ মি.) এবং দক্ষিণে দার্জিলিং সীমান্তে সিংগলীলা পর্বতের শৃঙ্গ **সান্দাকফু** (৩৬৩০ মি.), **সবরগ্রাম** (৩,৫৪৩ মি.) ও **ফালুট** শৃঙ্গ (৩,৫৯৬ মি.) অবস্থিত। ডংখ্যা পর্বতের প্রায় ৪,০০০ মি. উচ্চে **নাথু লা** ও **জেলেপ লা** নামক গিরিপথ দুইটির সাহায্যে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার সহিত সিকিমের বাণিজ্য চলে।

তিস্তা সিকিমের উল্লেখযোগ্য নদী। তিস্তার উপত্যকায় ভুট্টা, আলু, গম, ধান, আপেল, আনারস, কমলালেবু ও এলাচি উৎপন্ন হয়। সিকিমে **লেপচা**, **নেপালী**, **ভুটিয়া** প্রভৃতি জাতি বাস করে। মেষ, ছাগল, চমরী গাই, খচ্চর ইত্যাদি এখানকার গৃহপালিত জন্তু। কৃষিকাজ, শ্রমিকের কাজ, পশুপালন, কুটীর শিল্প প্রভৃতি অধিবাসীদিগের **উপজীবিকা**।

দার্জিলিং হিমালয়—দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলকে **দার্জিলিং হিমালয়** বলা হয়। পার্বত শহর **দার্জিলিং** পূর্ব হিমালয়ের ক্রোড়ে ২,১৩৩ মি. উচ্চে অবস্থিত। সমগ্র পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে দার্জিলিং হিমালয় সর্বাপেক্ষা উন্নত অঞ্চল। দার্জিলিং হিমালয়ের আয়তন ২,৯০০ বর্গ কি-মি.। দার্জিলিং পর্বতমালা তরাই-এর সমভূমি হইতে **সেঞ্চল**

শৃঙ্গের (২,৬১৫ মি.) দিকে যেন হঠাৎ খাড়াভাবে উঠিয়াছে। **টাইগার হিল** (২,৫৬৭ মি.) হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু। দার্জিলিং হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া **তিস্তা নদী** দার্জিলিংএর পাহাড়গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গভীর খাতের সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাতের পূর্বদিকে **কালিম্পং পাহাড়** এবং পশ্চিমে **টাইগার হিল**। টাইগার হিলের দক্ষিণে **ডাউ হিল** এবং পশ্চিমে **খুর** পাহাড়।

মেচি, বালাসন, মহানন্দা, রঙ্গিত নদী দার্জিলিং হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কার্সিয়াং-এর নিকটে মহানন্দা **পাগলাঝোরায়** একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। নদীগুলি খরস্রোতা বলিয়া নাব্য নহে, তাই জলপথে যাতায়াত করা দুরূহ। এই সকল নদী হইতে **জল-বিদ্যুৎ** উৎপাদন করিবার সুযোগ আছে। দার্জিলিং-এ শীতকালে তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী-বায়ু প্রবাহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (৩২০ সে-মি.)। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কম থাকে। উচ্চতার জন্য **দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং** প্রভৃতি পার্বত্ত শহরের জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর। হিমালয়ের পাদদেশে গ্রীষ্মকালে বেশ গরম অনুভূত হয়।

পর্বত গাত্রের উচ্চ অংশে **পাইন, ফার, দেবদারু** প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। পাইনজাতীয় বৃক্ষের রস হইতে তার্পিন তৈল, রজন এবং কাঠ হইতে প্যাকিং বাক্স, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। দার্জিলিং-এর প্রধান কৃষিজ সম্পদ **চা**। এখানে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট চা জন্মে। মংপুতে **সিঙ্কোনা** গাছের বাকল হইতে কুইনাইন তৈয়ারি হয়। তরাই অঞ্চলে শালবন আছে। স্থানে স্থানে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া চা-বাগান তৈয়ারি হইয়াছে। দার্জিলিং-এ **ধান, ভুট্টা, আলু, কমলালেবু** প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কলিকাতা হইতে বিমানে বাগডোগরা (শিলিগুড়ি) এবং তথা হইতে রেলপথে দার্জিলিং শহরে যাওয়া যায়।

নেপালী, লেপ্‌চা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতি দার্জিলিং-এর পার্বত অঞ্চলে বাস করে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কিছু সংখ্যক লোকও এখানে আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বাস করে। ভ্রমণকারীরা প্রতিবৎসর স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস দার্জিলিং-এর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য এখানে আসে। তাহাদের সমাগমে এখানে **পর্যটন শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে পর্যটন

শিল্পের উন্নতি হইলে মানুষের কর্ম সংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হইবে। **কৃষিকাজ, চা-বাগানের কাজ, পশুপালন, পশুচারণ ও কুটীর শিল্প** এখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা।

ভুটান হিমালয়—ভুটান রাজ্য পার্বত অরণ্যভূমিতে সমাচ্ছন্ন। এখানে প্রধান হিমালয়ের দুইটি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ আছে। যথা—**চোমো লাহ্‌রি** (৭,৩১৪ মি.) এবং **কুলকাংড়ি** শৃঙ্গ (৭, ৫৫৪ মি.)। উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে উপত্যকা আছে। এখানে **লিংসি** শৃঙ্গের (৫,৬৫৩ মি.) সহিত **থিম্ফু** পর্বতশ্রেণী যুক্ত হইয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর পূর্বে বন্ধুর **পুণাখা** উপত্যকা অবস্থিত। ভুটান হিমালয় অঞ্চলের আয়তন ২২,৫০০ বর্গ-কি-মি., থিম্ফু পর্বতের **লিংসি লা** ও **ইয়ুলে লা** নামক দুইটি গিরিপথ দিয়া তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় যাওয়া যায়।

তোর্সা ও **মানস** ভুটানের উল্লেখযোগ্য নদী। তোর্সা নদীর পূর্বে ভুটানে শিবালিককে পুনরায় দেখা যায়। ভুটানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০০ সে-মি.। ভুট্টা, গম, ধান, এলাচি প্রভৃতি ভুটানের উৎপন্ন দ্রব্য। **থিম্ফু** ভুটানের রাজধানী। ফুণ্টোসোলিং—থিম্ফু—পারো রাজপথে ভুটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। চমরীগাই, মেষ প্রভৃতি এখানকার গৃহপালিত জন্তু। **কৃষিকাজ, পশুপালন, শ্রমিকের কাজ, কুটীর শিল্প** প্রভৃতি ভুটানের অধিবাসীদের উপজীবিকা।

অরুণাচল প্রদেশ হিমালয়—সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী (NEFA) জুড়িয়া অবস্থিত হিমালয়ের অরণ্যময় পার্বত অঞ্চলটির নাম **অরুণাচল** প্রদেশ। এই পার্বত অঞ্চলের আয়তন ৬৭, ৫০০ বর্গ কি-মি.। কিন্তু লোকসংখ্যা ৪,৬৭,৫১১। তুষারমণ্ডিত **হিমাদ্রি** অরুণাচল প্রদেশের **কাংটো** শৃঙ্গ (৭,০৯০ মি.) হইতে আরও ৩০০ কি-মি. উত্তর-পূর্বে তিব্বতের **নামচা-বারোয়া** শৃঙ্গ (৭,৭৫৬ মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে প্রধান হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী উত্তর-পূর্বদিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ক্রমশ বাঁকিয়া গিয়াছে। হিমালয়ের তিনটি শ্রেণীর পর্বতমালা অরুণাচল প্রদেশে দেখা যায়। এখানে অরণ্যাবৃত **শিবালিক** ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে প্রায় ৮০০ মি. উচ্চে খাড়া ভাবে উঠিয়াছে। অরুণাচল প্রদেশ হইতে **বমডি লা** গিরিপথ (৩,০০০ মি.) দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যাতায়াত করা যায়। এই অঞ্চলের ডাফলা, মিরি, আবর, মিসমী প্রভৃতি পাহাড় হিমালয়ের অন্তর্গত। অরুণাচল প্রদেশের উত্তরে বহু তুষারমণ্ডিত

শৃঙ্গ দেখা যায় এবং দক্ষিণে বন্ধুর উপত্যকা আছে। **ডিহং** (সিয়াং), **সুবনশিরি, মানস, ভরেলী** প্রভৃতি নদী অরুণাচল প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদীগুলি খরস্রোতা। তিব্বতের সানপু **ডিহং** নামে অরুণাচল প্রদেশের পার্বত অঞ্চলের গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাসিঘাটে সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। **ডিবং** ও **লোহিতের** সঙ্গে মিলিত হইয়া **ডিহং** সদিয়ার নিকটে **ব্রহ্মপুত্র** নামে আসামের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। অরুণাচল প্রদেশ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ সে-মি.। শীতকালে উত্তরের সীমারেখা বরফাবৃত থাকে। এই অঞ্চলে **চিরহরিৎ বৃক্ষের** বনভূমি আছে। **কাষ্ঠ** ও **বেত** প্রধান বনজ সম্পদ। ইহা ব্যতীত, রবার, লাক্ষা ও গজদন্ত এখানে পাওয়া যায়। নিম্ন উপত্যকার সমভূমিতে ধান, ইক্ষু, ভুট্টা, তামাক, পাট, সরিষা, আলু প্রভৃতির চাষ হয়। কোন কোন স্থানে বনজঙ্গল পোড়াইয়া প্রাচীন ঝুম (Jhuming) চাষ হয়। গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী এখানকার গৃহপালিত জন্তু।

অরুণাচলে **ডাক্‌লা, মনুপা, তাংসা, মিরি, আবর, মিস্‌মী** প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পার্বতীয় উপজাতি বাস করে। এই সকল মঙ্গোলীয় জাতীর লোকদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৯·৩৪ জন। ইহারা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ। অরুণাচল প্রদেশ বনাকীর্ণ পার্বত অঞ্চল। এখানে জীবিকা নির্বাহ খুব কঠিন। **কৃষিকার্য** ব্যতীত **কাষ্ঠ আহরণ, পশুপালন, পশুশিকার, রেশম ও এণ্ডির কীটপ্রতিপালন, কুটীর শিল্প** প্রভৃতি লোকের উপজীবিকা।

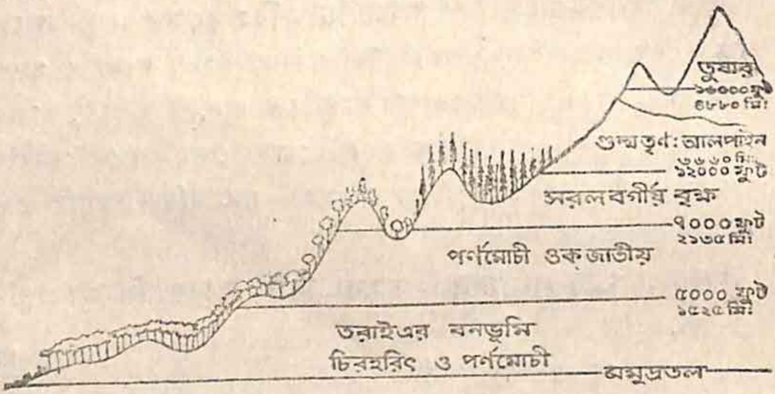


তাংসা বালিকা

অরুণাচল প্রদেশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই প্রদেশে পাঁচটি জেলা আছে। যথা—(১) কামেং, **(২) সুবনশিরি**, (৩) সিয়াং, (৪) লোহিত ও (৫) তিরাপ। এই জেলাগুলির সদর যথাক্রমে—**(১) বম্‌ডি লা**, (২) **জিরো**,

(৩) **আলং**, (৪) **তেজু** ও (৫) **খোন্‌সা**। জিরোর নিকটে ইটানগরে রাজধানী শহর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া **স্বাভাবিক উদ্ভিদের** কিছু পার্থক্য দেখা যায়। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ১,৫২৫ মি. পর্যন্ত **চিরহরিৎ** ও **পর্ণমোচী** বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। নিম্নাংশে তরাই-এর বনভূমিতে **শাল, সেগুন, শিশু, শিমুল, জারুল, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেত** এবং ২,১৩৫ মি. উচ্চতা অবধি **ওক, মেপল, লরেল, পপলার, সিডার, বার্চ** প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের বন দেখা যায়। হিমালয়ের উপরে



পূর্ব হিমালয়ের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

৩,৬৬০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত **পাইন, ফার**, চির, **দেবদারু** প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি** দেখা যায়। তাহার উর্ধ্বে ৪,৮০০ মি. পর্যন্ত **আল্পীয়** তৃণভূমি। এই স্থানে জুনিপার, রডোডেনড্রন প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের গাছ জন্মে। ৪,৮০০ মি. উর্ধ্বে চিরতুষার।

হিমালয়ের উপকারিতা

(১) উচ্চ হিমালয় শীতকালে মধ্য-এশিয়ার শীতল ও শুষ্ক বায়ুর প্রকোপ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। (২) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুকে বাধা দিয়া হিমালয় ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সহায়তা করিতেছে। হিমালয় পর্বত না থাকিলে বা উহা বিন্ধ্য পর্বতের স্থানে অবস্থিত হইলে অথবা ভারতের উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিলে মধ্য এশিয়ার শীতল ও শুষ্ক বায়ু দ্বারা ভারত

তুষার-মরুতে পরিণত হইত। ভারতের একাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য গভীর বনভূমি এবং অপর অংশে স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য তৃণভূমির সৃষ্টি হইত। (৩) হিমালয় চিরতুষারভাণ্ডার বলিয়া সারাবৎসর বহু নদ-নদীকে পুষ্ট করিতেছে ও নদীর জলের সহিত পলি বিতরণ করিতেছে। নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা উত্তর ভারতে বিস্তীর্ণ উর্বর সমভূমি গঠিত হইয়াছে। (৪) নদীর খরস্রোতের সাহায্যে পার্বত অঞ্চলের স্থানে স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। (৫) হিমালয়ের অরণ্য অঞ্চলে অফুরন্ত কাষ্ঠসম্পদ্ আছে। (৬) হিমালয়ের স্থানে স্থানে বহু স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া উঠিয়াছে। (৭) হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীরা সাহসী ও যোদ্ধা বলিয়া উহাদের মধ্য হইতে ভারতের সৈনিক সংগৃহীত হয়। গাড়োয়ালী ও গোর্খা সৈনিকেরা যুদ্ধনিপুণ। এভারেস্ট বিজয়ী ও পর্বত অভিযানে সহায়ক বীর শেরপাগণ হিমালয়েরই অধিবাসী।

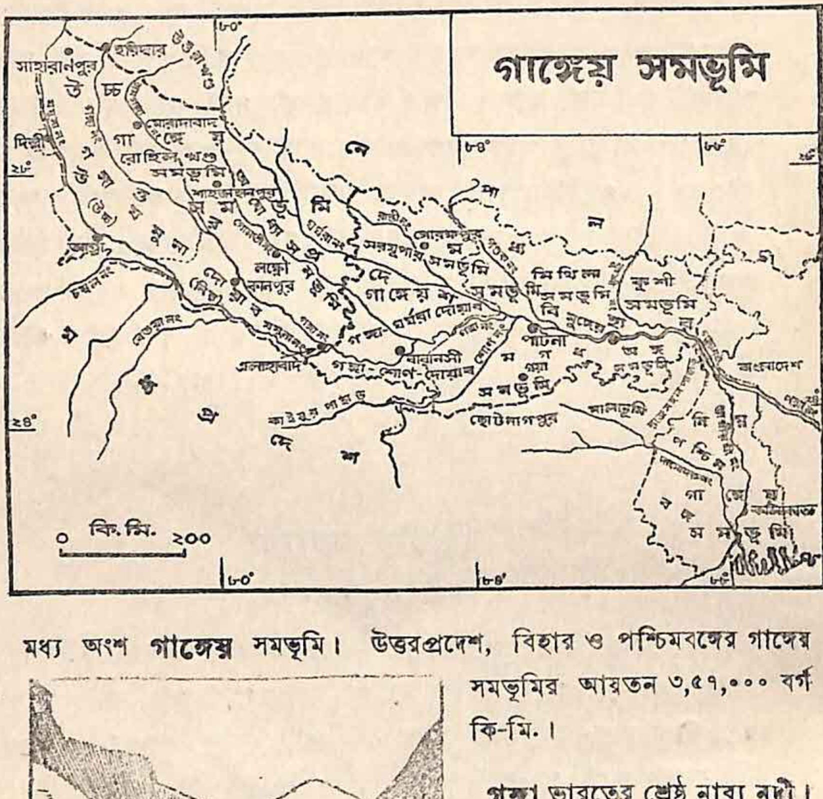
তৃতীয় অধ্যায়

গাঙ্গেয় সমভূমি

অবস্থান, সীমা, ভূ-প্রকৃতি ঃ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত ও কাইমুর পাহাড়, পশ্চিমে পাকিস্তান এবং পূর্বে আসামের পর্বতশ্রেণীর দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূ-ভাগ উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সমভূমি অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২,৭২০ কি-মি. দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২৪০—৩২০ কি-মি. প্রশস্ত। ইহার পশ্চিমাংশে **আরাবল্লী পর্বত**, ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **আবু পাহাড়ে** অবস্থিত **গুরুশিখর** (১,৭২২ মি.)। আরাবলীর উত্তর-পূর্বে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অনুচ্চ **শৈলশিরা** (Ridge) এই সমভূমির জল-বিভাজিকা। শতদ্রু ও উহার উপনদী-বিধৌত সমভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু হইয়া আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং গঙ্গার সমভূমি দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু হইয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

সমভূমির পশ্চিমাংশ শতদ্রু ও উহার উপনদী-বিধৌত এবং পূর্বাংশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের উপনদী-বিধৌত অঞ্চল। এই বিশাল সমভূমি বহু নদ-নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহা ক্রমশ উচ্চ হইয়া উত্তরে হিমালয়ের সহিত, দক্ষিণে মালভূমির সহিত এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশের পর্বতমালার

সহিত মিশিয়াছে। সমভূমির পলিমৃত্তিকার স্তর স্থানে স্থানে এত গভীর যে ৩০৫ মি. খনন করিলেও কঠিন শিলাস্তর পাওয়া যায় না। এই বিস্তৃত সমভূমির



মধ্য অংশ **গাঙ্গেয়** সমভূমি। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমির আয়তন ৩,৫৭,০০০ বর্গ কি-মি.।



গিরিখাত

গঙ্গা ভারতের শ্রেষ্ঠ নাব্য নদী। ইহার দৈর্ঘ্য ২,৪০০ কি-মি.। ইহা উত্তরপ্রদেশের উত্তর অংশে হিমাদ্রির **গঙ্গোত্রী** হিমবাহের **গোমুখ** নামক বরফের গুহা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৩২০ কি-মি. পার্বতপথে জলপ্রপাত ও গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া নাগটিব্বা ও শিবালিক পর্বতকে ভেদ করিয়া **হরিদ্বারের** সমভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। পার্বত প্রবাহে গঙ্গা খরস্রোতা, নৌবাহনযোগ্য নহে। কিন্তু ইহা

পার্বত অঞ্চলের কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ভাসাইয়া লইয়া দূরবর্তী শিল্পাঞ্চলে পৌছাইতে সাহায্য করে। ইহাছাড়া, ইহা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সুবিধাজনক। পার্বত-প্রবাহে দেবপ্রয়াগে **অলকানন্দা** নামে একটি উপনদী আসিয়া গঙ্গাকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

মধ্যপ্রবাহে গঙ্গা হরিদ্বার হইতে শান্ত গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ববাহিনী হইয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট গঙ্গা দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোত **পদ্মা** নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নাম **হুগলী**। নিম্ন-প্রবাহে গঙ্গার স্রোতের বেগ কম। ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পলি সঞ্চয় করিয়া নূতন ভূভাগ বা **ব-দ্বীপ** গঠন করিয়াছে। হরিদ্বার হইতে মোহানা পর্যন্ত **গঙ্গার অববাহিকা** পলিগঠিত প্রশস্ত ও উর্বরতম সমভূমি।

গঙ্গার অববাহিকা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। সমগ্র অঞ্চলে রেলপথ, রাজপথ ও জলপথে যাতায়াত সুবিধাজনক। নানাবিধ অনুকূল পরিবেশের জন্য **গাঙ্গেয় সমভূমি** কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নতিশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ।

অঞ্চল-বিভাগ—বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমিকে তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) উচ্চগাঙ্গেয় অঞ্চল, (২) মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চল ও (৩) নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল। প্রত্যেক অঞ্চলের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন দ্রব্য, স্বাভাবিক উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, অধিবাসীদিগের উপজীবিকা এবং কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র ও প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিয়া নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

১। **উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল**—উত্তর প্রদেশের হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহার আয়তন ১,৪৯,০২৯ বর্গ কি-মি.। এই অঞ্চলে পার্বতভূমি নাই; ভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বে ঢালু। এই সমভূমিকে তিনটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—গঙ্গা-যমুনা দোয়াব (উচ্চ ও নিম্ন), রোহিলখণ্ড সমভূমি ও অযোধ্যা সমভূমি। গঙ্গার প্রধান উপনদী **যমুনা** যমুনোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া ৮০০ কি-মি. সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইবার পর এলাহাবাদে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বত হইতে

উৎপন্ন **চম্বল** ও **বেতোয়া** (বেত্রবতী) যমুনার ডানতীরে উহার সহিত মিশিয়াছে। হিমালয় হইতে উৎপন্ন **রামগঙ্গা, গোমতী** ও **ঘর্ঘরা** (সরযূ) গঙ্গার বামতীরের উপনদী।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি পলিগঠিত সমভূমি। গাঙ্গেয় সমভূমির **মৃত্তিকা** দুই প্রকার। যথা—প্রাচীন পলিমাটি বা 'ভাঙ্গর' ও নবীন পলিমাটি বা 'খাদার'। গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমাংশে 'ভাঙ্গর' মৃত্তিকা বহুকাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে চুনজাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কঙ্করময় অনুর্বর মৃত্তিকা। নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে 'খাদার' মৃত্তিকা দেখা যায়। উত্তরে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে বালি ও নুড়িপাথর মিশ্রিত মৃত্তিকা আছে। ইহাকে 'ভাবর' বলে।

গঙ্গা ও যমুনা হইতে খাল কাটিয়া পশ্চিমদিকের শুষ্ক অনুর্বর ভূমিতে **জলসেচন** করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। এই অঞ্চলের **জলবায়ু** কিছুটা চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা ৪০° সে. অপেক্ষা বেশী এবং শীতকালের তাপমাত্রা ২০° সে. অপেক্ষা কম। গ্রীষ্মকালে লূ (গরম বাতাস) বহিতে থাকে। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৭৫—১৪০ সে-মি., শীতকালে পশ্চিমাংশে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। **ধান, গম, আখ, যব** ও **ভুট্টা** এই অঞ্চলের প্রধান **কৃষিজ** দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত, বাজরা, কার্পাস, তৈলবীজ, আলু, কলাই, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য **খনিজ** পদার্থ নাই। ফরাক্কাবাদে **সোরা** বা সল্টপিটার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অভাব হেতু এই অঞ্চলের শিল্পকার্য জল-বিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভরশীল। উচ্চ গঙ্গাখালের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি জলপ্রপাতের সাহায্যে বাহাদুরাবাদ, নীরগজনী, চিতৌরা, সালাওয়া, ভোলা, পালরা ও সুমেরা প্রভৃতি স্থানে **জল-বিদ্যুৎশক্তি** উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বুলন্দশর জেলায় **নারোরায়** পরমাণু শক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রেলপথ, সড়কপথ, নদীপথ, বিমানপথ প্রভৃতির সাহায্যে এই অঞ্চলে অরণ্যভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে **চিনির কল, তেলের কল, কাপড়ের কল, চামড়ার জিনিস** নির্মাণের কারখানা ইত্যাদি আছে। এখানকার গজদন্ত শিল্প, সূচীশিল্প, তাঁতবস্ত্র বয়ন, **কাঁচ-শিল্প,** শাল ও গালিচা ইত্যাদি **কুটীর-শিল্প** বিখ্যাত। জীবজন্তুর মধ্যে মেষ, গরু ও মহিষের সংখ্যা বেশী। এই অঞ্চলের

জনসংখ্যা প্রায় ৪·৫ কোটি। **কৃষিকার্য** ও **শিল্পকার্য** অধিবাসীদিগের উপজীবিকা।

নগর—লক্ষ্ণৌ গোমতী-তীরে অবস্থিত, উত্তর প্রদেশের রাজধানী। এখানে মুসলমান যুগের নবাবদিগের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান। প্রাচীনকাল হইতেই এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও হাতীর দাঁতের ব্যবসায় চলিতেছে। এখানে কাগজের কলও আছে। **এলাহাবাদ** গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে অবস্থিত। এই নগরেই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ **প্রয়াগতীর্থ**। **কানপুর** গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা উত্তরপ্রদেশের সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানকার চর্ম, কার্পাস, পশম, শর্করা, তৈল প্রভৃতি শিল্প বিখ্যাত।

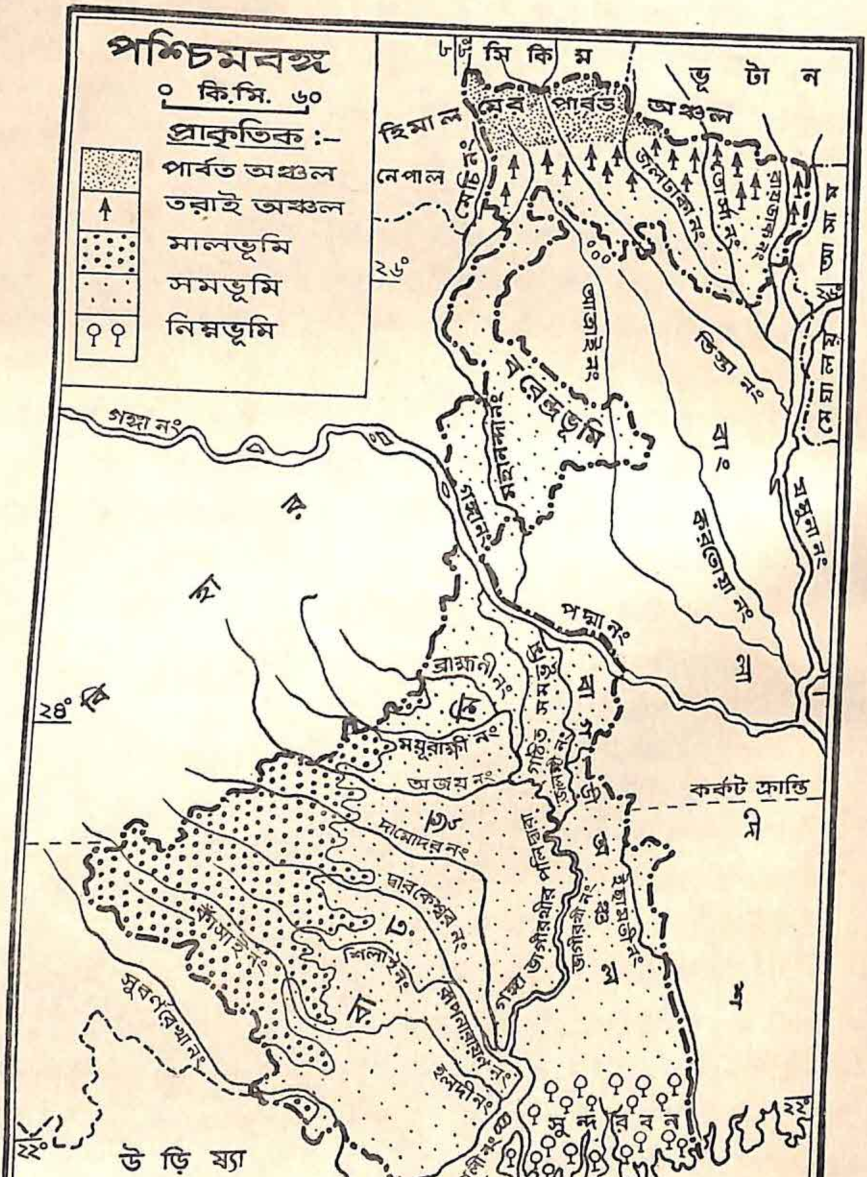
আগ্রা যমুনাতীরে অবস্থিত। এখানে সম্রাট শাহ্‌জাহানের মহিষী মমতাজের সমাধির উপরে মর্মরপ্রস্তর নির্মিত বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ **তাজমহল** এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে দেওয়ানী-আম, দেওয়ানী-খাস ও মোতি মসজিদ আছে। আগ্রায় শতরঞ্চি, গালিচা ও চর্মদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। **মোরাদাবাদে** পিতল কাঁসার নানাবিধ নক্‌শাদার জিনিস প্রস্তুত হয়। **শাহজাহানপুর** শর্করা-শিল্পের কেন্দ্র। **হরিদ্বার** হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্যনিবাস। **রামপুর** পশম-শিল্পের কেন্দ্র। **ফিরোজাবাদে** প্রচুর কাঁচের চুড়ি কুটীর-শিল্প হিসাবে প্রস্তুত হয়। **সাহারাণপুরে** কাগজের কল আছে।

২। **মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল**—উত্তরপ্রদেশের (এলাহাবাদের পর) পূর্বাংশ হইতে গঙ্গানদীর অববাহিকার অন্তর্গত উত্তর বিহারের সমগ্র অংশ এবং দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ ব্যাপিয়া এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার আয়তন ১,৪৪,৪০৯ বর্গ কি-মি.। এই অঞ্চলকে প্রধানত দুইটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—গঙ্গার উত্তরে অবস্থিত সমভূমি এবং গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত সমভূমি। গঙ্গার উত্তরের সমভূমির অন্তর্গত সরযূপার ও গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াব, মিথিলা ও কুশী সমভূমি; গঙ্গার দক্ষিণের সমভূমির অন্তর্গত গঙ্গা-শোণ দোয়াব, মগধ ও অঙ্গ সমভূমি। এই অঞ্চলে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া **ঘর্ঘরা** (সরযূ), **গণ্ডক** ও **কুশী** উপনদী গঙ্গার বামতীরে উহার সহিত মিশিয়াছে। **রাপ্তী** নেপালের মহাভারতলেখ্‌ হইতে উৎপন্ন হইবার পর গোরক্ষপুরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া ডোরিঘাটের নিকটে ঘর্ঘরার সহিত মিলিত হইয়াছে।

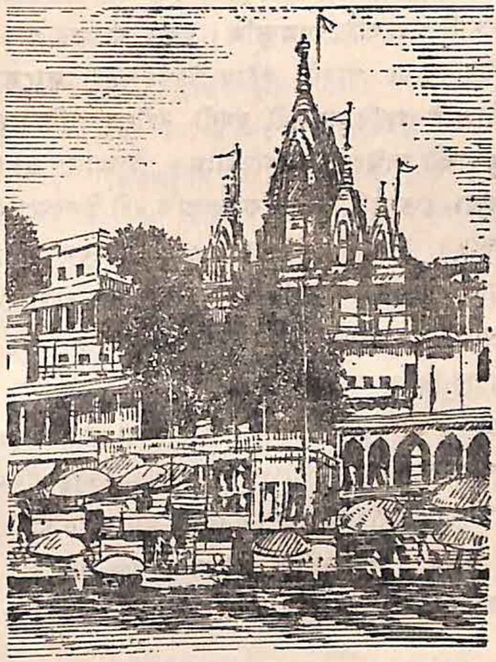
ইহা ঘর্ঘরার উপনদী। নদীগুলি হিমালয়ের তুষারগলা জলে পুষ্ট। মহাকাল পর্বতের উত্তর ঢাল হইতে উৎপন্ন হইয়া **শোণ** গঙ্গার ডানতীরে উহার সহিত মিশিয়াছে। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মে গড় তাপ ৩৭·৮° সে. শীতে ১৬° সে. ; গড় বৃষ্টিপাত ১০০—১৫০ সে-মি.। **জলবায়ু** উষ্ণ ও আর্দ্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা এই অঞ্চলের শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা কিছু বেশী। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বাতাস 'লু' বহিতে থাকে। এই অঞ্চলের **মৃত্তিকা** প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকা ; মৃত্তিকার মধ্যে বালি, কাদা, ও চুন জাতীয় পদার্থ আছে। নদীগুলির নিকটবর্তী অঞ্চলে আধুনিক পাললিক মৃত্তিকা দেখা যায়। এই সমভূমির উত্তরে তরাই অঞ্চলের বনভূমি আছে। **শাল, মহুয়া, শিশু, শিমুল** প্রভৃতি বৃক্ষ বনভূমিতে জন্মে। সমভূমির মৃত্তিকা উর্বর এবং কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এই অঞ্চলে খাল, কূপ ও নলকূপের সাহায্যে **জলসেচের** ভাল ব্যবস্থা আছে। **ধান, গম, যব, ভুট্টা, তৈলবীজ, তামাক, আখ, পাট, কলাই,** আফিং, নীল, আলু প্রভৃতি এই অঞ্চলের **কৃষিজাত** দ্রব্য। এখানকার আম ও লিচু বিখ্যাত। এখানে রেশমের জন্য **তুঁত** গাছের চাষ হয়। **রেশমী** ও **সুতী বস্ত্রবয়ন, মাটি** ও **পাথরের জিনিস** নির্মাণ, **শর্করা, তৈলশোধন** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য **শিল্প**। এই অঞ্চলে **খনিজ** সম্পদ বিশেষ নাই। মুঙ্গের ও গয়া জেলায় অভ্রের খনি আছে। ভাগলপুর জেলায় কেওলিন পাওয়া যায়। রেলপথ, সড়কপথ, নদীপথ ও বিমানপথে **যোগাযোগের** ব্যবস্থা আছে। গৃহপালিত জন্তুই এখানে বেশী দেখা যায়। মেষ ও ছাগ প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫·৬ কোটি, লোকবসতি ঘন, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৮৪ জন বাস করে। **কৃষিকার্যই** অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। ইহা ভিন্ন, বহুসংখ্যক লোক নানারকম কুটীর-শিল্প কার্যে নিযুক্ত।

কাশী (বারাণসী) গঙ্গাতীরবর্তী অতি প্রাচীন নগর এবং হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কাশীর নিকটেই বিখ্যাত বৌদ্ধ-তীর্থস্থান **সারনাথ।** কাশীতে তেলের কল, চিনির কল ও ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমী দ্রব্য ও পিতলের জিনিস বিখ্যাত। **মীর্জাপুর** গালা, গালিচা ও শতরঞ্চি তৈয়ারির কেন্দ্র। **বিন্ধ্যাচল** স্বাস্থ্যনিবাস। **চুনারের** মাটির জিনিস এবং **গাজীপুরের** গোলাপজল ও আতর বিখ্যাত। **গোরক্ষপুর** উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান কেন্দ্র।


পশ্চিমবঙ্গ
০ কি.মি. ৬০
প্রাকৃতিক :-
পার্বত অঞ্চল
তরাই অঞ্চল
মালভূমি
সমভূমি
নিম্নভূমি
সি কি ম
ভূ টা ন
নেপাল
হিমালয় পার্বত অঞ্চল
ব রেন্দ্রভূমি
গঙ্গা নং
পদ্মা নং
তিস্তা নং
জলঢাকা নং
তোর্সা নং
আত্রাই নং
মহানন্দা নং
করতোয়া নং
ব্রহ্মপুত্র নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কাঁসাই নং
সুবর্ণরেখা নং
রূপনারায়ণ নং
হলদী নং
হুগলী নং
ভাগীরথী নং
জলঙ্গী নং
ইছামতী নং
সুন্দরবন
কর্কট ক্রান্তি
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র
২৬°
২৪°
২২°

পাটনা গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত; ইহা বিহারের রাজধানী। ইহা প্রাচীনকালে পাটলিপুত্র নামে মগধের রাজধানী ছিল। পাটনা হইতে অদূরে বৌদ্ধভারতের গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন **নালন্দা** বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে অবস্থিত **ভাগলপুর** রেশমশিল্পের কেন্দ্র, **মুঙ্গেরে** একটি



কাশীর দৃশ্য

প্রাচীন দুর্গ আছে। ইহার নিকটে সীতাকুণ্ড-নামক স্থানের উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ। ফল্গুনদীতীরে অবস্থিত **গয়া** প্রাচীন শহর ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহার নিকটবর্তী **বুদ্ধগয়া** বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান। শোণনদী-তীরে অবস্থিত **ডালমিয়ানগরে** সিমেণ্ট, শর্করা ও কাগজের কল আছে। **রাজগীরের** (রাজগৃহের) উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ। **জামালপুরে** রেলগাড়ী মেরামত করিবার বৃহৎ কারখানা আছে। **মজঃফরপুরের** লিচু, **দ্বারভাঙ্গার** আম ও **মতিহারীর** তামাক বিখ্যাত। **বারৌণীতে** খনিজ তৈলশোধনাগার ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। **নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল**—এই সমভূমি অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার পার্বত অংশ এবং পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইহার উত্তরে পর্বতের পাদদেশে অরণ্যময় **তরাই** অঞ্চল, তরাই-এর পূর্বাংশের নাম **ডুয়ার্স**। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে **মালভূমি**, পূর্বে ও দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্যভাগে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত **সমভূমি**। ইহার আয়তন প্রায় ৮০,৯৬৮ বর্গ কি-মি.। ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া **দামোদর, রূপনারায়ণ** ও **কাঁসাই** প্রভৃতি নদ-নদী হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। **অজয়, ব্রাহ্মণী** ও **ময়ূরাক্ষী** ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। উত্তরাংশে **মহানন্দা** গঙ্গার উপনদী। **তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা** প্রভৃতি নদী উত্তরবঙ্গের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নগতিতে স্রোতের বেগ খুব কম বলিয়া নদী-দ্বারা প্রবাহিত শিলাচূর্ণ, পলি, বালি প্রভৃতি জমিয়া মোহানায় মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া নদীর স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া বহিতেছে।

গঙ্গার বিশাল **ব-দ্বীপ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশ মাত্র ভারতের অন্তর্গত। ইহার দক্ষিণাংশে আছে অরণ্যময় জলাভূমি। উহার নাম **সুন্দরবন**। এখানে বহু খাঁড়ি, শাখানদী ও ছোটবড় দ্বীপ আছে। **সাগরদ্বীপ** সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ। এই অঞ্চলের নিম্নভূমিতে জোয়ারের সময় সাগরের নোনা জল ঢুকিয়া চাষ আবাদের ক্ষতি করে।

গঙ্গার ব-দ্বীপ প্রাচীন ব-দ্বীপ। পলিমাটি স্থানে স্থানে অনধিক ৩০৫ মি. গভীর। পলিগঠিত নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) গঙ্গার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ জেলা প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। উত্তরবঙ্গ সমভূমি অঞ্চল **বরেন্দ্রভূমি** নামে পরিচিত।

(২) ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমে এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত **রাঢ়** অঞ্চল। এই অঞ্চলে বালিস্তর দেখা যায়।

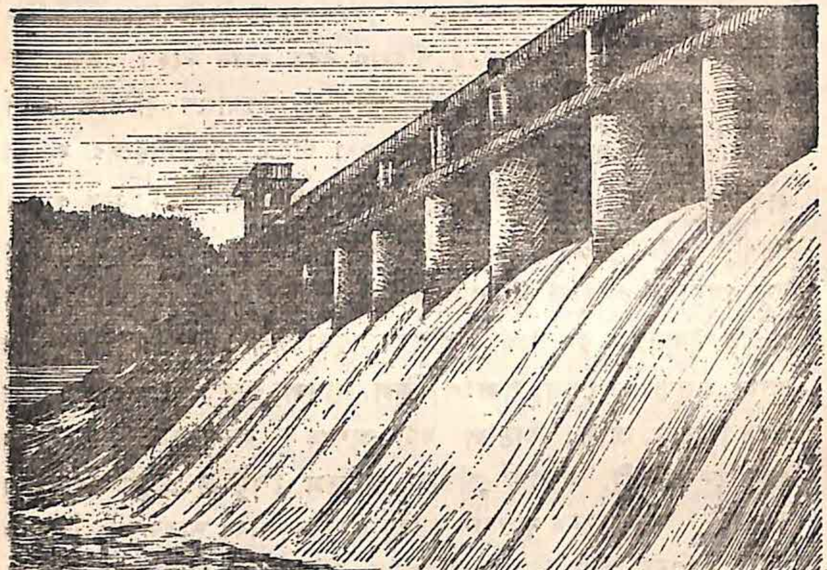
(৩) গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথী-হুগলীর পূর্বদিকের নিম্ন সমভূমি (ব-দ্বীপ অঞ্চল) **বাগড়ী** নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া ও চব্বিশ-পরগনা জেলা ইহার অন্তর্গত।

নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের **জলবায়ু** উষ্ণ ও আর্দ্র। স্থান ভেদে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের কিছু পার্থক্য হয়। সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু এই অঞ্চলের শীত-গ্রীষ্মের তাপের তারতম্য ৫।৬ ডিগ্রী সে. এর বেশী নহে। মৌসুমী বায়ুর প্রারম্ভে গ্রীষ্ম-কালের অপরাহ্নে প্রায়ই ঝড় হয়, ইহার নাম **কালবৈশাখী**। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে ১২০—৪০০° সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাংশে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত কম। পশ্চিমাংশে লাল **ল্যাটেরাইট** মৃত্তিকা দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলের মৃত্তিকা **লবণাক্ত**। সমভূমির অবশিষ্ট অংশেই **পলিমাটি** দেখা যায়। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে **চিরহরিৎ** ও **পর্ণমোচী** বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলের লবণাক্ত মৃত্তিকায় **নারিকেল**, **সুপারি**, **খেজুর**, **তাল** প্রভৃতি পামজাতীয় বৃক্ষ জন্মে। পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমভাগে **শাল**, **মহুয়া**, **খয়ের**, **পলাশ**, **কুল**, **বাবলা** প্রভৃতি গাছ এবং বিভিন্ন স্থানে **শিমুল**, **আম**, **কাঁঠাল**, **বট**, **অশ্বত্থ** ও নানাপ্রকার **বাঁশ** জন্মে। সুন্দরবনে **সুন্দরী**, **গরাণ**, **গেঁউয়া**, **ছাতিম**, **পিটুলি** প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ জন্মে। সুন্দরবনের মূল্যবান কাঠের দ্বারা নানাবিধ আসবাবপত্র তৈয়ারি হয় এবং শিমুল তূলা বিছানা-বালিশ ও শিমুল কাঠ দিয়াশলাই তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট **কয়লা** প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, রাণীগঞ্জে ফায়ার ক্লে, বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় লৌহপ্রস্তর, পুরুলিয়ায় চুনাপাথর এবং মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে সোপস্টোন, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রধান **কৃষিজাত** ফসল **ধান** ও **পাট**। ইহা ব্যতীত, এই অঞ্চলে **সরিষা**, **তিল**, **তিসি**, **তামাক**, **ইক্ষু**, **আলু** এবং নানাবিধ **রবিশস্য** (তৈলবীজ, কলাই প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়। রেশমশিল্পের জন্য মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় **তুঁত** গাছের চাষ হয়। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের চেষ্টা চলিতেছে।

ময়ূরাক্ষী বাঁধ ও সেচখাল এবং দামোদর বাঁধ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুর ব্যারেজ** ও সেচখাল, **মেদিনীপুরের সেচখাল** প্রভৃতির সাহায্যে যথাক্রমে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর

জেলায় শুষ্ক অনুর্বর জমিতে **জলসেচ** কার্য চলিতেছে। ইহা ব্যতীত, ময়ূরাক্ষী বাঁধের সাহায্যে **জল-বিদ্যুৎ** উৎপাদন করিয়া নানাবিধ শিল্পগঠনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাস্তালদি, ব্যাণ্ডেল ও দুর্গাপুরে কয়লা

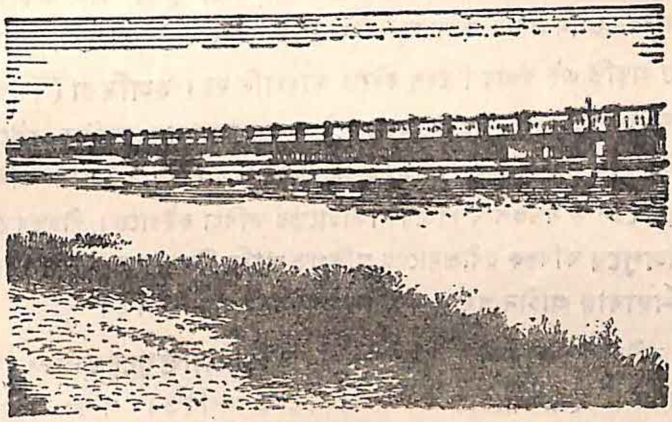


ময়ূরাক্ষী বাঁধের একাংশ

পোড়াইয়া **তাপ-বিদ্যুৎ** উৎপাদন করা হইতেছে। সরকার সম্প্রতি রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে একটি তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় **ফরাক্কা**-নামক স্থানে গঙ্গার উপরে বিরাট বাঁধ ও সেতু নির্মিত হইয়াছে। জঙ্গীপুরের বাঁধের নিকট হইতে সেচখাল খনন করিয়া মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রকল্পের ফলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হইবে এবং নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতি হইবে। ইহা ভিন্ন, ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে প্রচুর জল-প্রবাহের ফলে কলিকাতা বন্দরেরও উন্নতি হইবে।

নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। **চটশিল্প, সুতী ও রেশম বস্ত্র বয়ন, কাগজ, শর্করা, লৌহ ও ইস্পাত, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, মোটর গাড়ি নির্মাণ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচদ্রব্য** নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য **শিল্প**। শিল্পগুলি প্রধানত আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও দুর্গাপুর

অঞ্চলে এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরুলিয়ায় সিমেন্ট শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। রেলপথ, বিমানপথ, জলপথ ও জাতীয়



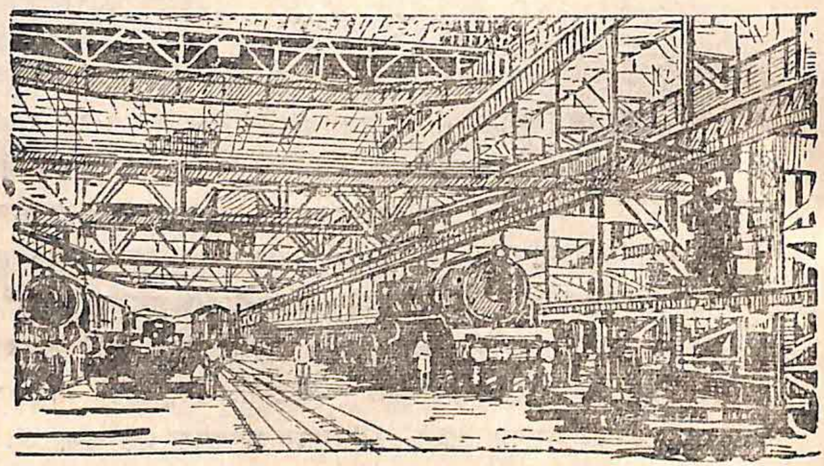
দুর্গাপুর ব্যারেজ

সড়কপথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত এই অঞ্চলের **যোগাযোগ** রক্ষিত হইয়াছে। **দমদম বিমান বন্দর** হইতে ভারতের সকল বড় শহরে যাওয়া যায়। **কৃষিকার্যই** অধিকাংশ লোকের জীবিকা। ইহা ব্যতীত, **শিল্পকার্য**ও অনেক লোকের উপজীবিকা। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কেহ কেহ খনির কাজ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, মৎস্যশিকার, নৌচালনা ও অন্যান্য কাজ করে। আজকাল পশ্চিমবঙ্গে **পর্যটন শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং যাতায়াতের সুবিধা থাকায় ইহা একটি জনবহুল অঞ্চল। নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৩·৩৫ কোটির কিছু বেশী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪১৪ জন বাস করে। এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য গরু, মহিষ পালিত হয়। এই অঞ্চলের উত্তরে **তরাই** ও **ডুয়ার্সের** বনে বানর, গণ্ডার, চিতাবাঘ, চিতাবিড়াল প্রভৃতি জন্তু এবং দক্ষিণে **সুন্দরবনে** হরিণ, বাঘ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনের বাঘ হিংস্র ও ভয়ঙ্কর। ইহাদের বলা হয় **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার**।

কলিকাতা হুগলী নদীর পূর্ব (বাম) তীরে অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের **শ্রেষ্ঠ নগর** ও **দ্বিতীয় বন্দর**। কলিকাতা পূর্বভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমি** পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে বিহার,

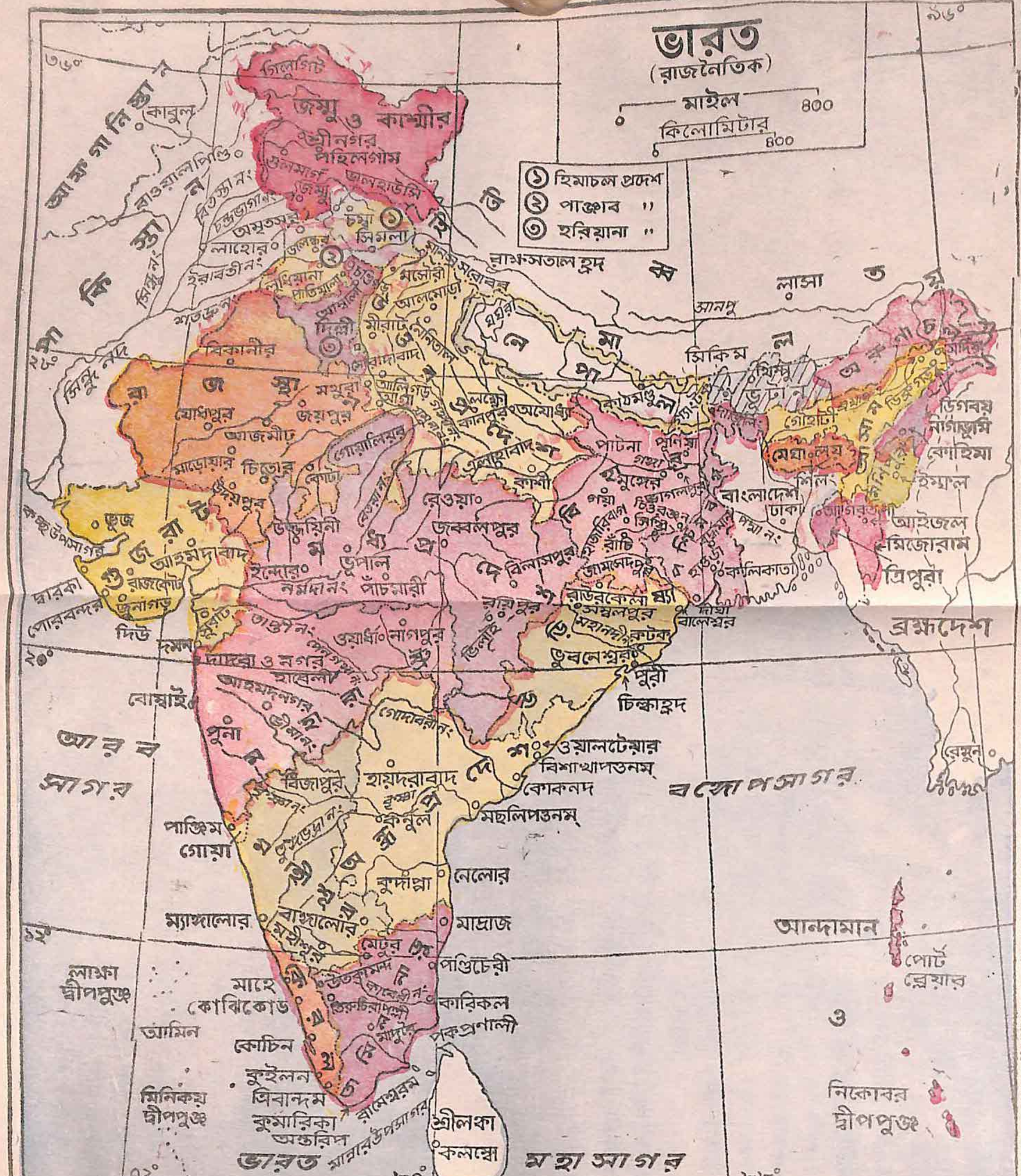
উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বন্দরের পশ্চাতে অবস্থিত কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ দ্রব্য সমৃদ্ধ অঞ্চলকে বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলে। পাট, চট, চা, চামড়া, তৈলবীজ, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তূলা, কাঠ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাতদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দরে বিদেশ হইতে আমদানি হয়। **হলদিয়া** (মেদিনীপুর জেলা) একটি নূতন বন্দর। এখানে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলে **দীঘা** একটি স্বাস্থ্যনিবাস। বর্তমানে কলিকাতা হইতে রেল ও সড়কপথে দীঘার যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। বীরভূম জেলায় **বোলপুরে** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত **শান্তিনিকেতন** ও **বিশ্বভারতী**। **মুর্শিদাবাদ** প্রাচীন শহর। এখানকার রেশমশিল্প বিখ্যাত।

নদীয়া জেলার **কৃষ্ণনগরের** মাটির পুতুল ও **শান্তিপুরের** তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। **হরিণঘাটায়** দুগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত। পশ্চিম দিনাজপুর



চিত্তরঞ্জন কারখানা

জেলায় **ইসলামপুর** একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানের কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ। পুরুলিয়া জেলার **ঝালদা** তসর ও লাক্ষা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। চব্বিশ পরগনা জেলায় **নৈহাটি, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, আলমবাজার** ও বর্ধমান জেলায় **রাণীগঞ্জে** কাগজের কল আছে। **বাটানগরে** জুতা তৈয়ারির বিরাট কারখানা অবস্থিত। হুগলী জেলায় উত্তর পাড়ার নিকটে **হিন্দ্‌মোটর রেলস্টেশনের**


ভারত
(রাজনৈতিক)
মাইল ৪০০
কিলোমিটার ৪০০
① হিমাচল প্রদেশ
② পাঞ্জাব ,,
③ হরিয়ানা ,,
জম্মু ও কাশ্মীর
গিলগিট
শ্রীনগর
পহিলগাম
গুলমার্গ
ডালহাউসি
জম্মু
চম্বা
সিমলা
অমৃতসর
লাহোর
জলন্ধর
চণ্ডীগড়
লুধিয়ানা
পাতিয়ালা
কাবুল
রাওয়ালপিণ্ডি
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
তিব্বত
রাক্ষসতাল হ্রদ
লাসা
মসৌরী
আলমোড়া
দিল্লী
মীরাট
মুরাদাবাদ
বিকানীর
যোধপুর
জয়পুর
আজমীঢ়
মাড়োয়ার
চিতোর
উদয়পুর
মথুরা
আলিগড়
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
অযোধ্যা
এলাহাবাদ
কাশী
গোয়ালিয়র
কোটা
নেপাল
কাঠমণ্ডু
সিকিম
ভুটান
পাটনা
পুর্নিয়া
মুঙ্গের
গয়া
গোহাটি
মেঘালয়
শিলং
ডিগবয়
নাগাভূমি
কোহিমা
ইম্ফল
বাংলাদেশ
ঢাকা
আগরতলা
আইজল
মিজোরাম
ত্রিপুরা
কলিকাতা
দীঘা
বালেশ্বর
ব্রহ্মদেশ
রেঙ্গুন
ভুজ
কচ্ছ উপসাগর
আহমেদাবাদ
রাজকোট
দ্বারকা
পোরবন্দর
জুনাগড়
দিউ
দমন
সুরাট
উজ্জয়িনী
ইন্দোর
ভুপাল
নর্মদা নং
পাঁচমারী
রেওয়া
জব্বলপুর
বিলাসপুর
রায়পুর
রাঁচি
জামসেদপুর
রাউরকেলা
সম্বলপুর
কটক
ভুবনেশ্বর
পুরী
চিল্কা হ্রদ
তাপ্তী নং
ওয়ার্ধা
নাগপুর
দাদরা ও নগর হাবেলী
বোম্বাই
আহমদনগর
পুনা
গোদাবরী নং
ওয়ালটেয়ার
বিশাখাপত্তনম্
কোকনদ
হায়দরাবাদ
বিজাপুর
কৃষ্ণা
কর্নুল
মছলিপত্তনম্
পাঞ্জিম
গোয়া
নেলোর
কুদ্দাপ্পা
ম্যাঙ্গালোর
বাঙ্গালোর
মহীশূর
মাদ্রাজ
মেটুর
পণ্ডিচেরী
উতকামন্দ
কাবেরী নং
কারিকল
তিরুচিরাপল্লী
মাদুরা
পকপ্রণালী
মাহে
কোঝিকোড
কোচিন
কুইলন
ত্রিবান্দ্রম
কুমারিকা অন্তরিপ
রামেশ্বরম
মান্নার উপসাগর
শ্রীলঙ্কা
কলম্বো
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
আমিন
মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
পোর্ট ব্লেয়ার
ভারত মহাসাগর
৩৬°
২৪°
২০°
১২°
৭২°
৮০°
৮৮°
৯৬°

পাশে **মোটরগাড়ি** নির্মাণের কারখানা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার **বেলডাঙ্গায়,** নদীয়া জেলার **পলাশীতে** এবং বীরভূম জেলার **আহমদপুরে** চিনির কল আছে। কলিকাতার উত্তরে নৈহাটি এবং উহার বিপরীত দিকে ব্যাণ্ডেল হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রায় ১০০টি **পাটের কল** গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ধমান জেলার **চিত্তরঞ্জনে** রেলগাড়ির ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা আছে। **দুর্গাপুরে** লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কোক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার **খড়্গপুর** একটি বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিরাট রেল কারখানা আছে।

উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা **পর্যটন শিল্প** বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আরামদায়ক বাসস্থান, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং হস্তশিল্পের মনোরম বস্তু-সম্ভার পর্যটকদের উৎসাহ ও আনন্দ দান করে। সেই কারণে দার্জিলিং ভ্রমণকারীদের নিকট বিশেষ আকর্ষণের স্থান হইয়াছে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

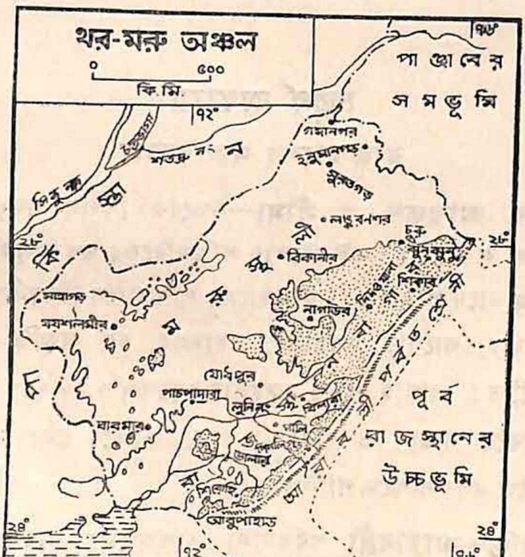
রাজস্থানের মরু অঞ্চল

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—উত্তরের বিশাল সমভূমির পশ্চিমে রাজস্থান রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিমদিকের শুষ্ক বালুকাময় অঞ্চলটি **থর মরুভূমি** নামে পরিচিত। রাজস্থানের পশ্চিমাংশে বিকানীর, জয়শলমীর, যোধপুর, বার্মার, জালোর, নাগাউর, গঙ্গানগর, চুরু প্রভৃতি জেলা লইয়া **মরুস্থলী** গঠিত। বাগার সমেত মরুস্থলীর আয়তন ১,৯৬,৭৪৭ বর্গ কি-মি.। মরুস্থলীর উত্তরে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য, দক্ষিণে গুজরাট রাজ্য, পূর্বে আরাবল্লী পর্বত এবং পশ্চিমে পাকিস্তান।

ভু-প্রকৃতি—আরাবল্লী পর্বতমালা রাজস্থানের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। আরাবল্লী পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতগুলির মধ্যে অন্যতম। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ইহার বহুলাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষয়জাত পর্বত। বর্তমানে ইহার গড় উচ্চতা ৯০০ মি. এবং ইহা দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে

আমেদাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কি-মি. বিস্তৃত। এই পর্বতমালা রাজস্থানকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্বতের পশ্চিমদিকে রাজস্থান **বাগার** (মরুপ্রায় স্তেপ-ভূমি)। ইহার পশ্চিমে বালুকাময় শুষ্ক মরু অঞ্চল বা **মরুস্থলী**। মরুস্থলী ও বাগার লইয়া রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমাংশের উষর সমভূমি গঠিত হইয়াছে। আরাবল্লীর পূর্বদিকে নিম্ন মালভূমি। পশ্চিমদিকের মরু অঞ্চল পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ঢালু। ইহা সমপ্রায় ভূমি। **লুনি নদী** আরাবল্লী পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বাগারের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে। লুনির অববাহিকায় পলিমাটি দেখা যায়। বাগারের পূর্বাংশে আরাবল্লী পর্বত হইতে নির্গত ছোট ছোট নদী বাহিত পলিদ্বারা উর্বর প্লাবন-ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আঞ্চলিক নাম **রোহি**।

থর মরুভূমিতে বালুকারাশি ও ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। জয়শলমীর, বিকানীর প্রভৃতি জেলায় বেলেপাথর, গ্রিট, নীস, সিস্ট প্রভৃতি প্রস্তর দেখা যায়।



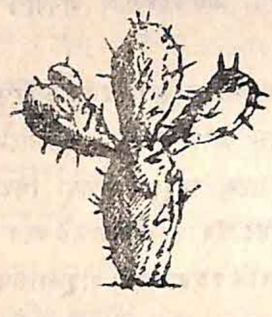
এখানকার অট্টালিকাগুলি হলুদ রং-এর বেলেপাথর দ্বারা তৈয়ারি হইয়াছে। দিবাভাগে মরুভূমির শিলাস্তর সূর্যতাপে প্রসারিত হয় এবং রাত্রিকালে শৈত্যের প্রভাবে সংকুচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে শিলাস্তর

চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বালিতে পরিণত হইতেছে। বালুকণার ক্রমাগত ঘর্ষণেও শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও শিলার সূক্ষ্ম কণাগুলি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা স্থানান্তরে নীত হয়। এইরূপে, মরুভূমির স্থানে স্থানে প্রচুর বালি সঞ্চিত হইয়া **বালিয়াড়ি** (Sand-dunes) গঠিত হয়। ইহার আঞ্চলিক নাম **ধ্রিয়ান** (Dhrian)। কোন স্থান হইতে প্রবল বায়ুপ্রবাহে বালুকা অপসৃত হইলে সেই স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়। ঐরূপ গর্তে জল জমিলে হ্রদের সৃষ্টি হয়। মরু অঞ্চলের স্থানে স্থানে ঐরূপ ছোট ছোট হ্রদ দেখা যায়। এই হ্রদগুলি লবণাক্ত। ইহাদিগকে **ধানদা** (Dhanda) **হ্রদ** বলে।

প্রবল বায়ুপ্রবাহে অনেক সময় বালিয়াড়িগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। থর মরুভূমিতে এক স্থানের বালিয়াড়ি গড়িয়া উঠিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পুনরায় অন্যস্থানে গড়িয়া উঠে। মরুভূমির সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি বায়ুপ্রবাহে বহুদূরে উড়িয়া গিয়া কখনও কখনও উর্বর শস্যক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া ভূমির উর্বরতা ও শস্য নষ্ট করে। বালুকারাশি দ্বারা রাস্তাঘাট ও লোকের বাড়িঘর ভরাট হইয়া যায়। বায়ুতাড়িত বালুকণায় দূরবর্তী অঞ্চলও মরুভূমির কুক্ষিগত হইতে চলিয়াছে। মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য দিল্লীর সীমান্তে বহু বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে।

জলবায়ু—মরুভূমি শুষ্ক বালুকাময় স্থান। মরু অঞ্চলের জলবায়ু **চরম-ভাবাপন্ন**। জলীয় বাষ্পহীন বায়ু ও আকাশ নির্মল বলিয়া এই অঞ্চলে সূর্যতাপ শীঘ্রই বিকীর্ণ হয়। ফলে, দিনে যেমন প্রখর উত্তাপ, রাত্রিতে তেমনি প্রচণ্ড শীত—গ্রীষ্মকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা ৪০°—৫০° সে. এবং শীতকালের তাপমাত্রা ১৫·৪° সে.। জয়শলমীরে শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫° সে. এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম তাপমাত্রা ৫০° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়। থর মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০ সে-মি.-এর বেশী নহে। সমগ্র মরুস্থলীর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ সে-মি. অপেক্ষা কম। বাগারে ৪০ সেন্টিমিটারের কিছু বেশী বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে আরব সাগর হইতে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি শাখা রাজস্থানের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যাইবার সময় আরাবল্লী পর্বতে বাধা পাইয়া পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বদিকে (প্রতিবাত পার্শ্বে) কিছু বারিবর্ষণ করে। কিন্তু পর্বত উচ্চ নহে বলিয়া অপর পার্শ্বে (অনুবাত পার্শ্বে) সামান্য বারিবর্ষণ হয়। অল্প বৃষ্টিপাত ও চরম জলবায়ুর জন্য পর্বতের পশ্চিম অংশের **বৃষ্টিচ্ছায়** অঞ্চলে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

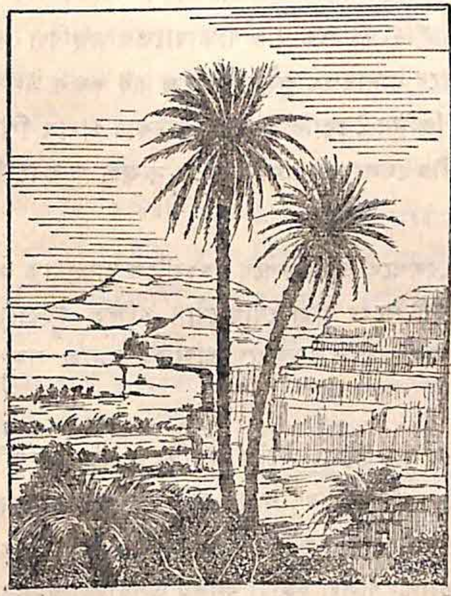
স্বাভাবিক উদ্ভিদ্—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদেরও তারতম্য হয়। যেমন, বৃষ্টিবহুল ও উষ্ণ স্থানে বৃহৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হয়, বৃষ্টিহীন মরুভূমিতে কোন স্বাভাবিক বন থাকা সম্ভবপর নহে। মরুভূমির শুষ্ক অঞ্চলে সাধারণত **কাঁটাঝোপ** (গুল্মভূমি) এবং **অ্যাকেসিয়া** (Acacia) বা **বাবলা** জাতীয় বৃক্ষ, **ক্যাকৃটাস** (Cactus) বা **ফণিমনসা, তেশিরা** প্রভৃতি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ জন্মে। গভীর মৃত্তিকাস্তর হইতে জল সংগ্রহ করিবার জন্য এই সকল বৃক্ষের মূল সুদীর্ঘ হয়। মরুভূমির উত্তাপে উদ্ভিদ্ দেহের জলীয় অংশ দ্রুত বাষ্পীভূত হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাই, ইহা নিবারণের জন্য বৃক্ষগুলি পত্রহীন ও কোন বৃক্ষের পত্র আকারে ক্ষুদ্র। জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য উহাদের কাণ্ড মোমের মত পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। প্রচণ্ড শৈত্য ও তীব্র উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মরু উদ্ভিদের দেহে অসংখ্য রোঁয়া থাকে। মরুভূমি অঞ্চলের বৃক্ষগুলির ব্যবহার নানাভাবে হয়। বাবলা, ফণিমনসা ও তেশিরা বৃক্ষ হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় বৃক্ষের বাকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসাবেও ইহাদের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।


ফণিমনসা

মরুভূমির স্থানে স্থানে দুই একটি প্রস্রবণ দেখা যায় অথবা বালুকাময় ভূমির নীচে জল পাওয়া যায়। এই রকম স্থানের ভূমি কিছুটা উর্বর। এইরূপ উর্বর ভূমিকে **মরূদ্যান** (Oasis) বলে। জলহীন বালুকাময় মরুভূমিতে মরূদ্যানগুলি পথিকের আশ্রয়স্থল। মরূদ্যানে **খেজুর** ও **পামজাতীয়** বৃক্ষ বেশী জন্মে। এখানে তৃণভূমিও দেখা যায়। থর মরুভূমি অঞ্চলের স্থানে স্থানে মরূদ্যান আছে। মরূদ্যানে লোক স্থায়িভাবে বাস করে। কোন কোন মরূদ্যানে শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—কৃষিজ—মরু অঞ্চলের **মৃত্তিকায়** বালির অংশ বেশী থাকে। লাল ও পীতবর্ণের বালি-প্রধান মৃত্তিকার জলধারণ করিবার ক্ষমতা কম। বৃষ্টিপাতের অভাব হেতু মরু অঞ্চলে চাষ-আবাদের বিশেষ সুবিধা নাই। জলসেচের সাহায্যে শুষ্ক অঞ্চলে **বাজরা, জওয়ার, ভুট্টা** উৎপন্ন হয়। লুনি নদীর অববাহিকায় **গম** ও **যব** উৎপন্ন হয়। নাগাউর ও যোধপুর জেলায়

তৈলবীজের চাষ হয়। **ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা** অনুযায়ী নাঙ্গাল বাঁধের পশ্চাতে সঞ্চিত জলধারা হইতে কয়েকটি বড় বড় খাল কাটিয়া রাজস্থানের উত্তরভাগে শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলে জল সরবরাহ করা হইতেছে। ইহা ব্যতীত, **রাজস্থান খাল পরিকল্পনার** কার্য সমাপ্ত হইলে মরুস্থলীয় শুষ্ক অঞ্চলে প্রায় ১২·৬ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে।



মরূদ্যান

রাজস্থানের সর্বাপেক্ষা শুষ্ক অঞ্চল **জয়শলমীরে** একটি ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রচুর জল সঞ্চিত আছে। এই জল সুপেয় এবং ইহা কৃষি, শিল্প ও গৃহকার্যের উপযোগী। বিকানীর ও যোধপুর জেলায় কৃষিকার্যের উন্নতি হইয়াছে। জলসেচের সাহায্যে তথায় ভুট্টা, জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, কার্পাস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। গঙ্গানগরে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়।

খনিজ—বিকানীর ও যোধপুর জেলায় **জিপসামের** খনি আছে। এখানকার জিপসাম লইয়া বিহারের সিন্দ্রী কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। বিকানীরে নিম্নমানের **লিগনাইট কয়লা** পাওয়া যায়। বিকানীর ও গঙ্গানগরের তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। যোধপুর ও বিকানীরের হ্রদ অঞ্চলে **লবণ** তৈয়ারি হয়। নাগাউর জেলায় **মার্বেল পাথর** পাওয়া যায়, এখানে **অ্যাস্‌বেস্‌টসের** খনি আছে। জয়পুরের বিখ্যাত মার্বেল পাথর মরু অঞ্চলেই পাওয়া যায়। আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য নাগাউরের মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছিল। বার্মার, বিকানীর ও জয়শলমীরে **ফুলার্‌স্‌ আর্থ** (Fuller's

Earth) নামে এক বিশেষ ধরণের মৃত্তিকা পাওয়া যায়। বনস্পতি তৈলশোধন এবং পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য রং করিবার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শিল্প—মরু অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। কয়েকটি শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। খনিজ দ্রব্যের অভাব, কৃষিজাত দ্রব্যের স্বল্পতা, শ্রমিকের অভাব ও যাতায়াতের অসুবিধা হেতু এই অঞ্চল শিল্পে অনগ্রসর। তবে নানারকম **কুটীর-শিল্পে** এই অঞ্চল উন্নত। যোধপুরে পাথরের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ারি হয়। এখানকার **পশম-শিল্প** বিখ্যাত। জয়শলমীর ও বিকানীর জেলায় মেষলোম হইতে **কম্বল** ও **কার্পেট** তৈয়ারি হয়।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—রেলপথে ও সড়কপথে মরুস্থলীতে যাতায়াত করা যায়। বাগারের সহিত এই দুইটি পথের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। বিকানীর, জয়শলমীর প্রভৃতি শহর রেল ও সড়কপথে ভারতের অন্যান্য শহরের সহিত সংযুক্ত।

জীবজন্তু—মরুভূমির প্রধান জন্তু **উট**। উটের প্রকৃতি ও গঠন মরুভূমির জলবায়ু ও পরিবেশের উপযোগী। ইহারা বেশ কয়েক দিন জল পান না করিয়া বাঁচিতে পারে। ইহাদের পাকস্থলীতে কয়েক দিনের জন্য জল সঞ্চয় করিবার আধার আছে। পায়ের পাতা চ্যাপ্টা বলিয়া ইহারা বালির উপর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সেজন্য ইহারা বহুদূর হইতে মরুদ্যানের অবস্থিতি ও মরুঝড়ের পূর্বলক্ষণ বুঝিতে সক্ষম। মরুভূমিতে যাতায়াতের জন্য এই জন্তুর উপরই বেশী নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু। মরূদ্যানের শহরগুলিতে উট গাড়িও টানে। উট ব্যতীত, মরূদ্যানে মেষ, ছাগল, গাধা, ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করা হয়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—মরু অঞ্চলে জীবিকা অর্জন, যাতায়াত ও কৃষিকার্যের সুযোগ-সুবিধার অভাব। এখানকার চরম জলবায়ুতে মানুষের বসবাস দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে মরুস্থলীতে **কম লোক** বাস করে। এখানকার লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষের অধিক। এখানে দুইশ্রেণীর লোক দেখা যায়—প্রথম শ্রেণীর লোকেরা **যাযাবর**। ইহাদের অধিকাংশই তাঁবুতে বাস করে। ইহারা **পশুপালক**। যাযাবরেরা উট, ছাগল, মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশু লইয়া তৃণের অন্বেষণে এক পশুচারণ ক্ষেত্র হইতে অন্য পশুচারণ

ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মরুভূমি অঞ্চলের খেজুর, লবণ, চামড়া ও কম্বল বিক্রয় করে। তাহারা সাদা, ঢিলা আলখাল্লা পরিধান করে, মাথায় পাগড়ি ও পায়ে জুতা পরে। খেজুর, উটের দুধ, মাংস প্রভৃতি তাহাদের খাদ্য। ইহারা সাহসী ও পরিশ্রমী, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং খাদ্যাভাব হইলে লুটপাট করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমির পরিবেশ এইরূপ অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে দস্যুবৃত্তি গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মরুবাসীরা মরূদ্যানে স্থায়িভাবে বাস করে। **কৃষিকার্য** ও **পশুপালন** তাহাদের উপজীবিকা। নাগাউর জেলার অন্তর্গত মাকরানার (Makrana) অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে মার্বেল পাথরের খাদ (quarries) হইতে পাথর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। এতদ্ব্যতীত, মরু অঞ্চলের কেহ কেহ নানারকম **শিল্পের কাজ** ও **ব্যবসায় বাণিজ্য** করে। তাহাদের অধিকাংশই পাথরের ঘরে বাস করে। অতিরিক্ত গরমের জন্য তাহারা ঢিলা **পোষাক** পরে ও মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করে। খেজুর, মাংস, দুধ, ফল, রুটি প্রভৃতি তাহাদের **খাদ্য**। তাহারা পরিশ্রমী, সভ্য ও উন্নত। খনি ও শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া মরুস্থলীতে জয়শলমীর, বিকানীর, যোধপুর, নাগাউর, গঙ্গানগর প্রভৃতি শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। মরু অঞ্চলের শহরগুলিতে কল-কারখানা, শিক্ষায়তন প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বৃষ্টিবিরল মরু অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বড়ই কঠিন। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর দেখা যায়। তথাপি মানুষ স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া জীবনযাত্রা পদ্ধতি অনেকটা সাবলীল ও সহজসাধ্য করিয়াছে। ইহাই মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সভ্যতার অবদান।

নগর—যোধপুর রাজস্থানের উল্লেখযোগ্য শহর। ইহা রাজপুতদিগের বীরত্বের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার কার্পাস ও পশম, রেল-কারখানা, পাথরের কাজ, জিপসাম খনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বিমানবন্দর আছে। **বিকানীর** প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা মরুস্থলীর সর্ববৃহৎ শহর। এখানকার পশমশিল্প উন্নত। এখানে উটের লোমের দ্বারা নানা প্রকার জিনিস তৈয়ারি হয়। **জয়শলমীর** সর্বাপেক্ষা শুষ্ক অঞ্চলের শহর। এখানে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা কম। এখানকার বাড়িঘর পাথরের নির্মিত। এখানে চুনাপাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। **সুরতগড়ে** কৃষিক্ষেত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। **গঙ্গানগরে** বস্ত্র, শর্করা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত **কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়** উপদ্বীপ গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগর, এই দুই উপসাগরের মধ্যে কাঠিয়াকাড় উপদ্বীপ। তিনদিকে সাগরবেষ্টিত বলিয়া উহাকে দ্বীপ বলা হয়। কচ্ছ উপদ্বীপ কচ্ছ উপসাগরের উত্তরদিকে অবস্থিত। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের উত্তর-



পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তর-পূর্বে রাজস্থান, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে কাম্বে উপসাগর, গুজরাটের সমভূমি ও মহারাষ্ট্র। আয়তনে কচ্ছ উপদ্বীপ ৪৫,৬১২ বর্গ কি-মি. এবং কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ ৬৪,৩৩৮ বর্গ কি.মি.।

ভূ-প্রকৃতি—কচ্ছের উত্তরভাগ অতিশয় নিম্নভূমি, ইহা **কচ্ছের বড় রান** (The Great Rann of Kutch) নামে পরিচিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়

ইহা জলমগ্ন থাকে। ইহার আয়তন ২১,৫০০ বর্গ কি-মি.। এই নিম্নভূমির একটি শাখা দক্ষিণদিকে কান্দলা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহাকে কচ্ছের 'ছোট রান' বলা হয়। উত্তরদিকের বড় রানে অনেক উপহ্রদ (lagoons) দেখা যায়। এখানকার খাঁড়িগুলিতে সমুদ্রের লোনা জল প্রবেশ করিয়া এই সকল হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে।

রান অঞ্চলের অগভীর জলরাশি কচ্ছকে পূর্বে মূল ভূ-খণ্ড হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহা দেখিতে দ্বীপের ন্যায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে রান অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ সামুদ্রিক অবক্ষেপ বা সঞ্চয়ের ফলে এবং লুনি, বানস প্রভৃতি নদীর পলি সঞ্চয়ের দ্বারা এক বিশাল **নিম্নসমভূমি** গড়িয়া উঠিয়াছে। এই লবণমিশ্রিত বালুকাময় সমভূমি কচ্ছকে মূল ভূ-খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া উপদ্বীপে পরিণত করিয়াছে। কচ্ছের উত্তরভাগে নিম্ন-সমভূমির সৃষ্টি হওয়ায় গুজরাট রাজ্যের আয়তন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কচ্ছ উপদ্বীপের এই নিম্নভূমি এখনও বর্ষাকালে প্লাবিত হয়, কারণ জল-নির্গমনের সুবন্দোবস্ত এখনও এখানে হয় নাই। ভূমির গঠন হিসাবে কচ্ছ উপদ্বীপকে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি বলা চলে। বড় রানের স্থানে স্থানে কিছু উচ্চ ভূমি দেখা যায়। যেমন, **পচ্ছম**, **খাদির**, **বেলা** প্রভৃতি। এই সকল ঈষৎ উন্নত ভূমি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। কচ্ছের শিলাস্তরে বেলেপাথরের উপরে ব্যাসল্টের আবরণ দেখা যায়। এই অনুচ্চ মালভূমির উপরিভাগ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু, নদীর জলস্রোত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমতল হইয়াছে এবং উহার চারদিকের ভূমি ক্রমশ ঢালু হইয়া নিচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত ভূমিকম্পের ফলে ইহার উত্তরভাগ অতিশয় নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যাসল্টের স্তর দেখা যায়। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ 'ডেকান ট্রাপ' নামেও অভিহিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এই উপদ্বীপের অনুচ্চ মালভূমি প্রায় সমতল হইয়া আসিয়াছে। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে মালভূমি (৩০০ মি.) এবং উহার চারিপাশের ভূমি ক্রমশ ঢালু হইয়া উপকূলবর্তী নিম্নভূমিতে মিশিয়াছে। এই উপদ্বীপের বেশীর ভাগ ভূমি ১৮৩ মিটারের কম উচ্চ। এখানকার ভূমি বেলেপাথর, চুনা-পাথর ও কাদাপাথর দ্বারা গঠিত। কাঠিয়াবাড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত রাজকোটের পূর্বদিকে অরণ্যময় পাহাড় (৩৫০ মিটারের অধিক উচ্চ) আছে।

কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশে জুনাগড়ের অনতিদূরে আমরেলীর নিকটে **গিরনার পাহাড়**, ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **গোরক্ষনাথ** (১,১১৭ মি.), এবং ইহার দক্ষিণে **গির পাহাড়** (৬০০ মি. অধিক) বিরাজমান। রাজকোটের পূর্ব-দিকের পাহাড় অঞ্চল (৩৮৩ মি.) হইতে দক্ষিণে গির পাহাড় পর্যন্ত কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মধ্যভাগের ভূমির উচ্চতা বেশী। নদীগুলির উৎস-স্থান এই মধ্যবর্তী উচ্চভূমি। ফলে, এখানকার নদীগুলি ঢাল অনুসারে চতুর্দিকে চক্রাকারে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন, **ভাদার** ও **ওজত** নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া আরব সাগরে পড়িতেছে এবং **শ্বেত্রুঞ্জী** নদী পূর্ববাহিনী হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া, উত্তরবাহিনী ও দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী আরও অনেক ছোট ছোট নদী যথাক্রমে কচ্ছের ছোট রানে ও কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি আরব সাগরে পড়িয়াছে। এই সকল নদী ক্ষুদ্র হইলেও জলসেচের পক্ষে সহায়ক।

জলবায়ু—কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সমুদ্রসান্নিধ্য হেতু শীত ও গ্রীষ্মে উষ্ণতার পার্থক্য কম। সুতরাং তথাকার জলবায়ু সম-ভাবাপন্ন। কিন্তু উভয় উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বে ক্রমশ শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য বাড়িতে থাকে। সুতরাং সেখানকার জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। কচ্ছের উত্তরাংশের অপরদিকে রাজস্থানের মরুভূমি ও পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের শুষ্ক অঞ্চল। সুতরাং এই অংশের জলবায়ু অনেকটা মরুপ্রায় ভূমির জলবায়ুর ন্যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরব সাগর হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিয়া গ্রীষ্মকালে কচ্ছের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কিছু বারিবর্ষণ করে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে বৃষ্টিপাত কম হয়। কচ্ছে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৪ সে-মি.-এর কিছু বেশী। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩৫° সে.—৪০° সে. এবং শীতকালে ২০° সে. ; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ সে-মি.। গিরনার পাহাড়ের প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী (৭০ সে-মি.)। উভয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল আর্দ্র অঞ্চল।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপর স্বাভাবিক উদ্ভিদ নির্ভর করে। কচ্ছ উপদ্বীপে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া তথায় অরণ্যের পরিমাণ কম। কচ্ছের

উত্তরাংশে **গুল্মভূমি** (কাঁটাঝোপ) ও সামান্য **তৃণভূমি** দেখা যায়। কাঠিয়াবাড়ের গির ও গিরনার পাহাড় অঞ্চলে গভীর **বনভূমি** আছে। এই সকল অরণ্যে **পর্ণমোচী** বৃক্ষ বেশী দেখা যায়। **শাল, সেগুন, বাঁশ** ইত্যাদি বৃক্ষ এখানে জন্মে। দক্ষিণে ও পশ্চিমে উপকূলের সমভূমিতে **ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ** বেশী জন্মে। ইহা ছাড়া, নারিকেল ও ঝাউগাছ প্রচুর জন্মে। ম্যানগ্রোভ ও পামজাতীয় বৃক্ষগুলির কাষ্ঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিজ—কচ্ছের **মৃত্তিকা** বালুকাময় ও অনুর্বর এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব অল্প। ইহা ছাড়া, জলসেচের সুব্যবস্থা না থাকায় এখানকার কৃষিকার্য উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। উত্তরভাগের রান অঞ্চলের বিরাট নিম্নভূমির মৃত্তিকা লবণমিশ্রিত ও বালুকাময়। ইহা চাষ-আবাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। উপকূল অঞ্চলে **জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, বাদাম** প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের মৃত্তিকা উর্বর, ইহা বালি মিশ্রিত পলিমাটি। এখানকার সমভূমিতে জলসেচের সাহায্যে নানাপ্রকার কৃষিকার্য হয়। মধ্যভাগের **কৃষ্ণমৃত্তিকা** অঞ্চলে **তুলা** ও **তৈলবীজ** জন্মে। রাজকোটের পূর্বে গোহিলবাদ (Gohilwad) নামক পলিময় নিম্নভূমিতে **গম** বেশী জন্মে। ইহা ব্যতীত, ভাদার নদীর অববাহিকার সমভূমিতে **জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, তুলা, তামাক** ও **চীনাবাদাম** ইত্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হয়। দ্রঙ্গধ্রা বধ্বান (Drangadhra Wadhwan) মালভূমি অঞ্চলে মোরভি ও সুরেন্দ্রনগর জেলায় কার্পাসের চাষ বেশী হয়।

খনিজ—কচ্ছের উপকূলে এবং রান অঞ্চলের উপহ্রদের (lagoon) লোনাজল হইতে **লবণ** পাওয়া যায়। **কান্দালায়** যে লবণের কারখানা আছে উহাতে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার লবণ তৈয়ারি হয়।

কাঠিয়াবাড়ের উপকূলে লবণ ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। ইহাছাড়া জামনগরে **বক্সাইট,** চুনাপাথর ও **জিপসামের** খনি আছে। সুরেন্দ্রনগরে **চীনামাটি** বা কেওলিন এবং রাজকোটে ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়।

শিল্প—কাঠিয়াবাড়ের ভবনগরে **কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, চর্মশিল্প** ও **মৃৎশিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বারকায় **সিমেণ্ট** ও **রাসায়নিক শিল্প** স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর সোডা অ্যাস্ (Soda Ash), ব্লিচিং পাউডার এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric

Acid) তৈয়ারির কারখানা আছে। রাজকোটে **বস্ত্রবয়ন শিল্প,** জামনগরে **পশম শিল্প** ও মোরভিতে **কাঁচ-শিল্প** এবং পোরবন্দরে **সিমেণ্ট শিল্প** স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভবনগর, রাজকোট, জামনগর প্রভৃতি স্থানে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কচ্ছের কান্দালায় **সিমেণ্ট** ও **লবণ** শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভুজে **মোটরগাড়ি নির্মাণের** কারখানা আছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—কাঠিয়াবাড়ে রেলপথ ও সড়কপথ আছে। আরও সড়ক নির্মিত হইলে শিল্পের প্রসার ঘটিবে। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়ের সহিত বোম্বাই ও আহমদাবাদের বিমান-পথে যোগাযোগ আছে।

জীবজন্তু—কচ্ছের উত্তরভাগের তৃণভূমিতে মেষ, ছাগল, গরু, গাধা, ঘোড়া উট প্রভৃতি জন্তু প্রতিপালিত হয়। কাঠিয়াবাড়ে গৃহপালিত জন্তু ব্যতীত অরণ্যে হাতী, বাঘ প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়। ভারতের মধ্যে একমাত্র



সিংহ

জুনাগড়ের গির অরণ্যে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য স্থান হইতে সিংহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—কচ্ছ উপদ্বীপের শুষ্ক জলবায়ু, অনুর্বর বালুকাময় মৃত্তিকা, রানের জল-নির্গমনের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। অধিবাসীরা অধিকাংশই **কুটীর-শিল্প** ও **পশুপালনের** দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে। এখানে মেষ ও ছাগলের লোম হইতে উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এই উপদ্বীপের লোকবসতি ঘন নহে। কিন্তু কাঠিয়াবাড়ের অবস্থা অন্যরকম। এখানে অনুকূল প্রাকৃতিক

পরিবেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ফলে, এই উপদ্বীপের লোকবসতি ঘন। অধিবাসীরা **কৃষি ও শিল্পের** কাজ করে। ইহা ব্যতীত, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজও করে।

নগর—**ভুজ** পূর্বতন কচ্ছের রাজধানী ছিল। **কান্দলা** কচ্ছ উপদ্বীপের পূর্ব-উপকূলে কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর। কান্দলা হইতে দিশা পর্যন্ত একটি ছোট মাপের (Metre gauge) রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার অবস্থান স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত হইলেও উপসাগর ও খাড়িতে জলের গভীরতা কম। এইজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে আধুনিক বন্দরের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইয়াছে। গুজরাট, পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথে ইহা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। এই বন্দর দিয়া সিমেন্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি হয় এবং খনিজ তৈল, তুলা, যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য আমদানি হয়।

ওখা—কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ উপকূলের পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই বন্দরটি মধ্যভারত ও দিল্লীর সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই বন্দর দিয়া প্রধানত তুলা রপ্তানি হয়। দক্ষিণ উপকূলের ভেরাবল বন্দরের **সোমনাথ** মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান। **দ্বারকা** ওখার দক্ষিণে অবস্থিত, হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ও একটি শিল্পকেন্দ্র। ইহার দক্ষিণে **পোরবন্দর** একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। **দিউ** বন্দর পূর্বে পর্তুগীজদের অধীনে ছিল; বর্তমানে ইহা ভারতের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। **জামনগর** (নবনগর) একটি ব্যবসায়কেন্দ্র। **রাজকোট** পূর্বতন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ইহা একটি শিল্পকেন্দ্র। **ভবনগর** কাম্বে উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্পপ্রধান শহর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

সূচনা

উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমির দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূ-ভাগ তাহাই দক্ষিণ ভারতের বিরাট মালভূমি। ইহার উত্তরাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে **বিন্ধ্য পর্বতমালা**, বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বে **ভানরার**



পর্বত এবং তাহার পূর্বে **কৈমুর** পাহাড় এবং উহার আরও পূর্বে **রাজমহল** পাহাড় অবস্থিত। বিন্ধ্যের দক্ষিণে ও উহার প্রায় সমান্তরাল **সাতপুরা** পর্বত, সাতপুরার দক্ষিণে **অজন্তা** পাহাড়, পূর্বদিকে **মহাদেব** ও **মহাকাল** পর্বত

এবং ছোটনাগপুরের **পরেশনাথ** পাহাড়। এই সকল পর্বত এই বিশাল মালভূমিকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যথা—(১) উত্তরের অপ্রশস্ত **মধ্যভারতের মালভূমি** এবং (২) দক্ষিণের ত্রিভুজাকৃতি **দক্ষিণাপথ মালভূমি**। শেষোক্ত মালভূমির উত্তরে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল, পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট**·বা **সহ্যাদ্রি** পর্বত এবং পূর্বে **পূর্বঘাট** বা **মলয়াদ্রি** পর্বত। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত দক্ষিণে **নীলগিরি** পর্বতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই মালভূমির দক্ষিণাংশে **আনামালাই** ও **পালনী** পাহাড় এবং সর্বদক্ষিণে **কার্ডামম** পাহাড়। সমগ্র মালভূমিটি পশ্চিম হইতে পূর্বে ঢালু এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্রমশ ধাপে ধাপে উচ্চ হইয়া গিয়াছে।

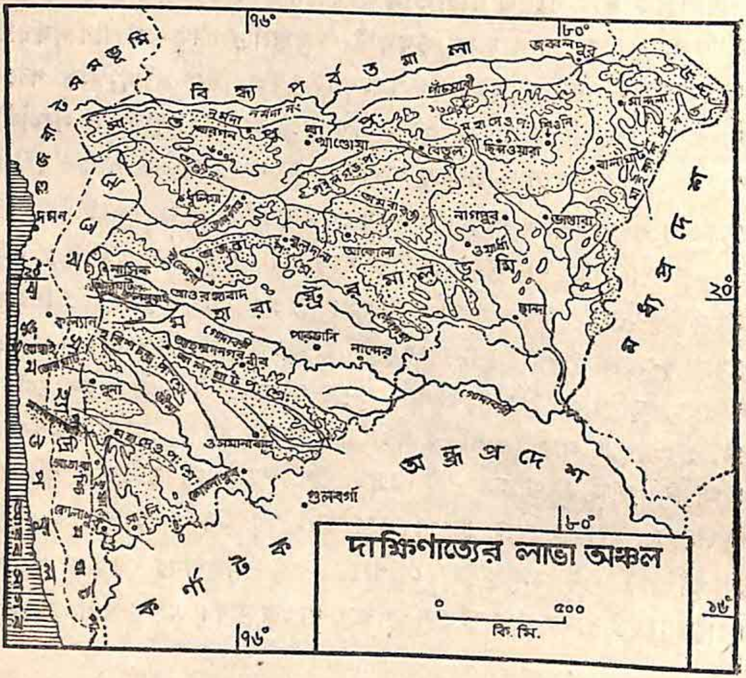
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ভূ-ভাগের অন্তর্গত। এই মালভূমি আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার দ্বারা গঠিত। প্রাচীন যুগে (ক্রিটেসিয়াস যুগে) ভূ-ত্বকের ফাটলের মধ্য দিয়া পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গলিত **লাভা** নির্গত হইয়া মালভূমির এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আবৃত করিয়াছিল। এই অঞ্চল রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে এখানকার **ব্যাসল্ট** জাতীয় আগ্নেয় শিলাস্তরের উপরকার অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহা খুব উর্বর। **লাভা সঞ্জাত কৃষ্ণমৃত্তিকা** এই মালভূমির বৈশিষ্ট্য। এই মালভূমির অন্যান্য অংশে **ল্যাটেরাইট** নামক লাল মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা অনুর্বর।

প্রথম পাঠ

লাভা অঞ্চল

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—দাক্ষিণাত্য মালভূমির এক বিরাট অংশ লাভা দ্বারা গঠিত। সমগ্র **মহারাষ্ট্র লাভা অঞ্চল**। ইহা ব্যতীত, মালব, গুজরাট, অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কিয়দংশেও লাভা-সঞ্জাত মৃত্তিকা দেখা যায়। সর্বত্র কৃষি উৎপাদন ও মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা প্রায় একরূপ। প্রাচীন যুগে লাভা স্রোত জমিয়া যে বিরাট মালভূমির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পরে নদী ও উপনদী সমূহ ও পর্বতমালা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশই লাভা দ্বারা গঠিত বলিয়া এখানে মহারাষ্ট্র লাভা অঞ্চলের বিষয়

বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইল। লাভা অঞ্চলের উত্তরে সাতপুরা পর্বত, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে কর্ণাটক রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। ইহার আয়তন ৩,০৭,৭৬২ বর্গ কি-মি.।



ভূ-প্রকৃতি—ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে এই অঞ্চলকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—পশ্চিমে আরব সাগরের কঙ্কন উপকূলের সংকীর্ণ নিম্ন সমভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বত এবং ইহার পূর্বে লাভাগঠিত মালভূমি। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট পর্বত** বা **সহ্যাদ্রি** (৯০০—১,২২০ মি.) প্রায় একটানা ভাবে উপকূলের সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগ লাভা দ্বারা গঠিত এবং দক্ষিণাংশ গ্রানাইট-নীস শিলা দ্বারা গঠিত। **কলসুবাই** (১, ৬৪৬ মি.) সহ্যাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গ। **হরিশচন্দ্রগড়** (১, ৪২৪ মি.) এবং **মহাবালেশ্বর** (১, ৪৩৮ মি.) সহ্যাদ্রির অন্যান্য উচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্বতের পশ্চিমে আরব সাগরের কঙ্কন উপকূল সংকীর্ণ নিম্ন **সমভূমি**। পশ্চিমঘাট পর্বত উপকূলের দিকে খুব খাড়া হইলেও পূর্বদিকে ইহা ক্রমশ ধীরে ধীরে নামিয়া তরঙ্গায়িত মালভূমিতে মিশিয়াছে। এই পর্বতের উত্তরাংশটি লাভা দ্বারা আবৃত

বলিয়া পর্বতের চূড়াগুলি সমতল এবং ইহারা সিঁড়ির ন্যায় ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। মালভূমির এই অংশটিকে **ডেকান ট্রাপ** (Trap=Stair সিঁড়ি) বলে। কিন্তু দক্ষিণাংশে গ্রানাইট-নীস শিলাদ্বারা গঠিত পর্বতের চূড়াগুলি গোলাকার। পূর্বদিক হইতে পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহ্যাদ্রিকে দেখিলে মনে হয় যেন উহা ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে, আবার, পশ্চিমদিকের উপকূলের সমভূমি হইতে দেখিলে মনে হয় উহা খাড়াভাবে প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান।

পশ্চিমঘাট পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ আছে, সেগুলিকে গ্যাপ (Gap) বা ফাঁক বলে। সেগুলির মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে। নাসিকের নিকট **থলঘাট** এবং পুণার নিকট **ভোরঘাট** নামে দুই প্রশস্ত গিরিপথ আছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পার্বতভূমির পূর্বে লাভা গঠিত মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ **মালভূমি।** ইহার গড় উচ্চতা ৩০৫—৬১০ মি.। মহারাষ্ট্রের মালভূমি লাভা সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া তথাকার মৃত্তিকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ (রেগুর)। লাভা হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণমৃত্তিকা খুব উর্বর। তথায় কার্পাস বেশী জন্মে বলিয়া উহাকে **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা** (Black Cotton Soil) বলা হয়। **অজন্তা** ও **সাতপুরা** পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে রহিয়াছে **তাপ্তি** নদীবিধৌত উপত্যকা। অজন্তা পাহাড়ের দক্ষিণে **বালাঘাট** পাহাড়। **কৃষ্ণা** ও উহার উপনদী **ভীমা** এবং **গোদাবরী** ও উহার উপনদী **পেনগঙ্গা** ও **বেনগঙ্গা** মহারাষ্ট্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নাসিকের পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পর্বতের ত্রিম্বকে গোদাবরী এবং মহাবালেশ্বরের নিকটে কৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়াছে।

জলবায়ু—মহারাষ্ট্রের পশ্চিমদিকের উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য কম। রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও সমুদ্র-সান্নিধ্য, বৃষ্টিপাত ও মালভূমির উচ্চতা হেতু **তাপমাত্রা** কিছু কম অনুভূত হয়। কিন্তু উপকূলের সমভূমির তুলনায় অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা কিছু বেশী। উপকূলের সমভূমির জলবায়ু আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম **মৌসুমী** বায়ু দ্বারা পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাংশে জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রচুর **বৃষ্টিপাত** হয় (২৫০-৭৫০ সে-মি.); কিন্তু পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ **বৃষ্টিচ্ছায়** অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (৫০—৮০ সে-মি.)। পুণায় বৃষ্টিপাত বেশী, কিন্তু পুণার পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত কম। পূর্বাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। পশ্চিমঘাট পর্বতের উচ্চ অংশে উচ্চতার জন্য তাপ কম।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—লাভা অঞ্চলের পশ্চিম উপকূলে সাগরতীরে বালুকাময় তটভূমির অনেক স্থানে **নারিকেল** ও **সুপারি** গাছ, অন্যত্র লোনা জলে পুষ্ট হয় এরূপ **ম্যানগ্রোভ**-জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে **চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** আছে। প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য গাছের পাতা সবুজ থাকে। সেখানে আবলুস, মেহগিনি, রবার, চন্দন, ফার্ণ, গর্জন, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে যেখানে বৃষ্টির পরিমাণ কম সেখানে **পর্ণমোচী মৌসুমী অরণ্যের** সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে **শাল, সেগুন,** বট, অশ্বথ, জারুল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। অজন্তা পাহাড়েও প্রচুর সেগুন বৃক্ষ জন্মে। শীতকালে এই সকল বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে। লাভা অঞ্চলের উত্তর পশ্চিমাংশে রোসা, কুশল প্রভৃতি নানাজাতীয় ঘাস জন্মে এবং পূর্বে প্রচুর বাঁশ জন্মে।

কৃষিজ—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির লাভা অঞ্চল বা **কৃষ্ণমৃত্তিকা** অঞ্চলই **শ্রেষ্ঠ তুলা উৎপাদন স্থান**। লাভা (ব্যাসল্ট), রৌদ্র, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ-মৃত্তিকা বা রেগুর তুলাচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ, ইহা যথেষ্ট উর্বর এবং ইহার জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বেশী। এই মাটিতে **তুলা, জওয়ার, বাজরা** ইত্যাদি ফসল জন্মে। মহারাষ্ট্রের নদী উপত্যকায় **ধান, গম,** তামাক, তৈলবীজ, কৃষ্ণমৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট তুলা ও শুষ্ক অঞ্চলে জওয়ার, বাজরা জন্মে। ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী **কার্পাস** মহারাষ্ট্রে জন্মে। এই তুলার আঁশ ছোট। বর্তমানে জলসেচের সাহায্যে দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ হইতেছে।

খনিজ—খনিজ সম্পদ্ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই, খনিজ সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার দেশের সর্বত্র চলিতেছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি ও চান্দা জেলায় **লৌহ** ; চান্দা, ওয়ার্ধা ও বল্লারপুরে **কয়লা**; নাগপুর, ভাণ্ডারা ও রত্নগিরিতে **ম্যাঙ্গানিজ,** ক্রোমাইট, চুনাপাথর ; সাতারা ও কোলাপুরে **বক্সাইট** পাওয়া যায়।

শিল্প—আজকাল প্রবহমান জলধারার সাহায্যে **জল-বিদ্যুৎ** উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। গৃহের আলো, পাখা হইতে আরম্ভ করিয়া কল-কারখানা, যানবাহন, মাল-চলাচল প্রভৃতি প্রায় সকল কার্যই বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা সম্পন্ন

হইতেছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে নব নব শিল্পের উদ্যোগও সম্ভবপর হইবে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার **কয়না** নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিলিত প্রচেষ্টায় **তারাপুরে আণবিক** বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ৪২০ মেগাওয়াট শক্তি সরবরাহ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, বোম্বাইয়ের নিকটে ট্রম্বেতে আণবিক গবেষণাকেন্দ্র ও তাপ-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা ও বিদ্যুৎ এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি। মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাটের লোনাভ্লার **খোপোলি**, নীলামূলার **ভীরা** ও অন্ধ্র উপত্যকার **ভিবপুরী** প্রভৃতি কেন্দ্রে উৎপন্ন জল-বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে বোম্বাই, কল্যাণ, পুণা প্রভৃতি শহরে কল-কারখানা ও রেলগাড়ি চালানো হইতেছে। এই অঞ্চলের নাসিক, নাগপুর, চান্দা ও ভুসওয়ালে **তাপ-বিদ্যুৎ** কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

কার্পাস-শিল্প ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প। মহারাষ্ট্রের **বোম্বাই** ভারতের বস্ত্রবয়ন-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইহা ভিন্ন, **নাগপুর, আকোলা, শোলাপুর, ওয়ার্ধা, অমরাবতী** প্রভৃতিও এই শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে বস্ত্রবয়নশিল্পের প্রসারলাভ করিবার কারণ—লাভা অঞ্চলে কাঁচামাল কার্পাসের প্রচুর উৎপাদন, আর্দ্র জলবায়ু, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের সুবিধা, বন্দরের সুবিধা, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্রের চান্দা জেলায় বল্লারপুরে **কাগজ শিল্পের** বৃহৎ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। পুণা ও নাগপুরে **যন্ত্র-শিল্প**, বোম্বাই-এ **প্ল্যাস্টিক** ও **পেট্রোলিয়াম-জাত রসায়ন** শিল্প, **মোটরগাড়ি নির্মাণ** ও **রেলগাড়ি মেরামত** শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্রে **নকল রেশম** (Rayon) প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। আহমদনগর, পুণা, সাতারা ও কোলাপুরে **শর্করা শোধন শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। অম্বরনাথে প্রোটোটাইপ মেসিন টুল ফ্যাক্টরী এবং ট্রম্বেতে খনিজ **তৈলশোধনের** কেন্দ্র আছে। কোলাপুর **রেশম, পশম** ও **কার্পাস-শিল্পের** কেন্দ্র। রেলপথ, বিমানপথ, জাতীয় সড়ক প্রভৃতির সাহায্যে **যাতায়াতের** উত্তম ব্যবস্থা আছে।

জীবজন্তু—পশ্চিমঘাট পর্বতের অরণ্য অঞ্চলে হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ, হায়েনা, শূকর, হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি এখানকার গৃহপালিত জন্তু। দুগ্ধ, মাংস, চামড়া, পশম প্রভৃতি জীবজ পণ্য।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—মহারাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি হওয়ায় এই রাজ্যের লোকবসতি ঘন। এখানকার লোক সংখ্যা ৫ কোটি ৪ লক্ষ। অধিবাসীরা মারাঠী। অধিকাংশ লোকের (প্রায় ৭০%) **জীবিকা কৃষিকার্য**। এতদ্ব্যতীত, অনেকে শিল্পকার্যের উপর নির্ভর করে। অবশিষ্ট লোকের জীবিকা বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজের উপর নির্ভরশীল।

নগর—**বোম্বাই** মহারাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের অতি নিকটে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ও সেতুদ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত। ইহা ভারতের দ্বিতীয় নগর, সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রধান বন্দর। রেলপথ দ্বারা ইহা ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির সহিত যুক্ত। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমি**। বোম্বাই দ্বীপ ও প্রধান ভূখণ্ডের মধ্যে যে স্থান তাহাতে যে কোন জাহাজ নিরাপদে প্রবেশ করিতে পারে ও থাকিতে পারে। ইহা ভারতের একটি বৃহৎ ও স্বাভাবিক **পোতাশ্রয়**। এখানকার বিমান বন্দরের নাম **সান্তাক্রুজ** ও জুহু। বোম্বাইয়ের নিকটে **এলিফ্যাণ্টা** দ্বীপে পর্বতগুহায় খোদাই করা মন্দিরে শিবের বিভিন্ন মূর্তি আছে। ইহা প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। **শোলাপুর** তুলা ব্যবসায়ের ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। **কোলাপুর** বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

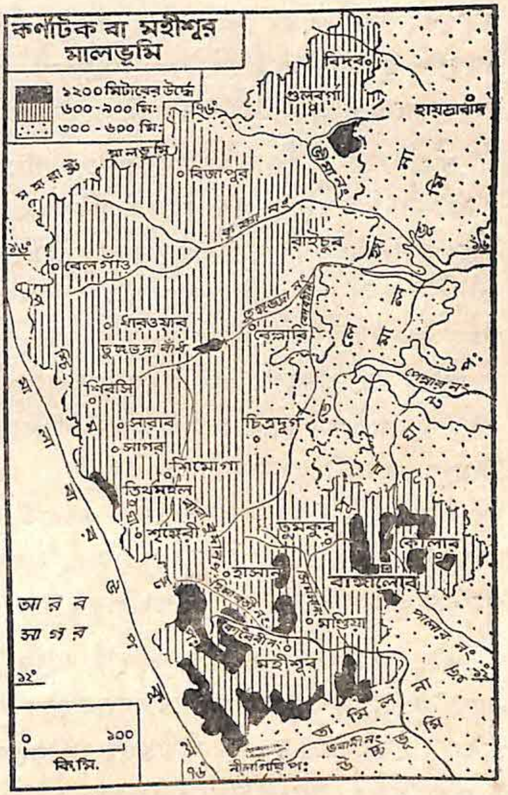
নাগপুর পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। ইহা বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র, ব্যবসায়-প্রধান স্থান ও প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন। এখানকার কাঁচ, মৃৎশিল্প ও কমলালেবু বিখ্যাত। **অজন্তা** ও **ইলোরা** হিন্দুদিগের প্রাচীন চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। **নাসিক** গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও হিন্দুদের তীর্থস্থান। **পুণা** পশ্চিমঘাটের উপরে (৫৭৯ মি.) অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের বর্ষাকালীন আবাস। এখানে একটি বৃহৎ সেনানিবাস, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র, আবহ-পর্যবেক্ষণ এবং নদী ও রাসায়নিক গবেষণা কেন্দ্র আছে। **মহাবালেশ্বর** (১,৪৩৮ মি.) একটি শৈলনিবাস। **ওয়ার্ধা** তুলা-ব্যবসায়ের কেন্দ্র।

দ্বিতীয় পাঠ

কর্ণাটক (মহীশূর) মালভূমি

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে কর্ণাটক (মহীশূর) মালভূমি অবস্থিত। ইহার আয়তন ১,৯১,৭৭৩ বর্গ কি-মি.। এই মালভূমির উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে তেলেঙ্গনা মালভূমি, দক্ষিণে তামিলনাড়ু এবং পশ্চিম-দিকে আরব সাগর।

ভূ-প্রকৃতি—কর্ণাটক (মহীশূর) মালভূমির গড় উচ্চতা ৬০০—৯০০ মি.। ইহার উচ্চতা সর্বত্র সমান নহে। ইহার উত্তরাংশের উচ্চতা ৪৫০—৭৫০ মি. এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের উচ্চতা ৯০০—১,২০০ মি. উত্তরাংশ ও পূর্বাংশের জমি কিছুটা ঢালু। উত্তর-পূর্বে ভূমির উচ্চতা ৩০০—৪০০ মি.। পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ন কতকগুলি নদী দ্বারা এই মালভূমি স্থানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। এই মালভূমির অধিকাংশ গ্রানাইট ও নীসশিলা দ্বারা গঠিত। ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে এই মালভূমিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) উচ্চ মালভূমি ও (২) নিম্ন মালভূমি।



উচ্চ মালভূমি—কর্ণাটক রাজ্যের বেশীর ভাগ ভূমিই উচ্চ (৬০০—৯০০ মি.)। কর্ণাটক মালভূমি প্রায় তিন দিকে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত, পশ্চিম দিকে **সহ্যাদ্রি** বা **পশ্চিমঘাট**, দক্ষিণ-পূর্বদিকে **পূর্বঘাট** এবং দক্ষিণদিকে **নীলগিরি** পর্বত

অবস্থিত। নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথ (৩০৫ মি.)। নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ **ডোডাবেতা** (২,৬৩৭ মি.)। কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিমে সহ্যাদ্রির নিকটবর্তী ৩৫—৬০ কি-মি. প্রশস্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ৬০০ কি-মি. দীর্ঘ অরণ্যময় পাহাড়িয়া অঞ্চলকে **মালনাদ** বলা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে উপত্যকা আছে। মালনাদ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১,০০০ মিটার। **বাবাবুদান** পাহাড় মালনাদে অবস্থিত। **মুলনগিরি** বাবাবুদান পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (১,৯১৩ মি.)।

নিম্ন মালভূমি—পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমদিকে উপকূলবর্তী সমভূমি অবস্থিত। ইহা ভিন্ন, কর্ণাটক মালভূমির উত্তরে এবং দক্ষিণে নিম্ন মালভূমি আছে। উচ্চভূমির তুলনায় ইহাদিগকে তরঙ্গায়িত সমভূমি বলা যায়। উহাদের স্থানীয় নাম **ময়দান**। ময়দানের উপরিভাগ প্রায় সমতল।

কৃষ্ণা নদী এই মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কর্ণাটক মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** কৃষ্ণার প্রধান উপনদী। **ঘাটপ্রভা** ও **মালপ্রভা** কৃষ্ণার অপর দুইটি উপনদী। **কাবেরী** কর্ণাটক মালভূমির প্রধান নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি পাহাড় ইহার উৎস। ব্রহ্মগিরি হইতে কুশলনগর পর্যন্ত ইহার প্রধান অংশ কর্ণাটক মালভূমির অন্তর্গত নহে। এই মালভূমিতে প্রবেশ করিয়া কাবেরী খরস্রোতা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। **হিমাবতী, বেদবতী, সিমসা, ভবানী** প্রভৃতি কাবেরীর উপনদী। এই সকল নদী এই মালভূমির মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, **পালার** ও **পন্নাইয়ার** (পেন্নার) নদী কর্ণাটকের পশ্চিমাংশের উচ্চ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে এবং **সারাবতী** নদী পশ্চিমদিকে বহিয়া গিয়াছে।

এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশে উচ্চভূমি হইতে সমভূমিতে অবতরণকালে কাবেরী নদীতে **শিবসমুদ্রম্** নামে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাবেরীর গতিপথে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। **শ্রীরঙ্গপত্তম্** শহরটি এইরূপ একটি দ্বীপে অবস্থিত। কাবেরী নদীতে **কৃষ্ণরাজাসাগর** বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং শিবসমুদ্রম্কে এই বাঁধের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। এখান হইতে খালের সাহায্যে কর্ণাটক রাজ্যের কোলার, মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচন করা হয়। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত, সিমসা নদীর

জলপ্রপাত, সারাবতী নদীর **গারসোপা** বা **যোগ** (মহাত্মা গান্ধী জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প) জলপ্রপাত ও **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনার** সাহায্যে প্রচুর **জল-বিদ্যুৎ**



যোগ জলপ্রপাত

শক্তি উৎপন্ন হয়। এখানে সর্বসমেত ১ কোটি ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই রাজ্যের কল-কারখানায় এই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ হয়।

জলবায়ু—উচ্চতা ও সমুদ্রসান্নিধ্যের জন্য কর্ণাটকের মালনাদের জলবায়ু **নাতিশীতোষ্ণ**। এই রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের সমভূমিতে ও উচ্চ মালনাদ অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপের তারতম্য কম। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা মালনাদ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (২৫০—৪০০ সে-মি.) হয়। উত্তরের ময়দান সমভূমির বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম ও অনিয়মিত (৪০—৬০ সে-মি.)। ইহার গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ৩০° সে.। দক্ষিণ-পশ্চিম

মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের ফলে মালভূমির পূর্বাংশে শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ময়দান কিছু উচ্চ বলিয়া উহার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। কিন্তু উত্তর ময়দানের জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। বাঙ্গালোরে শীত ও গ্রীষ্ম-কালের তাপমাত্রায় তারতম্য কম। তথায় বৃষ্টিপাত প্রায় ৯০ সে-মি.।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—কর্ণাটক রাজ্যের উচ্চ মালনাদের ও পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া তথায় **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমির** সৃষ্টি হইয়াছে। এই বনভূমিতে **সেগুন, আবলুস, সিডার,** ও মূল্যবান **চন্দন** বৃক্ষ জন্মে। সমুদ্রোপকূলে **নারিকেল, সুপারি** প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। মালনাদের পূর্বাংশে সিমোগা, হাসান, কাতুর প্রভৃতি জেলায় **সেগুন, শাল, ইউক্যালিপ্‌টাস, শিশু, আবলুস, চন্দন, তুঁত** প্রভৃতি মিশ্রিত **পর্ণমোচী বৃক্ষের বন** দেখা যায়। **চন্দন** কর্ণাটক মালভূমির শ্রেষ্ঠ বনজ সম্পদ। এই রাজ্যের উত্তর ময়দানে যে স্থানে বৃষ্টিপাত খুব কম সেই স্থানে **তৃণভূমি** দেখা যায়। মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ ও গুল্মজাতীয় গাছ আছে।

কৃষিজ—কর্ণাটক মালভূমির নানা স্থানে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও গাঢ় লাল বর্ণের নানা রকম মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মালভূমির উত্তরাংশে ময়দানে লাভা-সঞ্জাত উর্বর **কৃষ্ণমৃত্তিকা**। তথায় বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের। এই সকল কারণে ধারওয়ার, বেলগাঁও, হুবলী, বেলারী প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র আঁশবিশিষ্ট **কার্পাস** উৎপন্ন হয়। কার্পাস ব্যতীত এই সকল স্থানে ক্ষুদ্র নদী-উপত্যকায় **ধান, ইক্ষু, জওয়ার** এবং ভূমিতে **জলসেচনের** ফলে নারিকেল এবং তাল গাছ জন্মে। পশ্চিমদিকে উপকূলবর্তী সমভূমিতে **ধান, কার্পাস, ইক্ষু** প্রভৃতি জন্মে। পূর্বের ও দক্ষিণ-পূর্বের ময়দান অঞ্চলের লাল **দোআঁশ** মাটিতে জলসেচের সাহায্যে এবং প্রচুর সার ব্যবহার করিয়া **রাগি, বাজরা, জওয়ার, তৈলবীজ** ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। মালভূমির দক্ষিণ সীমায় নীলগিরির নিকটে লাল **ল্যাটেরাইট** মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা কম, তাই ইহা অনুর্বর। পশ্চিমঘাট পর্বতের ও উচ্চ মালনাদের পূর্বঢালে **কফি** জন্মে। পর্বতগাত্র ও উচ্চভূমি, আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু এবং তুষারপাতহীন স্থান কফি চাষের পক্ষে উপযোগী। দক্ষিণ ভারতে চা অপেক্ষা কফির চাষ বেশী হয়। কর্ণাটক মালভূমিতে সর্বাপেক্ষা

অধিক কফি উৎপন্ন হয়। হাসান, সিমোগা ও কাডুর জেলায় প্রায় ৪,৬০০ কফি বাগান দেখা যায়।

খনিজ—কোলারে **স্বর্ণখনি** আছে। বাবাবুদাম পর্বতে, সিমোগায়, সন্দুরে (বেলারী) **লৌহ** প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সন্দুর, সিমোগা, চিত্রদুর্গ, তুমকুর প্রভৃতি স্থানে **ম্যাঙ্গানীজ**, বেলগাঁও, হাসান ও সিমোগাতে **ক্রোমাইট** ও বাবাবুদানে **বক্সাইট** পাওয়া যায়। বেলগাঁও-এর বক্সাইট-খনি উল্লেখযোগ্য।

শিল্প—ঘাটপ্রভা প্রকল্পের সাহায্যে জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া কর্ণাটক রাজ্য কয়লার অভাব পূরণ করিয়াছে। এখানকার খনিজ দ্রব্য ও জল-বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বেলগাঁও, ধারওয়ার, হুবলী ও বেলারী **কার্পাস-শিল্পের** উল্লেখযোগ্য স্থান। ভদ্রাবতীতে **লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের কেন্দ্র** গড়িয়া উঠিয়াছে। বাবাবুদান পাহাড়ের উৎকৃষ্ট লৌহ, ভাণ্ডীগুড্ডা হইতে আনীত চুনাপাথর, যোগ জলপ্রপাত হইতে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে এই কারখানা চালানো হয়। বাঙ্গালোর শহরে **বিমানপোত নির্মাণের** কারখানা আছে। এখানে হেলিকপটার, জেট ও ন্যাট বিমান প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, অ্যালুমিনিয়ম তৈয়ারির জন্য বাবাবুদানের বক্সাইট, ভদ্রাবতীর ইস্পাত, জল-বিদ্যুৎশক্তি, নিকটবর্তী অঞ্চলের শ্রমিক প্রভৃতি সহজ-লভ্য বলিয়া এখানে বিমানপোত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালোরে **টেলিফোন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ** শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভদ্রাবতী, বেলাগুলা ও দন্দেলিতে **কাগজ-শিল্প** আছে। বাঙ্গালোর ও মহীশূরের **রেশম-শিল্প** বিশেষ উন্নত। তৃণক্ষেত্র মেষচারণের উপযোগী বলিয়া কর্ণাটকে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষের লোম হইতে **পশম** পাওয়া যায়। কর্ণাটক রাজ্যের **কুটীর শিল্প**ও খুব উন্নত। যেমন, তাঁতের কাপড়, **হাতীর দাঁতের** নানা রকম সৌখিন জিনিস, **চন্দন** সাবান, চন্দন তৈল, চন্দন কাঠের কারুকার্য, **চীনামাটির** জিনিস ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প।

রেলপথ, বিমানপথ ও সড়কপথে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত **যোগাযোগের** ব্যবস্থা আছে। বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যহ বাঙ্গালোরে বিমান যাতায়াত করে।

জীবজন্তু—কর্ণাটক মালভূমির পার্বত অরণ্যে **হাতী** বাস করে। ইহা ছাড়া **চিতা, নেকড়ে বাঘ**ও দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ এখানে প্রতিপালিত হয়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—কর্ণাটক রাজ্যের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৯২ লক্ষের অধিক। অধিবাসীরা অধিকাংশই কানাড়া ভাষাভাষী। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই **কৃষি** বা **শিল্পকার্য** করে; কেহ কেহ পশুপালন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত। বর্ষাকালীন প্লাবনের ভয়ে লোকজনের **বাসগৃহ**, বিশেষত গ্রামের বাড়ীঘর, নদীতীরে নির্মিত হয় না। দক্ষিণ-ময়দানে বেশিরভাগ লোকের গৃহ নির্মিত হয়। মালনাদে লোক বসতি কম, মালনাদের বাড়িগুলি মাটি বা গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল দিয়া তৈয়ারি এবং উহাদের ছাদ সমতল। বাড়িগুলি বেশী উঁচু নহে।

নগর—**বাঙ্গালোর** (৯৪৫ মিটার উচ্চে) কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী। ইহা বৃহত্তম নগর, স্বাস্থ্যকর স্থান ও উন্নতিশীল শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার **বিজ্ঞান পরিষদ** উচ্চতর বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণার একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখানে **রেশমী বস্ত্র, চন্দন** কাষ্ঠের নানারকম দ্রব্য, রেলগাড়ি ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, বিমান-পোত, পশমী বস্ত্র ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার কারখানা আছে। **মহীশূর** প্রাচীন রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে লাভা অঞ্চলে অবস্থিত **গুলবর্গা** একটি শিল্পকেন্দ্র। ইহা মোগলযুগের বিখ্যাত শহর।

তৃতীয় পাঠ

ছোটনাগপুরের মালভূমি

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ছোটনাগপুরের মালভূমি অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৬,২৩৯ বর্গ কি-মি.। ইহার উত্তরে মধ্যগাঙ্গের সমভূমি (দক্ষিণ বিহারের মগধ-অঙ্গ সমভূমি), দক্ষিণে উড়িষ্যা, পূর্বে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও বাঘেলখণ্ড মালভূমি।

ভূ-প্রকৃতি—উত্তরে রাজমহল পাহাড়, সাঁওতাল পরগনা জেলা, দক্ষিণে রাঁচি ও সিংহভূম এবং পশ্চিমে পালামৌ, হাজারিবাগ ও ধানবাদ জেলা লইয়া

ছোটনাগপুর মালভূমি গঠিত। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি উচ্চ মালভূমি আছে। যেমন, **রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, কোডার্মা** প্রভৃতি। এই মালভূমিগুলি গ্রানাইট-নীস শিলা দ্বারা গঠিত। রাঁচি ও হাজারিবাগ মালভূমির গড় উচ্চতা যথাক্রমে ১,০৬৫ মি. এবং ৬০০ মি.।



মালভূমির সর্বোচ্চ অংশে **পরেশনাথ** পাহাড় (১,৩৫০ মি.)। ইহার নিকটে আছে সুন্দর **তোপচাঁচি** হ্রদ। এই মালভূমির উত্তর-পূর্বে **রাজমহল** পাহাড় (৩০০—৪৫০ মি.)। এই অঞ্চলে ব্যাসল্ট শিলাস্তর দেখা যায়। সমগ্র মালভূমি কতকগুলি নদী-উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া **বাবচ্ছিন্ন মালভূমিতে** পরিণত হইয়াছে। হাজারিবাগ ও রাঁচি মালভূমির মধ্যভাগে দামোদর নদের উপত্যকা। এই মালভূমির নদী উপত্যকাগুলিতে পাললিক শিলা দেখা যায়।

বহুকাল ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ফলে মালভূমি ক্রমশ তরঙ্গায়িত **সমভূমিতে (Undulating Plain)** পরিণত হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির সহিত মিশিয়াছে। এই মালভূমি হইতে উৎপন্ন **দামোদর**

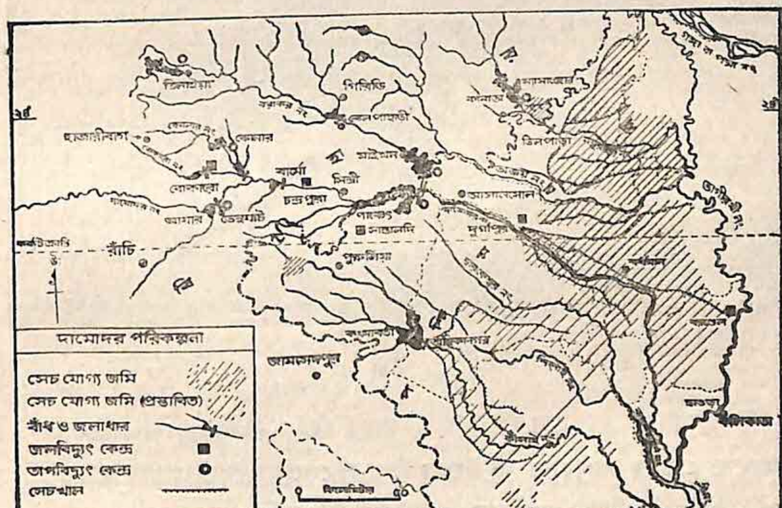
বরাকর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, সুবর্ণরেখা, উত্তর কোয়েল, দক্ষিণ কোয়েল প্রভৃতি নদ-নদী উহার উপর দিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সমভূমির মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটবড় পাহাড় আছে। ঐগুলি টিলার ন্যায় উচ্চ। উহাদিগকে ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্ট পাহাড় বা **মোনাডনক্** (Monadnock) বলে। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি ৬০৯ মি. অপেক্ষা অধিক উচ্চ। ইহাদের আঞ্চলিক নাম **পাট**। রাঁচি মালভূমির পশ্চিম-দিকে **পাটভূমির** (Pat) উচ্চতা ১,১০০ মি.। নেতারহাট ও যশপুর পাট-ভূমি হইতে ভূমিভাগের ঢাল ধাপে ধাপে চতুর্দিকে নামিয়া গিয়াছে, বিশেষত পূর্বদিকের ভূমি ক্রমশ নিম্ন হইয়া নিম্নগঙ্গার সমভূমিতে মিশিয়াছে। এখান হইতে উত্তর কোয়েল উত্তর দিকে, দক্ষিণ কোয়েল পশ্চিমে, দামোদর উত্তর দিকে এবং সুবর্ণরেখা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। পাটভূমির শীর্ষদেশ কিছুটা সমতল হইলেও ইহা অনুর্বর ল্যাটেরাইট শিলার দ্বারা গঠিত বলিয়া এখানে চাষ-আবাদ করা কঠিন।

জলবায়ু—উচ্চতা হেতু ছোটনাগপুরের মালভূমিতে গ্রীষ্মের প্রখরতা কম। সেই কারণে এই মালভূমির **হাজারিবাগ, রাঁচি, গিরিডি, মধুপুর, পালামৌ** প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যকর। এই মালভূমির বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০—১৩০ সে-মি.। পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ কম। পাটভূমির অন্তর্গত নেতারহাটে বৃষ্টিপাত বেশী কিন্তু দক্ষিণে চাইবাসায় বৃষ্টিপাত কম। জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তর বিহারের তুলনায় ইহা আরামদায়ক। শীতকালে শীত সামান্য বেশী পড়ে। গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে সমভূমির ন্যায় ৩২° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। জানুয়ারী মাসে ১৬·৪° সে. তাপমাত্রা থাকে।

মৃত্তিকা ও জলসেচ—মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত সমপ্রায়ভূমিতে কঙ্কর ও বালুকাময় **লাল দোআঁশ মৃত্তিকা** আছে। ইহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা কম। ইহা ব্যতীত, পাটভূমিতে অনুর্বর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে কিছু কৃষ্ণমৃত্তিকা ও নদী উপত্যকার পলি মৃত্তিকা দেখা যায়। বৃষ্টিপাত এই মালভূমি অঞ্চলে খুব বেশী নহে এবং সকল স্থানে সমপরিমাণে বারি-বর্ষণ হয় না। এই সকল কারণে এখানে **জলসেচের** সাহায্যে চাষ-আবাদ করিতে হয়। **দামোদর** নদ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলার

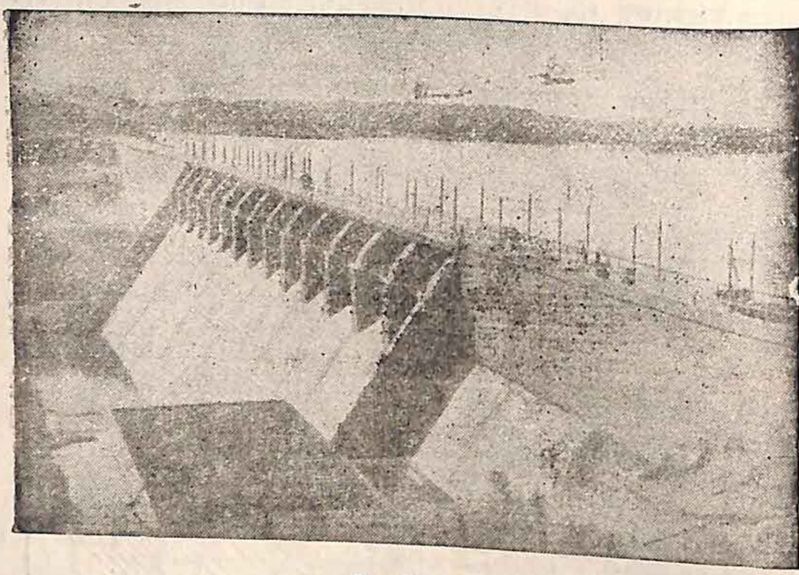
খামারপাত-নামক উচ্চ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া মালভূমির মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। **বরাকর, কোনার** ও **বোকারো**—এই তিনটি দামোদরের উপনদী। দামোদর ও উহার উপনদী-সমূহ বিহারের কয়লা খনি অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

দামোদর নদ-উপত্যকা পরিকল্পনা অনুসারে দামোদর ও উহার উপনদী সমূহের উপর **দশটি** বাঁধ নির্মিত হইবার কথা, যথা—দামোদরের উপর **পাঞ্চেৎ পাহাড়, বার্মো** ও **আয়ার** ; বরাকরের উপর **তিলাইয়া, মাইথন** ও **বেলপাহাড়ী; বোকারোর** উপরে **বোকারো** এবং কোনারের



উপর তিনটি **কোনার** (১, ২, ৩)। কোনারের দুইটি বাঁধ ব্যতীত অন্যান্য বাঁধগুলি নির্মিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, **তেনুঘাটে** আর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড় বাঁধের সহিত **জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র** স্থাপিত হইয়াছে। **বোকারোতে** একটি **তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র** নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, **পাত্রাতু** ও **চন্দ্রপুরায়** একটি করিয়া তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। দামোদর পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগনার ত্রিকুট পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায়** এই নদীর উপরে ছোটনাগপুরের ডুমকার নিকট **মাসাঞ্জোর বাঁধ** বা **কানাডা বাঁধ** (কানাডার সাহায্যে) নির্মিত হইয়াছে।



তিলাইয়া বাঁধ

এই সকল বাঁধের সাহায্যে জলাধার নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ প্রভৃতি একাধারে বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে ; ছোটনাগপুর মালভূমির কৃষি, শিল্পকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—ছোটনাগপুর মালভূমির প্রায় সর্বত্র বিশেষত মধ্য ও পশ্চিমভাগে **মৌসুমী পর্ণমোচী** বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমির অল্প অংশই সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই বনভূমিতে **শাল, সেগুন, হলদু, খয়ের, শিমুল, তুঁত, মহুয়া, পলাশ, কুল, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ, হরীতকী, সাবাই** ঘাস প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। হাজারিবাগ, পালামৌ এবং পাটভূমিতেই শাল গাছ বেশী দেখা যায়। খয়ের, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে লাক্ষাকীট

প্রতিপালিত হয়। বনভূমির মূল্যবান কাষ্ঠ গৃহ-নির্মাণে ও আসবাবপত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিছু কাঠ জালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ও সাবাই ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারি করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ছোটনাগপুর হইতে ভারতের অধিকাংশ **লাক্ষা** পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপাদনে রাঁচির স্থান সর্বপ্রথম। মহুয়ার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, উহা সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিজ—এই মালভূমির উপত্যকা অঞ্চলে **ভুট্টা, জওয়ার, বাজরা** এবং ছোলা, মটর, অড়হর প্রভৃতি **রবিশস্য** প্রচুর জন্মে। ইহা ছাড়া, **ধান, গম,** তৈলবীজ, কার্পাস ইত্যাদি জন্মে।

খনিজ—ছোটনাগপুর মালভূমিতে ভারতের খনিজ সম্পদের অধিকাংশই পাওয়া যায়। হাজারিবাগ, রাঁচি ও কোডার্মায় **অভ্রের** খনি আছে। **কোডার্মায়** উচ্চ-শ্রেণীর অভ্র পাওয়া যায়। সিংহভূম জেলায় **লৌহ, তাম্র, চুনাপাথর, ক্রোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজের** খনি আছে। রাখা ও মুসাবনি উল্লেখযোগ্য তাম্রখনি। ঘাটশিলার মৌভাণ্ডারে তাম্র গলানো হয়। ধানবাদ, করণপুরা, ঝরিয়া, বোকারো, ডাল্টনগঞ্জ ও গিরিডিতে **কয়লার** খনি আছে। **ঝরিয়ার** কয়লা উৎকৃষ্ট। রাঁচির পশ্চিমে পাটভূমি (লোহার-ডাগা) ও পালামৌতে **বক্সাইট**-এর খনি আছে। এতদ্ব্যতীত, সিংহভূমে এ্যাসবেস্টস, রাখা খনির নিকটে যদুগুড়ায় আণবিক খনিজ পদার্থ **ইউরেনিয়াম** এবং রাজমহলের নিকটে **চীনামাটি** পাওয়া যায়।

শিল্পজ—**জামসেদপুরে** ভারতের বৃহত্তম **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প** কারখানা (Tisco) গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে ঝরিয়ার কয়লা, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের ও বিহারের সিংহভূমের লৌহ এবং নিকটবর্তী স্থানের ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ও ডলোমাইট সহজলভ্য। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল সুবর্ণরেখা নদী হইতে পাইবার সুবিধা আছে। খনি অঞ্চলগুলির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা জামসেদপুর সংযুক্ত বলিয়া এই সকল কাঁচামাল অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। ইহা কলিকাতা বন্দরের সহিত রেলপথে সংযুক্ত থাকায় রপ্তানির সুবিধা আছে। এই সকল কারণে এই বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উন্নতিশীল হইয়াছে। এখানে রেলওয়ে ইঞ্জিন, কৃষি ও কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, ট্রাক ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। **বোকারোতে** একটি বিরাট লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাঁচির নিকটে নামকুমে **লাক্ষা** (গালা) **গবেষণাগার** আছে। গ্রামোফোন রেকর্ড ও বার্নিশ তৈয়ারির জন্য গালার প্রয়োজন হয়। ধানবাদের নিকটে **সিন্ধ্রীতে** রাসায়নিক **সার** তৈয়ারির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা এশিয়ার **বৃহত্তম সারকেন্দ্র**। রাজস্থানের বিকানীর হইতে জিপসাম আনয়ন করিয়া এই কারখানায় ব্যবহার করা হইতেছে। রাঁচির নিকটে মুরীতে **অ্যালুমিনিয়ম** কারখানা এবং খালারী, ঝিঙ্কাপানি ও জাপলায় **সিমেন্টের** কারখানা আছে। ঝুমরি তিলাইয়া **অভ্র শিল্পের** প্রধান কেন্দ্র। ইহা ভিন্ন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক শিল্পের অনেক ছোট ছোট কেন্দ্র এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। সড়কপথ (গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড), বিমানপথ ও রেলপথের সাহায্যে এখানে উত্তম **পরিবহন** ব্যবস্থা আছে।

জীবজন্তু—ছোটনাগপুরের অরণ্যে ভল্লুক, চিতাবাঘ, তৃণভূমিতে ও পার্বত অঞ্চলে নানাপ্রকারের হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—এই মালভূমির অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ **খনি অঞ্চলে**, কেহ কেহ **শিল্প-কারখানায়** কাজ করে; কেহ কেহ **কৃষিকার্য, পশুপালন** ও বনজ কাষ্ঠ ও লাক্ষা আহরণ করে। আবার কেহ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ করে। খনি ও শিল্পাঞ্চলেই লোকবসতি ঘন।

ছোটনাগপুরে **ওরাওঁ, মুণ্ডা, কোল, ভীল, সাঁওতাল** প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেরা বাস করে। অনেকে মনে করেন, ইহারা অনার্যদের বংশধর। মালভূমির



মুণ্ডা



সাঁওতাল

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সাঁওতাল বাস করে বলিয়া উহার নাম সাঁওতাল পরগনা। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেরা

গ্রামে বাস করে, লাঙ্গল দিয়া চাষ-আবাদ করে এবং তীর ধনুক দিয়া বন্য পশু শিকার করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে কয়লার খনিতে শ্রমিকের কাজও করে। ইহাদের নিজ নিজ দেব-দেবী আছে।

ইহারা শূকর প্রতিপালন করে এবং শূকরের মাংস খায়। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির লোকেরা বেশীর ভাগ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে খনি অঞ্চলে ও শিল্পকারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া খড়, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে ইহারা **কুঁড়ে ঘর** নির্মাণ করিয়া বাস করে। ইহাদের উৎসবাদির সময় মাদল বাজাইয়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে নাচ-গান করে। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যান্য অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রার সহিত ইহাদের জীবনযাত্রার কোন সাদৃশ্য নাই।

নগর—ছোটনাগপুর মালভূমির **রাঁচি** একটি স্বাস্থ্যনিবাস। ইহার নিকটে এক বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান (Heavy Engineering Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। রাঁচি হইতে অল্প দূরে সুবর্ণরেখার উপরে **হুড্রু** (Hundru Falls) নামক জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। **ধানবাদে** খনি-বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইহা রেলওয়ে জংশন ও কয়লার খনি কেন্দ্র। **হাজারিবাগ, গিরিডি, দেওঘর, মধুপুর** প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান। **বৈদ্যনাথ** (দেওঘর) হিন্দুদের তীর্থস্থান। জৈনদিগের তীর্থস্থান **পরেশনাথ** পাহাড়ে অবস্থিত। **ডালটনগঞ্জে** ও **চাইবাসায়** সিমেন্টের বড় কারখানা আছে।

সপ্তম অধ্যায়

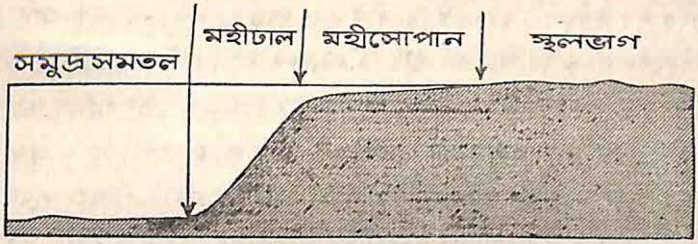
পূর্ব উপকূল

উপকূল ও তটভূমি—সমুদ্রের জলরাশি ও স্থলভাগের মিলন স্থলকে **উপকূল** (Coast) বলা হয়। উপকূল রেখা (Coast line) এমন একটি রেখা বা সীমা, যে পর্যন্ত সাগরের জোয়ারের জলরাশি বিস্তৃত হইতে পারে। আবার উপকূল রেখা হইতে যে সীমা পর্যন্ত সাগরের জলরাশি নামিয়া আসে উহাই তট; সুতরাং উপকূলের সম্মুখস্থ ভূমির নাম **তটভূমি** (Shore)। উহার উপরে ছোট ছোট নুড়ি, বালি প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া **সৈকতের** (Beach) সৃষ্টি করে। তটভূমিই স্থলভাগের শেষ সীমা নহে। স্থলভাগের কিয়দংশ সমুদ্রের



নর্মদা নং
মহানদী নং
ইন্দ্রাবতী নং
গোদাবরী নং
মহেন্দ্রগিরি
চিল্কা হ্রদ
পুরী
কটক
ভুবনেশ্বর
শ্রীকাকুলাম
বিশাখাপত্তনম
রাজামন্দ্রি
কোলার হ্রদ
হায়দ্রাবাদ
গুন্টুর
কৃষ্ণা নং
পেনার নং
নেলোর
পুলিকট হ্রদ
মাদ্রাজ
কোলার
পণ্ডিচেরী
তাঞ্জোর
পক প্রণালী
মান্নার উপসাগর
শ্রীলংকা
ব ঙ্গো প
সা গ র
উঃ
পূর্ব উপকূল
০
১০০
কি. মি.

মধ্যেও বিস্তৃত থাকে। সাগর গর্ভে নিমজ্জিত স্থলভাগের নিম্ন অংশকে **মহীসোপান** (Continental Shelf) বলা হয়। উপকূলে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকিলে উহার নিকটবর্তী মহীসোপান প্রশস্ত হয়। উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকিলে উহার নিকটবর্তী মহীসোপান সঙ্কীর্ণ হয়। মহীসোপানে সমুদ্রের



গভীরতা ১৮০ মিটারের অনধিক। মহীসোপানের শেষ সীমায় যেখানে স্থলভাগের নিমজ্জিত অংশ ঢালুভাবে নামিয়া গিয়াছে সেই স্থানের নাম **মহীঢাল** (Continental Slope)। এখানে সমুদ্রের গভীরতা বেশী।

ভারতের উপকূল অভগ্ন। উপকুলে সাগর, উপসাগর ও দ্বীপের সংখ্যা অল্প। তটভূমি হইতে সাগরের জল দেশের অভ্যন্তরে অধিক দূরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। পূর্ব উপকূলে বড় বড় ব-দ্বীপ আছে কিন্তু পশ্চিম উপকূলে ব-দ্বীপ নাই। পূর্ব উপকূলের তুলনায় পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে **আরব সাগর** এবং পূর্ব উপকূলে **বঙ্গোপসাগর**। পশ্চিম উপকূলের উত্তর-পশ্চিমে **কচ্ছ** ও **কাম্বে** উপসাগর, **কাঠিয়াবাড়** উপদ্বীপ এবং দক্ষিণে ভারত ও শ্রীলংকা দ্বীপের মধ্যে অগভীর **মান্নার** উপসাগর, **পক** প্রণালী ও **আদম** সেতু। আরব সাগরে **লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদিবি** ও **মিনিকয়** নামক প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ আছে। বঙ্গোপসাগরে আছে **আন্দামান** ও **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ। ইহারা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশ।

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—বিস্তীর্ণ পূর্ব উপকূলকে তিনটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—**উৎকল, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু**। তিনটি অঞ্চলেই ব-দ্বীপ আছে। উৎকল বা উড়িষ্যা উপকূলে **মহানদীর** ব-দ্বীপ, অন্ধ্র উপকূলে **গোদাবরী** ও **কৃষ্ণা** নদীর ব-দ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে আছে **কাবেরী** নদীর ব-দ্বীপ। পূর্ব উপকূলে সুবর্ণরেখার কিছু উত্তর হইতে দক্ষিণে রুশিকুল্য নদী পর্যন্ত ৪০০ কি-মি. অংশকে উৎকল উপকূল বলে। মহানদীর ব-দ্বীপ

ইহার অন্তর্গত। মহানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণার মোহানা পর্যন্ত অংশকে **উত্তর সারকার্‌স্** এবং কৃষ্ণার মোহানা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অংশকে **করমণ্ডল** উপকূল বলা হয়। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে পূর্ব উপকূলের আঞ্চলিক নাম **পাইয়ান ঘাট** (Payan Ghat)। কন্যাকুমারিকা হইতে পুরী পর্যন্ত পূর্ব উপকূল ১,৫০০ কি-মি. দীর্ঘ এবং গড়ে ৮০—১৫০ কি-মি. প্রশস্ত। পূর্ব উপকূলের সমভূমির আয়তন প্রায় ১,০২,৮৮২ বর্গ কি-মি.। উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু এই তিনটি রাজ্যের উপকূলভাগ লইয়া এই ভৌগোলিক অঞ্চল গঠিত। **পূর্বঘাট** বা **মলয়াদ্রি** পর্বতশ্রেণী উপকূল হইতে কিছু অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে নীলগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা ও পূর্বে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পূর্ব উপকূলের সুদীর্ঘ সমভূমি অঞ্চল অবস্থিত। ইহার উত্তরে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

ভূ-প্রকৃতি—পূর্ব উপকূলকে গঠন হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) উপকূলের নিম্ন ও প্রশস্ত বালুকাময় **সমভূমি** ও (২) **মহীসোপান**। উপকূল হইতে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সমভূমি। পূর্বঘাটের পশ্চিমে মালভূমি। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু হইয়াছে। পূর্ব উপকূলের উত্তর অংশ অপেক্ষা দক্ষিণ অংশ অধিকতর প্রশস্ত। দক্ষিণ দিকে উপকূল খুব ঢালু এবং উহার নিকটে সমুদ্র অগভীর। উপকূলের নিকটবর্তী মহীসোপানে প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, প্রবাল প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া সমুদ্র অগভীর হইয়াছে। এখানে প্রবল তরঙ্গ ও ঝড় উত্থিত হয়। এই কারণে করমণ্ডল উপকূলে কোন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই।

পূর্ব উপকূলের গঠন ক্রিয়ারও বৈশিষ্ট্য আছে। এই উপকূলে কোথাও নিমজ্জিত মহীসোপান, আবার কোথাও মহীসোপানের উত্থানের ফলে প্রশস্ত সমভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। নদী মোহানাগুলিতে একদিকে যেমন ব-দ্বীপ গঠিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভূমির ক্ষয় হইয়াছে। ক্ষয় ও গঠন এই দুই বিপরীত শক্তির ক্রিয়ায় উপকূলের ভূ-ভাগের পরিবর্তন হইতেছে। উড়িষ্যার উপকূলভাগ বালিয়াড়িতে পরিপূর্ণ। বালিয়াড়ির পশ্চাতে জলাভূমি দেখা যায়। এই উপকূলে চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে ছোট ছোট পাহাড় আছে। ঋষিকুল্যা নদী দ্বারা এই অঞ্চল বিধৌত। পূর্ব উপকূলের তটভূমিতে বালি ও নুড়ি পাথরের দ্বারা দীর্ঘ সৈকতের সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজে মেরিনা বীচ (সৈকত) একটি উল্লেখযোগ্য সৈকত।

পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির সমষ্টি মাত্র। নদীর প্রশস্ত উপত্যকা দ্বারা স্থানে স্থানে মালভূমিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা (৪৫০—৬০০ মি.) বেশী নহে বলিয়া পূর্বঘাটকে পূর্বের পাহাড় (Eastern Hills) বলা হয়। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **মহেন্দ্রগিরি** (১, ৫২৩ মি.)। ইহার নিকটে উপকূলের বিস্তার অতি অল্প। পূর্বঘাটের বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলির মধ্যে অন্ধ্রের **নাল্লামালাই, পালকোণ্ডা,** তামিলনাড়ুর **সিভরয়, জাভাদি, পচামালাই** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাহাড়গুলি প্রাচীনশিলা দ্বারা গঠিত, ইহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে এবং মধ্যবর্তী নিম্ন উপত্যকা দিয়া পেন্নার, পালার, ছেয়ার, পন্নাইয়ার (পেনার) প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

নদ-নদী—দক্ষিণাপথ মালভূমি পূর্বদিকে ঢালু বলিয়া মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী পূর্ববাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই সকল নদীর মোহানায় ব-দ্বীপ আছে। **মহানদী** (৯০০ কি-মি.) সাতপুরা পর্বতের পূর্বদিকে মধ্যপ্রদেশের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার মোহানায় **ব-দ্বীপ** আছে। ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে অবস্থিত **কটক** একটি উল্লেখযোগ্য শহর। **ব্রাহ্মণী** ও **বৈতরণী** মহানদীর প্রধান উপনদী। মহানদীর ব-দ্বীপের নিকট **চিল্কা হ্রদ** অবস্থিত। ইহা একটি **উপহ্রদ** (Lagoon)। ইহা ৭০ কি-মি. দীর্ঘ, উত্তর-পূর্বে ইহার বিস্তার কিছু বেশী, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তার মাত্র ৮ কি-মি.। সমুদ্র উপকূলের নিকট বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়া এই উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহার জল লবণাক্ত। ভার্গবী ও দয়া নামে দুইটি নদী এই হ্রদে পতিত হওয়ায় বর্ষাকালে চিল্কা হ্রদের জলের লবণতা কমিয়া যায়। চিল্কা হ্রদে প্রচুর গল্‌দা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়।

গোদাবরী (১,৪৪০ কি-মি.) দক্ষিণাপথের বৃহত্তম নদী। ইহা নাসিকের পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতের ত্র্যম্বকেশ্বর (শিব) হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দীর্ঘগতিপথে ইহা পুরাণখ্যাত পঞ্চ-বটী (নাসিক), ভদ্রাচলম প্রভৃতি হিন্দুতীর্থ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে গোদাবরীকে 'দক্ষিণা গঙ্গা' আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা পোলাভরমে পূর্বঘাট পর্বতে গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব তট-ভূমিতে নামিয়া আসিয়া গৌতমী ও বশিষ্ঠ

গোদাবরী নামে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। গোদাবরীর ব-দ্বীপ এই দুইটি শাখানদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহার ব-দ্বীপ বিস্তীর্ণ। **দৌলেশ্বরম্** এই বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপের শীর্ষদেশে অবস্থিত। **প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী** ও **মঞ্জিরা** গোদাবরীর উপনদী। **রাজমুন্দ্রী** গোদাবরীর বামতীরে অবস্থিত বৃহৎ শহর।

কৃষ্ণা (১,২৮০ কি-মি.) পশ্চিমঘাটের মহাবালেশ্বরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বঘাট পর্বতকে ভেদ করিয়া পূর্বতটে নামিয়া আসিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের **বিজয়ওয়াড়া** শহর কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত। ইহা পূর্বতটভূমির অন্যতম বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহার ব-দ্বীপ গোদাবরীর ব-দ্বীপের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** ইহার প্রধান উপনদী। গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে **কোল্লেরু হ্রদ** (Kolleru lake) অবস্থিত। তামিলনাড়ুতে **পুলিকট** হ্রদ আছে। ইহা লবণাক্ত উপহ্রদ।

কাবেরী (৭৬০ কি-মি.) কূর্গের ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার গতিপথে **শিবসমুদ্রম্** নামে জলপ্রপাত আছে। শ্রীরঙ্গম দ্বীপের নিকট কাবেরী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর শাখার নাম **কোলেরুন**। ইহাই কাবেরীর মূল প্রবাহ। দক্ষিণ শাখা হইতে বহু খাল কাটিয়া ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলসেচ করা হয়। তামিলনাড়ুর পূর্বতটে কাবেরীর ব-দ্বীপে অবস্থিত **তিরুচিরাপল্লী, থাঞ্জাভূর** (তাঞ্জোর), **কুম্ভকোণম্** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর। **হিমাবতী** ও **ভবানী** কাবেরীর উপনদী।

এতদ্ব্যতীত, পেন্নার, পালার, পন্নাইয়ার, ভেল্লার, ভাইগাই, ভাইপ্পার, তাম্রপর্নী প্রভৃতি এই উপকূলের কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী।

জলবায়ু—সমুদ্র-সান্নিধ্যহেতু উপকূলের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মের তাপ প্রখর হয় না, আবার শীতের তীব্রতাও অনুভূত হয় না। পূর্ব উপকূলের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলের ক্রান্তীয় জলবায়ুর (Tropical climate) ন্যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, পুরীতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সে., তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩০° সে., সমুদ্রসান্নিধ্যহেতু তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি কম। মাদ্রাজে গ্রীষ্মকালে গরম বেশী কিন্তু শীতকালে উষ্ণতা আরামদায়ক। অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা ৭৫—১৭০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়, শীতকালে

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। সুতরাং পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র (Humid Sub-tropical climate)। এই উপকূলের দক্ষিণাংশে করমণ্ডল উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে স্বল্প বৃষ্টিপাত, শীতকালে প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা (Retreating S. W. Monsoon) ৫০—৭৫ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক। অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং করমণ্ডল উপকূলের জলবায়ু উষ্ণ ও স্বল্প আর্দ্র, ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ুর (Tropical Savanna climate) ন্যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মৌসুমী অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তুলনায় কম।

জলসেচ—উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বাঁধ দিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং খালের সাহায্যে জলাশয় হইতে ভূমিতে **জলসেচন** করিয়া চাষ-আবাদ চলিতেছে। থাঞ্জাভুরে (তাঞ্জোরে) কাবেরী নদীর **কোলেরুন বাঁধ** অতি প্রাচীন। পেন্নার নদীর **নেলোর বাঁধ** হইতে অ্যানিকটের সাহায্যে অন্ধ্র উপকূলের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হয়। তামিলনাডুর **মেতুর বাঁধের** সাহায্যেও জলসেচন চলে। গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ অঞ্চল একটি খালের দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের **রামপদ সাগর বাঁধ** বিখ্যাত। ইহার সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা অনুসারে **হীরাকুদ বাঁধের** ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলসেচ ও **জল-বিদ্যুৎ** সরবরাহ করা হইতেছে। কাবেরীর উপনদী পাইকারার জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই, নাগপত্তিনম্ (নেগাপত্তম) প্রভৃতি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এতদ্ব্যতীত, নেভেলির **তাপ-বিদ্যুৎ** কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—ভারতে সমুদ্রোপকূলের লোনা জলাভূমিতে **ম্যানগ্রোভ জাতীয়** বৃক্ষের অরণ্য (Littoral forests) দেখা যায়। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের অরণ্যে এই জাতীয় বৃক্ষ বেশী জন্মে। স্থানে স্থানে কাঁটাঝোপ ও ঝাউগাছ দেখা যায়। পুরী, গঞ্জাম, কটক, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টিপাত কিছু বেশী বলিয়া সেই সকল স্থানের ঘন বনভূমিতে **শাল, সেগুন** প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং **আবলুস** ও **সিঙ্কোনা** গাছ জন্মে। সুন্দরী,

গরাণ, কেয়া, **তাল**-জাতীয় বৃক্ষ, **নারিকেল**, **সুপারি** প্রভৃতি **ব-দ্বীপীয়** বনভূমিতে প্রচুর জন্মে। অন্ধ্র উপকূলে নেলোরে কাঁটাঝোপে মাঝে মাঝে এ্যাকেসিয়া (Acacia) গাছ জন্মে। সুন্দরী, গরাণ, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষের মূল্যবান কাষ্ঠ গৃহ নির্মাণে ও আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। অনেক গাছ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। ইহা ব্যতীত, নারিকেলের শাঁস, তৈল, ছোবড়ার দড়ি প্রভৃতি লোকজনের নানারকম প্রয়োজন মিটায়। তাল হইতে গুড়, রস ও তাড়ি প্রস্তুত হয়।

কৃষিজ—উপকূলের পাললিক **মৃত্তিকা** উর্বর কিন্তু উহাতে বালি ও লবণের ভাগ বেশী। পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা দেখা যায়। যেমন, নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা, সমুদ্র স্রোত বাহিত বালিমিশ্রিত পলিমৃত্তিকা, লাল ল্যাটেরাইট, কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রভৃতি।

উপকূলবর্তী সমভূমির লবণ মিশ্রিত বালুকাপ্রধান পলিমৃত্তিকায় সার ব্যবহার করিয়া ও জলসেচের সাহায্যে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র কৃষিকার্যের উপযোগী নহে, তাই জলসেচের প্রয়োজন হয়। মহানদীর উর্বর ব-দ্বীপে প্রচুর **ধান**, পাট, ইক্ষু, **ভুট্টা** ও **তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। অন্ধ্র উপকূলে **ধান**, গম, **তামাক**, **ইক্ষু**, **চীনাবাদাম**, **নারিকেল**, **তৈলবীজ**, **তূলা**, রাগি, তিসি প্রভৃতি জন্মে। তামিলনাড়ু উপকূলে **ধান**, **জওয়ার**, **বাজরা** রাগি, তিল, তূলা, **নারিকেল**, **তামাক**, **চীনাবাদাম**, **ইক্ষু**, আলু, গোলমরিচ, **লঙ্কা**, **এলাচি** ইত্যাদি মশলা উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশের উপকূলে লাল দোআঁশ মৃত্তিকা এবং উহার পশ্চাতে তিরুনেলভেলী জেলায় কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে। জলসেচ ও সার সংযোগে এই মৃত্তিকায় **তুলা** ও **তৈলবীজ** উৎপাদন করা হয়।

খনিজ—উড়িষ্যার গঞ্জামে **অভ্র** পাওয়া যায়। এই উপকূলের স্থানে স্থানে চুনাপাথর ও বেলেপাথরের স্তর দেখা যায়। অন্ধ্র উপকূলের বিশাখাপত্তনমে প্রচুর **ম্যাঙ্গানিজ** এবং নেলোরে **অভ্র** খনি আছে। গোদাবরীর ব-দ্বীপে সামান্য পরিমাণ **গ্রাফাইট** ও **কেওলিন** এবং কুড্ডালোরে বেলেপাথর পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে ম্যাগনেটাইট **লৌহ**, **ক্রোমাইট** ও **বক্সাইটের** এবং দক্ষিণ আর্কটে লিগনাইট কয়লার খনি আছে। অন্ধ্র ও করমণ্ডল উপকূলে কিছু **মোনাজাইট** ও **ইলমেনাইট** পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের জল হইতে **লবণ** প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল

সূর্যতাপে বাষ্পীভবন করা হইলে উহা হইতে লবণ উৎপন্ন হয়। পুলিকট হ্রদের তীরে শামুকের **চুন** তৈয়ারি হয়।

শিল্প—শিল্পে তামিলনাড়ু উপকূলের সমভূমি অঞ্চল অধিকতর অগ্রসর। তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, সালেম, থাঞ্জাভুর, কাঞ্চীপুরম্, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী, রামনাথপুরম্ প্রভৃতি শহরে **কাপড়ের কল** আছে। থাঞ্জাভুর, তিরুচিরাপল্লী, কাঞ্চিপুরম্, সালেম প্রভৃতি স্থানে **রেশমবস্ত্র প্রস্তুত** হয়। কাঞ্চিপুরমের **তাঁতের** শাড়ী প্রসিদ্ধ। সালেমে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি **লৌহ ও ইস্পাত** নির্মিত জিনিসের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত, এখানে **রবার শিল্প**ও গড়িয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজের নিকট পেরাম্বুরে রেলগাড়ি মেরামত হয়। মাদ্রাজে **যন্ত্রপাতি, শর্করা ও চর্ম শিল্পের** কেন্দ্র আছে। তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে চীনাবাদাম হইতে **তৈল** প্রস্তুত হয়। ডিন্ডিগাল ও তিরুচিরা-পল্লীতে **চুরুটের** কারখানা, এবং এন্নোর ও নেভেলিতে **সার** তৈয়ারির কারখানা আছে।

অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া ও গুন্টুরে **সিমেন্ট** তৈয়ারির কারখানা আছে। গুন্টুরে **কার্পাস** বয়ন-শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে। নেলোরে **কাঁচ ও মৃৎ-শিল্প**কেন্দ্র আছে। অন্ধ্রের রাজমুন্দ্রীতে **কাগজের** কল ও **চীনামাটির** বাসন তৈয়ারির কারখানা আছে। ব-দ্বীপের অরণ্যের কাষ্ঠ দ্বারা কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়। অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনমে **শর্করা-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ, এখানে ইক্ষু চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা আছে।

অন্ধ্রের **বিশাখাপত্তনমে** ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ **জাহাজ-নির্মাণ** কেন্দ্র অবস্থিত। এখানে স্বাভাবিক পোতাশ্রয়, ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা এবং জামসেদপুর ও ভিলাই হইতে ইস্পাত সরবরাহ, মধ্যপ্রদেশের বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সরবরাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সুবিধা থাকিবার ফলে এইস্থান জাহাজ নির্মাণের পক্ষে প্রশস্ত হইয়াছে। এই বন্দর রেলপথে ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। বিশাখাপত্তনমে একটি **তৈল শোধনাগার**ও স্থাপিত হইয়াছে। অন্ধ্রের কাকিনদে **লবণ-শিল্প** ও **মৎস্য-শিল্প**কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

উড়িষ্যায় পুরীর মহিষের শিঙের দ্রব্য বিখ্যাত। পুরী ও গঞ্জামে প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈয়ারি হয়। কটকের নিকটে চৌদ্বারে ও ব্রজরাজনগরে **কাগজের** কল আছে। বৃহদায়তন শিল্পগুলি কটকে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কাঁচামাল সরবরাহের এবং যথেষ্ট শক্তি ও শ্রমিকের অভাব বশত উড়িষ্যা উপ-কূলের শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভুবনেশ্বর, চাঁদবালি ও ভদ্রকে ডিজেল তৈলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

জীবজন্তু—উপকূলবর্তী অরণ্যভূমিতে হিংস্র প্রাণী বেশী দেখা যায় না। মনুষ্যবসতি অঞ্চলে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি জন্তু প্রতিপালিত হয়।

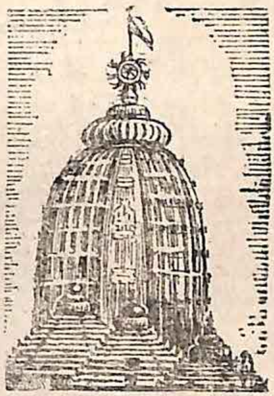
অধিবাসীদের জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা—পূর্ব উপকূলের জনসংখ্যা প্রায় ৩·৫২ কোটি (১৯৬১)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৪২ জন বাস করে। এই উপকূলের তিনটি উপ-অঞ্চলে যথাক্রমে ওড়িয়া তেলেগু ও তামিল ভাষাভাষী লোকের বসবাস। উড়িষ্যা উপকূলে শতকরা ৫০ জন এবং তামিলনাড়ু উপকূলে শতকরা ৬৪ জন **কৃষিকর্মে** নিযুক্ত। উপকূলভাগের সমভূমিতে জীবন-ধারণ সুবিধাজনক। সমভূমিতে প্রচুর ধান জন্মে। নারিকেল, সুপারি বন ও বিভিন্ন রকমের মশলার আবাদ উপকূলে থাকিবার ফলে লোকের জীবিকা অর্জনের সুবিধা হইয়াছে। জলবায়ু সমভাবাপন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং নানারকম কাজকর্মের সুযোগ পাওয়া যায় বলিয়া উপকূলের সমভুমিতে লোকবসতি ঘন।

লবণ উৎপাদন, সাবান ও দিয়াশলাই নির্মাণ, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, নারিকেল তৈল, তালের গুড় ও রস, চীনাবাদাম হইতে তৈল, তৈলবীজের উদ্ভিজ্জ ঘি (Vegetable ghee) ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ, ইহা ব্যতীত, অরণ্যের **কাষ্ঠসংগ্রহ,** কাষ্ঠ ব্যবসায়, কাষ্ঠ দ্বারা আসবাবপত্র নির্মাণ, গবাদি **পশু-পালন, মৎস্যশিকার, মৎস্যবিক্রয়** প্রভৃতি নানাবিধ কাজকর্ম বহুসংখ্যক লোকের অন্যতম **উপজীবিকা**। মৎস্য এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান।

মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে **মৎস্যশিকার** করা হয়। সাগর হইতে স্যামন, সারডিন, ম্যাকারেল প্রভৃতি বড় রকমের মৎস্য ব্যতীত, ভেট্‌কি, তপসে, পারশে, চিংড়ি ইত্যাদি মৎস্যও প্রচুর পাওয়া যায়। মৎস্য সংরক্ষণের উন্নত ধরনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মৎস্যের চর্বি ও যকৃত হইতে তৈল নিষ্কাশন করিবার কারখানা আছে। অন্ধ্রের রাজমুন্দ্রীতে **মৎস্য সংরক্ষণ, ফল সংরক্ষণ,** দুগ্ধজাত দ্রব্য সংরক্ষণ ও উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা আছে। মৎস্য ব্যতীত করমণ্ডল উপকূলে মান্নার উপসাগরে **মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক, স্পঞ্জ** প্রভৃতি উত্তোলন করা হয়।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—এই দীর্ঘ উপকূলের উত্তর হইতে দক্ষিণে জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা আছে। অভ্যন্তর ভাগে রেলপথ ও জাতীয় সড়কপথে বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করা যায়। বিমানপথেও যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে, অন্ধ্রে ও তামিলনাড়ুতে বিমানবন্দর আছে।

নগর ও বন্দর—ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ও হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। **কটক** মহানদীর ব-দ্বীপ শীর্ষে অবস্থিত। ইহা উড়িষ্যার **পূর্বতন** রাজধানী ও প্রধান শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। **পুরী** সমুদ্রোপকূলবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ। পিতল কাঁসার জিনিসপত্র, সোনারূপার অলঙ্কার ও মহিষের শিঙের নানারকম সৌখীন দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দির বিখ্যাত। ইহার নিকটে **কোনারকের** সূর্য-মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের নিকটে **উদয়গিরি** ও **খণ্ডগিরির** প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার বিখ্যাত। **গোপালপুর** একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। **বালেশ্বর** সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি মনোরম স্থান।



পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির

পরাদীপ উড়িষ্যা উপকূলে অবস্থিত। এখানে বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ্র উপকূলের অন্তর্গত **ওয়ালটেয়ার** সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান। **বিশাখাপত্তনম্** অন্ধ্রের প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় সুন্দর ও স্বাভাবিক। তৈলবীজ, কাষ্ঠ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চীনাবাদাম প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য। **কাকিনদ** (কোকনদ) বন্দর হইতে তামাক ও উদ্ভিজ্জ ঘৃত রপ্তানি হয়। **বিজয়ওয়াড়া** অন্ধ্রের একটি উন্নতিশীল শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **মছিলিপত্তনম্** কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ও শিল্প-কেন্দ্র। **গুন্টুর** একটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। **নেল্লোর** বৃহৎ শহর ও শিল্পকেন্দ্র।

তামিলনাড়ুর রাজধানী **মাদ্রাজ** ভারতের তৃতীয় বন্দর। পশুর চর্ম, ম্যাঙ্গানিজ, চীনাবাদাম, নারিকেলের শাঁস, ছোবড়া, তৈল, চুরুট ও কফি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি ইহার আমদানি দ্রব্য। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম। ইহার নিকট সমুদ্র অগভীর। ভাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত **মাদুরাই** একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা 'দক্ষিণের কাশী' নামে পরিচিত। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দর্য অতি মনোহর। এখানে রেশম ও কার্পাসশিল্পের কারখানা আছে।

কাবেরীর উপত্যকায় অবস্থিত **সালেমের** লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য প্রসিদ্ধ। **তিরুচিরাপল্লী** একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **ভেলোর** একটি বড় শহর। **মহাবলীপুরম** ও **রামেশ্বরম্** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **তুতিকোরিন** বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহার নিকটবর্তী উপকূলে



কন্যাকুমারী

মুক্তা, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। **পণ্ডিচেরী, নাগপট্টিনম্, কারিকল** প্রভৃতি করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দর। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত **কন্যাকুমারীতে** (কুমারিকা অন্তরীপ) স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিম উপকূল

অবস্থান, আয়তন ও সীমা—উত্তরে সুরাট হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূল। ইহার উত্তরে গুজরাটের সমভূমি, পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহ্যাদ্রি, নীলগিরি, আনামালাই, পালনী ও কার্ডামম পাহাড়, পশ্চিমে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। উত্তরে সুরাট হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পশ্চিম উপকূল প্রায় ১,৪০০ কি-মি. দীর্ঘ এবং ১০—৮০ কি-মি. প্রশস্ত, ইহার আয়তন ৬৪,২৮৪ বর্গ কি-মি.। পশ্চিম উপকূলের উত্তর-পশ্চিমে গুজরাটের অন্তর্গত **কচ্ছ** ও **কাঠিয়াবাড়** নামে দুইটি উপদ্বীপ আছে। ইহা ব্যতীত, কচ্ছ ও কাম্বে নামে দুইটি উপসাগর আছে।

ভূ-প্রকৃতি—ভারতের পশ্চিম উপকূলকে প্রধানত তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **কঙ্কন উপকূল**, (২) **কর্ণাটক উপকূল**, (৩) **মালাবার উপকূল** বা **কেরালার উপকূল**। সুরাট হইতে গোয়া পর্যন্ত কঙ্কন, গোয়া হইতে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত কর্ণাটক এবং ইহার পর কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত মালাবার উপকূল। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি কোন কোন স্থানে এতই সঙ্কীর্ণ যে উহার বিস্তার মাত্র ৫—৮ কি-মি., আবার কোন কোন স্থানে ইহার বিস্তার ৫০—৮০ কি-মি.।



কঙ্কন ও কর্ণাটক উপকূল তরঙ্গায়িত সমভূমি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে শৈলশিরা (১৫০—৩০০ মি.) মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসিয়াছে। সেই কারণে, কঙ্কন ও কর্ণাটক উপকূল মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। গুজরাটের সুরাট হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম উপকূলের নাম **কঙ্কন**। এই উপকূলে উল্লেখযোগ্য খাঁড়ি নাই এবং পোতাশ্রয়ের উপযুক্ত স্থানও বেশী দেখা যায় না। উপকূলের নিকট বেসিন, সলসেট ও **বোম্বাই** দ্বীপ অবস্থিত। **বোম্বাই** ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক **পোতাশ্রয়**। ইহা একটি সেতু দ্বারা স্থলভাগের সহিত যুক্ত। পশ্চিমঘাটের **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** নামে দুইটি প্রশস্ত গিরিপথ দিয়া এই বন্দরটি রেলপথ দ্বারা উহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত সংযুক্ত। বোম্বাই-এর পশ্চিমে মহীসোপান প্রায় ১৬০ কি-মি. প্রশস্ত।

সাগরতীরে প্রস্তর ও বালুকাময় তটভূমি, উহার পশ্চাতে জলাভূমি এবং উহার পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা খাড়াভাবে দণ্ডায়মান। পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য নদীগুলি পূর্ববাহিনী, কারণ পূর্বদিকে ইহা খুব ঢালু। পশ্চিমবাহিনী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। তন্মধ্যে বৈতরণী, উল্হাস, অম্বা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই-এর দক্ষিণে বশিষ্ঠি, সাবিত্রী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরস্রোতা নদী উপকূলভাগের প্রস্তর ও বালুকা স্তূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কঙ্কন উপকূলের জুহু বেলাভূমি (সৈকত) বিখ্যাত।

কর্ণাটক উপকূল উত্তরে গোয়ার পর হইতে দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ২২৫ কি-মি. এবং মালাবার উপকূল বা কেরালার উপকূল ম্যাঙ্গালোরের পর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫০০ কি-মি. দীর্ঘ। **কর্ণাটক** ও **কেরালার** উপকূলে সমুদ্রতটে **বালিয়াড়ি** বা বালির পাহাড় বেশী দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এখানেও পশ্চিমদিকের বালিয়াড়িতে বাধা পাইয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। বালির পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে জলাশয়কে **উপহ্রদ** বলে। এই সকল উপহ্রদকে খালের দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্য দিয়া ছোট ছোট নৌকা বনজ কাষ্ঠ লইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে চলাচল করিতে পারে। উপহ্রদগুলির একদিক সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত। কর্ণাটক উপকূলের উত্তর ভাগের সমভূমি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। অনতি-দূরেই সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া নীলগিরি পর্বতের সহিত মিশিয়াছে। এখানে **বাবুলমালা** (২,৩৩৯ মি.) সহ্যাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গ। দক্ষিণভাগে পশ্চিম উপকূলের সমভূমি ক্রমশ প্রশস্ত হইয়াছে।

মালাবার উপকূলে **কেরালার** প্রশস্ত সমতলভূমি (২০—১০০ কি-মি.) অবস্থিত। কেরালা রাজ্যের আয়তন ৩৮,৮৬৪ বর্গ কি-মি.। এই রাজ্যের পূর্ব-সীমায় অবস্থিত নীলগিরি পর্বতের সামান্য অংশ, মধ্য সহ্যাদ্রির পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ সহ্যাদ্রির অন্তর্গত আনামালাই পর্বতের পশ্চিমাংশ এবং কার্ডামম পাহাড় ছাড়া বাকী সমগ্র রাজ্য পশ্চিম উপকূলবর্তী নিম্ন সমভূমি। মধ্য ও দক্ষিণ সহ্যাদ্রির মধ্যে **পালঘাট গ্যাপের** বা ফাঁকের (গিরিপথ ১৪৪ মি. উচ্চ এবং ২৪ কি-মি. প্রশস্ত) মধ্য দিয়া সড়কপথে ও রেলপথে দক্ষিণ ভারতের পূর্বাংশের সহিত কেরালা রাজ্য যুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, এই ফাঁকের মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু গ্রীষ্মকালে তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরে উচ্চভূমিতে বারিবর্ষণ করে। কেরালার উপকূলে সমুদ্রের ধারে জলাশয় বেশী।

জলাশয়কে বা উপহ্রদগুলিকে Lagoons বা Back waters বলে। ইহাদের স্থানীয় নাম 'কয়াল' (Kayals)। এগুলি এত অগভীর যে ইহাদের মধ্যে কোন জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। ছোট ছোট নৌকা দ্বারা মাল বহন করিয়া দূরবর্তী বন্দরে যাতায়াত করা যায়। কুইলন জেলায় এই জাতীয় বহু হ্রদ আছে। অষ্টমুদি হ্রদের দৃশ্য বড়ই মনোরম। কেরালার উপকূলে মাঝে মাঝে বিচিত্র গঠনের বালির **স্তূপ** দেখা যায়। ঐগুলিকে বলে 'টেরিস' (Teris)। বালিয়াড়ির জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। কোচিন বন্দরের নিকট সাগরের সহিত যুক্ত কতকগুলি অগভীর উপ-হ্রদের মাটি কাটিয়া গভীর করিবার ফলে পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিয়াছে। **পেরিয়ার** নদী কেরালা রাজ্যের উপর দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

জলবায়ু—পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রের প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য কম। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই আরামদায়ক। পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশের জলবায়ু ও দক্ষিণাংশের জলবায়ুর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রায় পার্থক্য বোম্বাই-এ ৬° সে., ম্যাঙ্গালোরে ৪° সে. ও কোচিনে ৩° সে.। বিষুবরেখার নিকটে অবস্থিত বলিয়া ত্রিবান্দ্রমে শীতকালে শীতের তীব্রতা কম। ত্রিবান্দ্রম অপেক্ষা বোম্বাই-এ শীতের তীব্রতা সামান্য বেশী। উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু বেশী। কঙ্কন উপকূল পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে থাকিবার ফলে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত ২৮০ সে-মি. অপেক্ষা অধিক। কর্ণাটক উপকূলে ৩১০ সে-মি. এবং কেরালায় ৩৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সমগ্র পশ্চিম উপকূলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০—৫০০ সে-মি.। শীতকালে বৃষ্টিপাত খুব কম। দক্ষিণাংশে শীতের মাত্রা কম, উত্তরাংশে শীত সামান্য বেশী। তথাপি সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু গ্রীষ্ম ও শীতের প্রখরতা কম। সুতরাং পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—কঙ্কন উপকূলে সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমিতে **নারিকেল** ও ঝাউ জাতীয় **ক্যাসুরিনা** বৃক্ষ জন্মে। পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে **শাল, সেগুন, আবলুস, শিশু, গর্জন, বাদাম, বাঁশ** প্রভৃতি **চিরহরিৎ** ও **পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি** দেখা যায়। এই বৃক্ষগুলির কাষ্ঠ খুব শক্ত ও স্থায়ী। ইহাদের কাষ্ঠ দ্বারা মূল্যবান আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়। মালাবার

উপকূলের লবণাক্ত জলাভূমিতে **নারিকেল** ও **তালজাতীয়** বৃক্ষের বাগান আছে। সমুদ্রতীর হইতে উচ্চস্থানে সেগুন, শাল, **চন্দন**, আবলুস, মেহগনি, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের **মৌসুমী বনভূমি** দেখা যায়।

কৃষিজ—পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকারের **মৃত্তিকা** দেখা যায়। যেমন—পলিমাটি, কঙ্কর ও বালুকাময় মাটি, ল্যাটেরাইট বা লালমাটি, কালো মাটি, কাদামাটি, অরণ্যের মাটি প্রভৃতি। লবণাক্ত মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন, পটাশ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভাগ কম, সেজন্য ইহার উর্বরতা কম।

উপকূলের বালুকাময় ও লবণাক্ত মৃত্তিকায় **নারিকেল** ও ঝাউগাছ বেশী জন্মে। লবণের ভাগ যেস্থানে কিছু কম সেই স্থানের বালুকা-কর্দমযুক্ত মৃত্তিকায় কিছু চাষ-আবাদ হয়। উপকূলের পলিমাটিতে ধান জন্মে এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তূলা বেশী জন্মে। কঙ্কন উপকূল কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া এখানে **তুলা** বেশী উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, এই উপকূলের সমভূমিতে **ধান**, **রাগি**, **কলাই**, **আম**, **চীনাবাদাম** ও **তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়।

কর্ণাটক উপকূলের উত্তরাংশে কিছু **তুলা**, উৎপন্ন হয়। এই উপকূলের দক্ষিণাংশে **ধান**, **কাজুবাদাম**, **নারিকেল**, **আলু** প্রভৃতি প্রচুর জন্মে।

মালাবার উপকূলে **ধান** ও **নারিকেল** প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ব্যতীত, কিছুদূরে অভ্যন্তরভাগে **এলাচি**, **লবঙ্গ**, **দারুচিনি** প্রভৃতি নানাবিধ মশলা উৎপন্ন হয়। কেরালা রাজ্যের উপকূলের সমভূমিতে প্রচুর **ধান**, **ট্যাপিওকা** ও **নারিকেল** এবং পাহাড়ের ঢালে **রবার**, **কফি**, **চা** উৎপন্ন হয়। এখানে নানাবিধ **মশলা**, আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচি ইত্যাদি এবং **ক্যাসাভা** (Cassava tapioca) পর্বতের পাদদেশে প্রচুর জন্মে। কেরালা রাজ্য আবাদী **রবার** উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ রবার এখানে উৎপন্ন হয়।

খনিজ ও **জল-বিদ্যুৎ**—কঙ্কন উপকূলে কয়লার অভাবে **কয়না** প্রকল্প ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরস্রোতা নদী হইতে উৎপন্ন **জল-বিদ্যুতের** সাহায্যে শিল্প কারখানাগুলি চলে। নাসিক ও ট্রম্বের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই উপকূলের খনিজ সম্পদের মধ্যে লবণ, ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ প্রধান। রত্নগিরিতে কিছু লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, গোয়ায় লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। সারাবতীর গারসোপা কেন্দ্র হইতে জল-বিদ্যুৎশক্তি কর্ণাটক উপকূলে সরবরাহ করা হয়। কেরালা রাজ্যের উপকূলে সমুদ্রতটের বালুকারাশির মধ্যে **মোনাজাইট**, **ইলমেনাইট** প্রভৃতি পাওয়া

যায়। এই রাজ্যের পেরিয়ার পরিকল্পনা ও মুদ্রাপুঝা নদীর **পল্লী ভাসল** পরিকল্পনার সাহায্যে কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ও জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্প—বোম্বাইয়ের নিকটে **ট্রম্বেতে** খনিজ **তৈল শোধনাগার** ও তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। ইহার নিকটবর্তী **তারাপুর** আণবিক শক্তি কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্প কারখানায় সরবরাহ করা হয়। বোম্বাই-এর **কার্পাস বয়ন-শিল্প, যন্ত্র-শিল্প, ঔষধ-শিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণ ও চলচ্চিত্র নির্মাণ-শিল্প** ও **মৎস্য-শিকার** উল্লেখযোগ্য। ম্যাঙ্গালোরে ও রত্নগিরিতে মৎস্যশিকারকেন্দ্র আছে। ম্যাঙ্গালোরে সার ও **টালি** নির্মাণের কারখানা আছে। কোচিনে **তৈলশোধনাগার** স্থাপিত হইয়াছে।

কেরালা রাজ্যের কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি বন্দরে ম্যাকারেল, হেরিং, সার্ডিন (Sardine), চিংড়ি প্রভৃতি নানারকম মাছ সমুদ্র হইতে ধরা হয়। কালিকট বা কোজিকোড় বন্দরে মৎস্যের বড় বড় আড়ৎ আছে। এখানে শত শত টন মাছ শুকাইয়া শুঁটকি মাছে পরিণত করা হয়। মৎস্য সংরক্ষণের উপযুক্ত উন্নত ধরনের ব্যবস্থা, যন্ত্রচালিত নৌকা, হিমঘরের ব্যবস্থা, বরফ সরবরাহ প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা থাকিবার ফলে কেরালা রাজ্যের উপকূলে **মৎস্য-শিকার** ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে মাছ হইতে তৈল, চর্বি ও কৃত্রিম সার প্রস্তুত হয়।

কেরালা রাজ্যে **নারিকেলকে** ভিত্তি করিয়া নানারকম **কুটীর-শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। নারিকেলের জল সুস্বাদু পানীয় এবং ইহার শাঁস দ্বারা মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কেরালাবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপরে নারিকেলের প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি, দড়ির মাদুর, পাপোশ, নারিকেল তৈল, তৈল হইতে সাবান, বাতি, উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া, নারিকেল গাছের গুঁড়ি ঘরের খুঁটি, পাতা ঘরের ছাউনি এবং কাঠ ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কোচিনের উত্তরে আলওয়ে নামক ছোট শহরে **রাসায়নিক পদার্থের গবেষণাগার, সার কারখানা, এ্যালুমিনিয়ম,** কাঁচ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্রিবান্দ্রমে নারিকেলের দড়ি ও **সিমেন্টের** কারখানা

আছে। এখানে **কাজুবাদাম** ও **হাতীর দাঁতের** নানারকম জিনিস তৈয়ারি হয়। ইহা ব্যতীত, এখানে **রবার** শিল্প-কেন্দ্রও আছে। কুইলনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়। কোজিকোড়ে (কালিকটে) **বস্ত্র-শিল্প** ও **রেয়ন-শিল্প** কেন্দ্র আছে। ত্রিচুরে কাপড়ের কল ও টালি নির্মাণের কারখানা এবং কোট্টায়ামে নারিকেল দড়ি, প্লাই-উড ও সিমেণ্টের কারখানা আছে। এখানে অদূর ভবিষ্যতে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝে মাঝে গিরিপথ আছে, এইগুলিকে গ্যাপ (Gap) বলে। যেমন, নাসিকের নিকট থলঘাট, পুণার নিকট ভোরঘাট, নীলগিরির নিকট পালঘাট। এই সকল গিরিপথের মধ্য দিয়া প্রসারিত রেলপথের দ্বারা অভ্যন্তঃভাগের রাজ্যসমূহের সহিত উপকূলভাগের যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ জলপথে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অন্তর্বাণিজ্য চলে। এখানে বিমান পথ ও সড়কপথ আছে। বোম্বাই-এর **সান্তাক্রুজ** বিমানবন্দর বিখ্যাত।

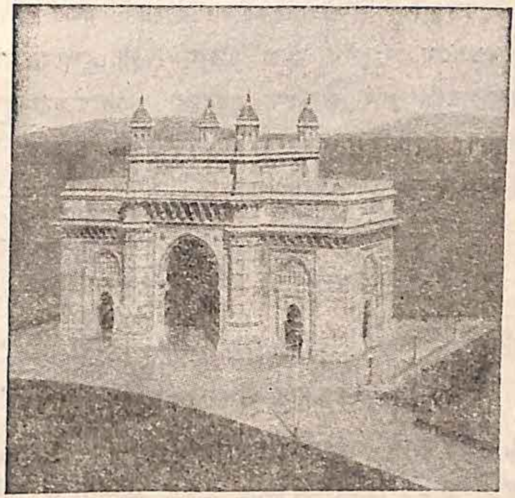
জীবজন্তু—পশ্চিম উপকূলের সমতল ভূমিতে জীবজন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, ছাগল, মেষ ইত্যাদি প্রধান। দুগ্ধ, মাংস, চামড়া, পশম ইত্যাদি জীবজ পণ্য। উপকূল হইতে দূরবর্তী পার্বত্য অরণ্যে হাতী, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, শূকর, ভল্লুক, হরিণ, কাঠবিড়াল ইত্যাদি দেখা যায়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—পশ্চিম উপকূলের জনসংখ্যা ২·৫ কোটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৯৪ জন বাস করে। ভারতের রাজ্য-সমূহের মধ্যে কেরালায় সর্বাধিক ঘনবসতি। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৫৪৯ জন বাস করে। এই রাজ্যে শিক্ষিতের হারও সর্বাধিক। মারাঠী, মালয়ালাম, কানাড়ী, তামিল প্রভৃতি ভাষাভাষী লোক পশ্চিম উপকূলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। অনুকূল জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প দ্বারা আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা যেখানে বেশী, সাধারণত সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উপকূলবর্তী সমতলভূমির অধিবাসীদের অধিকাংশই **কৃষিজীবী**। অবশিষ্ট লোক নানারকম **শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, নৌচালনা, মৎস্যশিকার** প্রভৃতি বিবিধ কার্যের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

কর্ণাটক উপকূলের অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বনভূমি হইতে চন্দন, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ করে এবং উহাদের কাষ্ঠ

যারা নানারকম আসবাব ও সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করে। কেরালার আধিবাসী-দের মধ্যে গ্রামের সাধারণ লোকজনের **বাড়িঘর** নির্মাণের বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রত্যেক বাড়ির আশে-পাশে কলা, আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের বাগান, বাড়িগুলিতে টালি বা নারিকেল ও তাল পাতার আচ্ছাদন দেখা যায়।

কয়েকটি নগর ও বন্দর—বোম্বাই আরবসাগর তীরে ভারতের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। বোম্বাই স্বাভাবিক সামুদ্রিক বন্দর



ভারতের প্রবেশ দ্বার

ও পোতাশ্রয়। এই বন্দরের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সংযোগ থাকায় ইহাকে ভারতের প্রবেশ দ্বার (Gateway of India) বলা হয়।

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য বোম্বাই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মাধ্যমে তুলা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, কার্পাস ও কার্পাসদ্রব্য, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। খনিজ তৈল, কলকব্জা, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য, রেশম, পশম ইত্যাদি ইহার আমদানি দ্রব্য। বোম্বাই-এর নিকটে **এলিফ্যান্টা** দ্বীপে পর্বতগুহায় খোদাই করা মন্দির প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। **মর্মুগাও** কঙ্কন উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর। এই বন্দর হইতে চীনাবাদাম, নারিকেল, লবণ, ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি

হয়। **রত্নগিরি** এই উপকূলের মৎস্য রপ্তানি বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কর্ণাটক উপকূলে অবস্থিত **ম্যাঙ্গালোর** বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কফি, কাজুবাদাম, তৈল, সাবান, মশলা ইত্যাদি।

কোচিন কেরালা রাজ্যে মালাবার উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর। এই বন্দর হইতে নারিকেল, রবার, চা, কফি, মশলা নারিকেলের ছোবড়া, দড়ি, আদা, লঙ্কা, দারুচিনি, কাষ্ঠ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি রপ্তানি হয়। কয়লা, নানা-প্রকার খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, সৌখিন দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি ইহার আমদানি দ্রব্য। **কোজিকোড়** (কালিকট) কেরালা রাজ্যের বন্দর। নারিকেলের দড়ি, রবার, কাজুবাদাম, চা, কফি, মৎস্য ইত্যাদি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। **ত্রিবান্দ্রম** মালাবার উপকূলে অবস্থিত কেরালা রাজ্যের রাজধানী, বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। **আলেপ্পী** কেরালা রাজ্যের একটি বন্দর ও শহর। ইহা নারিকেলজাত দ্রব্য ও মশলার জন্য বিখ্যাত।

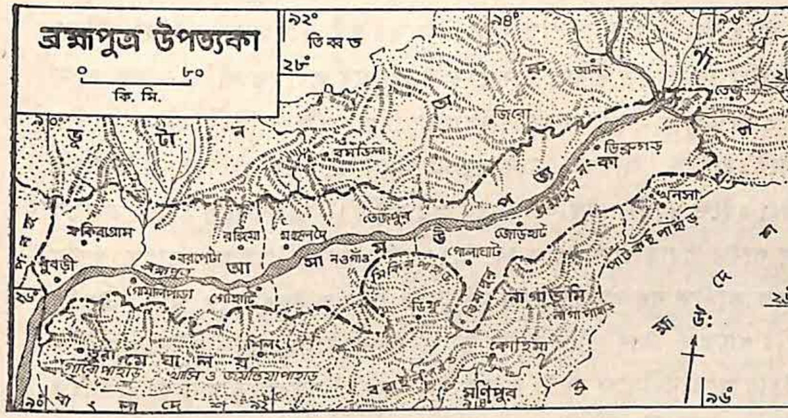
নবম অধ্যায়

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

পরিচয়, অবস্থান, আয়তন ও সীমা—আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা আসাম উপত্যকা নামে পরিচিত। পশ্চিমে ধুবড়ী হইতে উত্তর-পূর্বে সদিয়া পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২০কি-মি. এবং মিকির ও রেঙ্গমা পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে ইহার বিস্তার গড়ে ৮০ কি-মি.। ইহার আয়তন ৫৬,৩৩৯ বর্গ কি-মি.। আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দরং, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও লখীমপুর—এই জেলাগুলি লইয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা গঠিত। এই উপত্যকার উত্তরে পূর্ব হিমালয়ের কতকাংশ বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তরে পার্বত অঞ্চলে অবস্থিত ভুটান ও অরুণাচল ; উত্তর-পূর্বে মিসমি পাহাড়, পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ বিভাগ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে আসামের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বে পাটকই, নাগা, বরাইল নামে একটি পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত হইয়াছে। বরাইল হইতে পশ্চিমদিকে মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় নির্গত হইয়াছে। সুতরাং উত্তর হইতে

দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত তিন দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ।

ভূ-প্রকৃতি—ভূ-ভাগের গঠন অনুসারে ভারতের এই অংশকে তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **পূর্বাচল,** (২) **মেঘালয়** ও



(৩) **আসাম উপত্যকা**। পাটকই, নাগা, বরাইল, লুসাই পর্বতশ্রেণী ব্যতীত মণিপুর রাজ্যের পাহাড় ও সমভূমি, ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড় এবং উত্তর কাছাড় পূর্বাচলের অন্তর্গত। মেঘালয় বা **শিলং মালভূমি** প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সম্প্রসারণ মাত্র। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে রাজমহল পাহাড় ও শিলং মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদের পলির দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে, মেঘালয় মূল মালভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। **আসাম উপত্যকা** ব্রহ্মপুত্র নদের দান। ইহা ব্রহ্মপুত্র ও উহার উপনদী বাহিত পলিদ্বারা গঠিত সমভূমি। ইহার পশ্চিম দিকের ভূমি অপেক্ষা পূর্বদিকের ভূমি কিছু উচ্চ। ভূমির ঢাল অনুসারে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। এই উপত্যকা দুইভাগে বিভক্ত—যথা, উচ্চ উপত্যকা (Upper Valley) ও নিম্ন উপত্যকা (Lower Valley)। লখীমপুর, শিবসাগর, ডিব্রুগড় জেলা লইয়া উচ্চ উপত্যকা এবং নওগাঁ, দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া জেলা লইয়া নিম্ন উপত্যকা গঠিত।

ব্রহ্মপুত্র নদ (২,৭২০ কি-মি.) তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১,২৫০ কি-মি. পর্যন্ত মালভূমির দক্ষিণ এবং

হিমালয়ের উত্তর দিয়া **সান-পু** (Tsang-po) নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর উহা হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে **নামচাবারওয়া** শৃঙ্গের (৭,৭৫৬ মি.) নিকটে খুব গভীর ডিহং গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া অরুণাচল প্রদেশে পাসিঘাট নামক স্থানে সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। অরুণাচলপ্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম **ডিহং** এবং এই পর্যন্ত এই নদের **উচ্চগতি**। উচ্চগতিতে এই নদ স্থানে স্থানে বহু জলপ্রপাত ও গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ডিহং, ডিবং ও লোহিতের মিলিত প্রবাহ আসামের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সদিয়া নামক স্থান হইতে **ব্রহ্মপুত্র** নামে আসামের মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া ধুবড়ীর নিকটে দক্ষিণে বাঁকিয়া বাংলাদেশের মধ্যদিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। সদিয়া হইতে ধুবড়ী পর্যন্ত এই নদের **মধ্যগতি**। মধ্যগতিতে নদীর স্রোতের বেগ পার্বত প্রবাহ বা উচ্চগতি অপেক্ষা অনেক কম। সেইজন্য পার্বত অঞ্চল হইতে আনীত বড় বড় শিলাখণ্ড নদী আর বহন করিতে পারে না। ঐগুলি নদীর খাতে ও উভয় তীরে সঞ্চিত হয়। কাদা, বালি প্রভৃতি নদীবক্ষে সঞ্চিত হইবার ফলে নদীবক্ষে চর ও দ্বীপের সৃষ্টি হয়। উপত্যকাভূমি ক্রমশ প্রসারিত হইয়া সমপ্রায়ভূমিতে পরিণত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদ বহুদূর পর্যন্ত পার্বত পথে প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া বরফ গলা জলে পুষ্ট। তাহার উপর বর্ষাকালে পার্বত অঞ্চলের বৃষ্টির জল এই নদে আসিয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত, **সুবনশিরি, মানস, ভরলী, সংকোষ** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরের, এবং **লোহিত, বুড়ি ডিহিং, ডিবং, কপিলী, ধনশিরি, কৃষ্ণাই** প্রভৃতি বামতীরের উপনদীসমূহের জল ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে। ফলে, ব্রহ্মপুত্র বক্ষে বর্ষাকালে জলের প্রাচুর্য ঘটে। ইহা ছাড়া, বর্ষাকালে পর্বতগাত্র হইতে ধস নামিয়া নদীর খাত পলিতে ভরাট হইলে এই বাড়তি জল অগভীর নদী ধারণ করিতে অক্ষম হয়। সেই কারণে ব্রহ্মপুত্র নদে বন্যার জল নদীর তীর ছাপাইয়া উপরে উঠে এবং ইহাতে উপত্যকার বিরাট অংশ জলমগ্ন হয়। ব্রহ্মপুত্র নদে এইরূপে প্রতি বৎসর ভীষণ বন্যা হয়। ডিব্রুগড়ে বন্যার ধ্বংসলীলা ভয়াবহ। কিন্তু বন্যার ফলে নূতন পলি সঞ্চিত হইয়া নদীর উভয় তীরে **প্লাবন সমভূমি** (Flood plain) সৃষ্টি করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্লাবন সমভূমি খুব উর্বর।

জলবায়ু—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গ্রীষ্মকালে গড় তাপ ২৯·৪° সে ; তাপমাত্রা পূর্বদিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বেশী। উত্তরের সু-উচ্চ হিমালয় পর্ব্বতমালা

তিব্বতের হিমশীতল বায়ু হইতে এই উপত্যকাকে রক্ষা করে। পর্বতের **অবস্থান** হেতু এখানে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (Relief rain) হয়। এই উপত্যকায় **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর** প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্বে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সে-মি., পশ্চিমে তদপেক্ষা কিছু কম, মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও কম। গৌহাটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০ সে-মি.। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলবায়ু **উষ্ণ ও আর্দ্র মৌসুমী।** শীতকালে ইহার উচ্চ উপত্যকায় খুব শীত। শীতকালে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু কুয়াশা হয়। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় হয়। গ্রীষ্মকালে নিম্ন উপত্যকায় গরম বেশী।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গভীর বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে শতকরা ৩৭ ভাগ বনাঞ্চল। এখানকার পার্বত অঞ্চল এবং উপত্যকা অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান **মৌসুমী, চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি** দ্বারা আবৃত। জলাভূমিতে নল-খাগড়ার বন আছে। এই নিবিড় বনভূমিতে **শাল, সেগুন, শিশু**, খয়ের, হলদু, জারুল, শিরীষ, শিমুল, ছাতিম, গর্জন, রবার, বট, অশ্বত্থ, আম, **বাঁশ, বেত** ইত্যাদি প্রচুর জন্মে। লখীমপুর ও শিবসাগর জেলার অরণ্যে হেলিং, নাবর, মেকাই, অগরু (অগুরু) প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে।

বনসম্পদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সমৃদ্ধ। অরণ্যের মূল্যবান কাষ্ঠ গৃহ নির্মাণে ও সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র নির্মাণে, জালানি হিসাবে, শিমুল ও ছাতিম গাছের শাখা দিয়াশলাইয়ের কাঠি নির্মাণে, বাঁশ কাগজের মণ্ড নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ও বেতের দ্বারা গৃহ নির্মাণ ও নানারকম সৌখিন জিনিস প্রস্তুত হয়। রবার বৃক্ষ হইতে রবার সংগৃহীত হয়। বন্য বৃক্ষ হইতে যে গুটিপোকা সংগৃহীত হয় তাহাতে আসাম **এণ্ডি, রেশম, মুগা ও তসর** শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষিজ—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রধানত **পাললিক মৃত্তিকা** দ্বারা গঠিত। কোন কোন স্থানে কিছু ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাও দেখা যায়। বৃষ্টিপাত ও উর্বর সমভূমি এখানকার কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল। নদী-বাহিত নবীন পাললিক মৃত্তিকার সমভূমিতে চাষ-আবাদ বেশী হয়। এখানে খালের দ্বারা জলসেচ

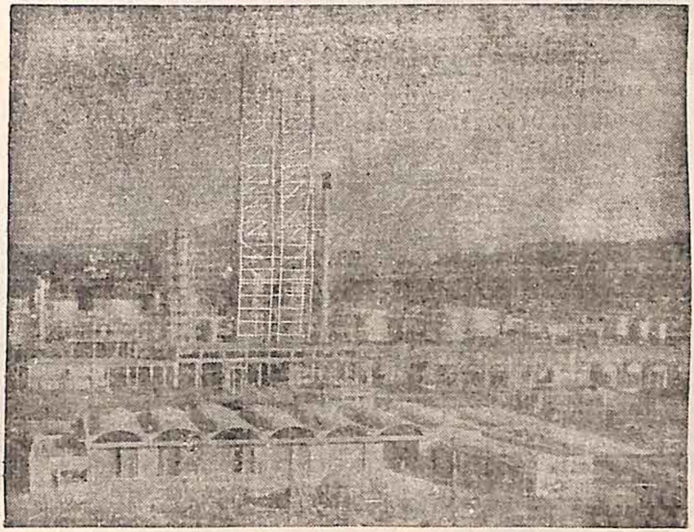
হয়। **ধান** প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ধান ব্যতীত, এখানে **পাট**, সরিষা, কলাই, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু ও সামান্য কার্পাস উৎপন্ন হয় এবং **কমলালেবু**, আপেল, **আনারস**, তাল প্রভৃতি ফল জন্মে। আসাম উপত্যকার উর্বর পলি-মাটিতে পৃথিবীর সর্বাধিক **চা** উৎপন্ন হয়। সদিয়া, দরং, শিবসাগর ও লখীমপুর, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও নওগাঁতে অধিকাংশ **চা-বাগান** অবস্থিত। এই উপত্যকায় **সিঙ্কোনার** চাষও হয়।

খনিজ—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধান খনিজ সম্পদ। এই উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ডিব্রুগড় জেলায় **ডিগবয়, নাহার-কাটিয়া**, হগরিজান ও মোরান অঞ্চলে এবং শিবসাগর জেলার রুদ্রসাগরে **পেট্রোলিয়াম** পাওয়া যায়। নাহারকাটিয়া ও মোরান তৈলখনি অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। ডিগবয়ের নিকটে মার্ঘারিটায় ও মাকুমে এবং শিবসাগর জেলার নাজিরায় কিছু **কয়লা** এবং পার্বত্ত অঞ্চলে **চুনাপাথর** ও **কায়ার-ক্লে** পাওয়া যায়।

শিল্প—কয়লার অভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বৃহৎশিল্প বেশী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আসামের উমট্রু নদীর **বিডন জলপ্রপাত** ও **শিলং জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার** সাহায্যে শিলং শহর ও অন্যান্য স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। বর্তমানে শিলং শহরের নিকট **উমিয়ম্** জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, **নাহারকাটিয়া** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গৌহাটির নিকটে **নুনমাটি** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। ইহাতে অদূর ভবিষ্যতে বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। প্রাচীনকাল হইতেই আসাম তাঁতের কাজ, বাঁশের কাজ প্রভৃতি **কুটীর-শিল্পে** উন্নত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এণ্ডি, মুগা, রেশম, তসরের কাপড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌহাটি, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, তেজপুর প্রভৃতি স্থানে চাউলের কল, কাঠ চেরাইয়ের কল, কাঁচ নির্মাণের কারখানা, **চা-এর বাক্স ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণের কারখানা** আছে। খনি হইতে যে তৈল উত্তোলন করা হয় তাহাতে অনেক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই অপরিশ্রুত খনিজ তৈলকে পরিশ্রুত করিবার জন্য ডিগবয়ে **তৈল শোধনাগার** স্থাপিত হইয়াছে। ডিগবয় ও নুনমাটিতে তৈলশোধন একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প। বঙ্গাইগাঁওতে আর একটি তৈলশোধনাগার গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা ভিন্ন, নাহারকাটিয়া হইতে গৌহাটির নিকট নুনমাটিতে ও

বিহারের বারৌনীতে ১,১৫২ কি-মি. দীর্ঘ পাইপলাইনের সাহায্যে তৈল আনিয়া শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধুবড়ীতে **দিয়াশলাই** ও **কাগজ শিল্প** গড়িয়া উঠিয়াছে। গৌহাটিতে **সাইকেল নির্মাণের বড় কারখানা** ও পাটের

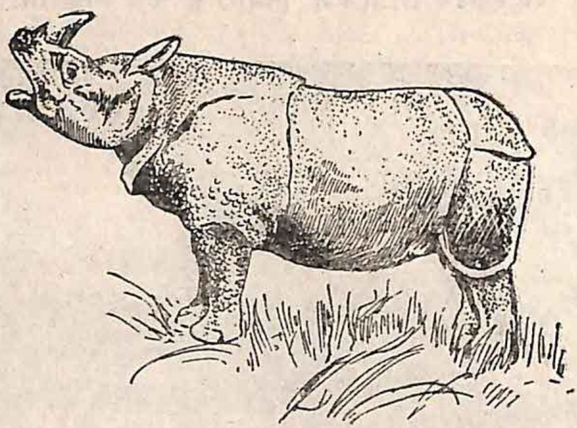


নুনমাটি তৈল শোধনাগার

কল আছে; তিনসুকিয়ায় **প্লাইউড নির্মাণের** কারখানা ও শিবসাগর জেলায় **চিনির কল** আছে। নাহারকাটিয়ায় ও নামরূপে **সার উৎপাদন** কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের শতকরা ৭২ ভাগ **চা** আসামে উৎপন্ন হয়। এখানে ৭৫০-এর অধিক চা-বাগান আছে। প্রত্যেক বাগানের সন্নিহিত স্থানে চা-শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চা ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় **চা-শিল্পের** প্রভূত প্রসার হইয়াছে। ডিব্রুগড়, শিবসাগর, জোড়হাট, তেজপুর ও গৌহাটি চা-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত; আসামে রেলপথের কিছু উন্নতি হইয়াছে। সড়কপথ বন্যার সময় বন্ধ হইয়া যায়। জলপথে ব্রহ্মপুত্রের মধ্য দিয়া এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। বিমানপথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত যোগাযোগ আছে।

জীবজন্তু—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্যজীবজন্তুদের মধ্যে **হাতী, গণ্ডার, বাইসন**, বন্য-মহিষ, হরিণ ও নানাপ্রকার সরীসৃপ প্রধান। জলাভূমিতে সাদা



গণ্ডার

গণ্ডার দেখা যায়। শিবসাগরের **কাজিরাঙ্গায়** বহু গণ্ডার আছে। কৃষিকার্যের জন্য সর্বত্র গো, মহিষ প্রতিপালিত হয়।

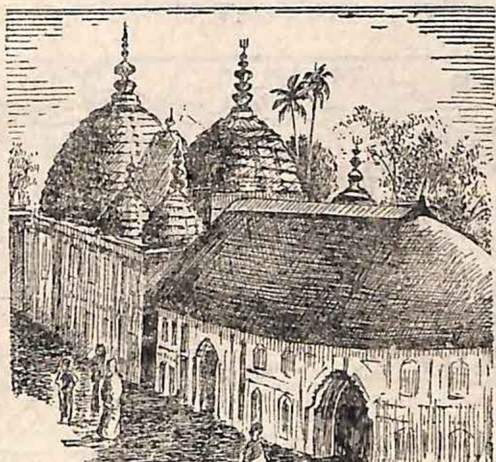
অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চলে (গৌহাটি), চা-বাগান অঞ্চলের স্থানসমূহে (তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, জোড়হাট, লখীমপুর) এবং ডিগবয়ের খনি অঞ্চলে লোকবসতি কিছুটা ঘন, অন্যস্থানে বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। মোটামুটি হিসাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে **নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল** বলা চলে। ইহার জনসংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাজাতির মিলনক্ষেত্ররূপে ইতিহাসে পরিচিত। মহাভারতে ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পাওয়া যায়। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, পশ্চিম চীনের মঙ্গোলীয়, ইন্দোচীনের অস্ট্রিক, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা (Tibeto-Burmans) দলে দলে ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ফলে, ক্রমশ বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এখানে গড়িয়া উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শান বংশীয় **অহোমেরা** এখানকার রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই উপত্যকা দখল করে এবং প্রায় ৬০০ বৎসর কাল

এখানে বাস করিতে থাকে। তাহারাই এই উপত্যকার নাম রাখিয়াছিল 'আসোম'। পরবর্তীকালে ইংরেজ-শাসকেরা ইহার নাম রাখিল 'আসাম'। বর্তমানে এখানকার প্রধান ভাষা **অসমীয়া** এবং ইহার পর বাংলা।

কৃষিকার্যই অধিকাংশ অধিবাসীর (৭০%) প্রধান উপজীবিকা, প্রায় ১৫ লক্ষ লোক চা-বাগানে কাজ করে। ইহা ব্যতীত, বহুসংখ্যক লোক কল-কারখানায়, কুটীর-শিল্পে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও অন্যান্য কাজকর্মে জীবিকা অর্জন করে। তাহারা গুটিপোকার চাষও করে। অসমীয়াদের মেলা, পার্বণ উৎসব ও লোক নৃত্য উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বত্র **বিহু উৎসব** সমারোহের সহিত পালিত হয়।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান—আসাম রাজ্যের নূতন রাজধানী **দিসপুর**। ইহা গৌহাটির অনতিদূরে অবস্থিত। **গৌহাটি** ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে অবস্থিত, ইহা আসামের সর্বাপেক্ষা বড় বাণিজ্য-প্রধান শহর। আসামের চা, কাষ্ঠ



কামাখ্যাদেবীর মন্দির

প্রভৃতি অধিকাংশই গৌহাটি হইয়া কলিকাতায় আসে। ইহার অনতিদূরে ছোট পাহাড়ের উপর **কামাখ্যাদেবীর মন্দির** হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে **উমানন্দ শিবমন্দির** একটা দর্শনীয় স্থান। ব্রহ্মপুত্রের তীরে

অবস্থিত **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী** প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র ও নদী-বন্দর। **সদিয়ায়** সৈন্যনিবাস আছে। **ডিব্রুগড়, জোড়হাট, তেজপুর, শিবসাগর ও তিনসুকিয়া** শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

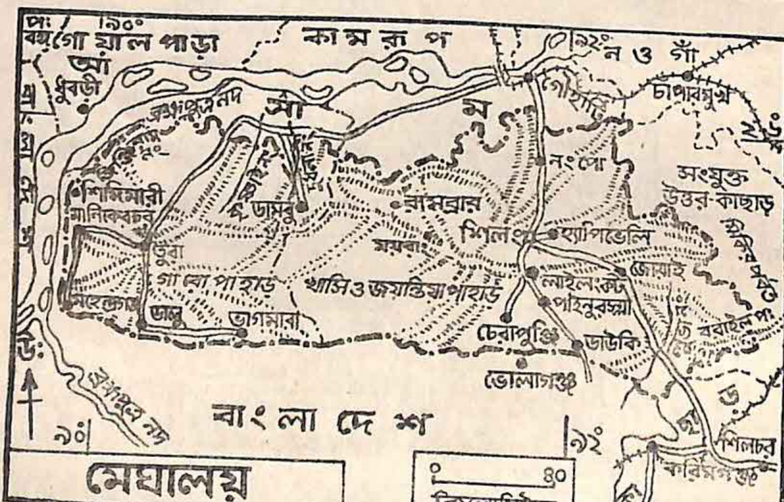
দশম অধ্যায়

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত রাজ্যসমূহ

প্রথম পাঠ

মেঘালয়

পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন—ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পার্বত অঞ্চলগুলি লইয়া কতকগুলি পৃথক রাজ্য গঠিত হইয়াছে। মেঘালয় পার্বত রাজ্যটি উহাদের অন্যতম। ইহা আসাম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। গারো ও সংযুক্ত খাসি-জয়ন্তিয়া এই দুইটি পার্বত



জেলা লইয়া **মেঘালয়** রাজ্যটি গঠিত হইয়াছে। পূর্বে এই অঞ্চলের পার্বত জেলাগুলি আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসামের আদিবাসীরা গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়ার বিস্তীর্ণ পার্বত অঞ্চল জুড়িয়া বাস করিত। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী **মেঘালয়** পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আসামের

রাজ্যপাল মেঘালয়েরও রাজ্যপাল। এই রাজ্যের উত্তরে আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও নওগাঁ জেলা, পূর্বে আসামের মিকির পাহাড় ও কাছাড় জেলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলাদেশ। এই রাজ্যের আয়তন ২২,৪৮৯ বর্গ কিলোমিটার।

ভূ-প্রকৃতি—হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে **পাটকই, নাগা** ও **লুসাই** নামে পর্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে **বরাইল** পর্বত অবস্থিত। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পূর্বসীমা বরাইল পর্বতের সহিত মিশিয়াছে। মেঘালয়ের **গারো, খাসি** ও **জয়ন্তিয়া** পাহাড় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। মেঘালয়ের পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৩০ কিলোমিটারের বেশী, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার ১০০ কিলোমিটার।

ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মেঘালয় একটি উচ্চ মালভূমি। ইহাকে **শিলং** বা **আসাম মালভূমি** বলা হয়। ইহার উচ্চতা গড়ে ৬১০—১,৮৩০ মিটার। এই মালভূমি মধ্য ভারতের মালভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র (a detached block of the Peninsula)। মধ্য ভারতের মালভূমির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত রাজমহল পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তর ভাগ) দীর্ঘকাল ধরিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিত পলিমাটি দ্বারা আবৃত হওয়ায় মধ্য ভারতের মালভূমি ও মেঘালয়ের মালভূমি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

খাসি পাহাড় অঞ্চলের উত্তরভাগে পার্বত ভূমি, মধ্যভাগে মালভূমি এবং দক্ষিণভাগে উচ্চ পার্বতভূমি। মেঘালয়ের রাজধানী **শিলং** মধ্যভাগের মালভূমিতে অবস্থিত। এই মালভূমির উচ্চতা ১,৫০০—২০,৮৩ মি.। পার্বতভূমির মধ্যভাগে কতকগুলি নদী উপত্যকা আছে। গারো পাহাড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তুরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **নকুরেক্** (Nokrek) ১,৪১২ মি.। তুরা পাহাড় হইতে উৎপন্ন **সিমসাং** নদী দক্ষিণদিকে তুরা ও কাইলাস পাহাড়ের মধ্যে গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঘমারার নিকট সমভূমিতে নামিয়াছে। এখানে এই নদীর নাম **সোমেশ্বরী**। গারো পাহাড় হইতে পূর্বে জয়ন্তিয়া পাহাড় পর্যন্ত পার্বত উপত্যকার মধ্যদিয়া জিঞ্জিরাম, তুথনা, কৃষ্ণাই, ডিগারু, কালনি, লুভা প্রভৃতি ছোট ছোট নদী উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দিকে এবং দক্ষিণে সুরমা উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

জলবায়ু—মেঘালয় বা মেঘের আলয় (Abode of Clouds)—এই নামের দ্বারাই বুঝা যায় যে ইহা একটি বৃষ্টিবহুল রাজ্য। মেঘালয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। গারো পার্বত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক কিন্তু এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশী থাকে, গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪·৯° সে.। সেই তুলনায় উচ্চতাহেতু খাসি-জয়ন্তিয়া অঞ্চলের তাপমাত্রা কম থাকে, ২৬° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। কিন্তু শীতকালে শীত বেশী। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতও বেশী। জলীয়বাষ্পপূর্ণ **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী** বায়ু খাসি পাহাড়ে বাধা পাইয়া ১,২১৮ মি. ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং ঘনীভূত হইয়া ঐ পাহাড়ের প্রতিবাত অংশে (দক্ষিণে) অবস্থিত **চেরাপুঞ্জীতে** বার্ষিক ১,২৬৯ সে-মি. বারিবর্ষণ করে। ইহার নিকটে **মৌসিনরাম** নামক গ্রামে ১,৭২৭·৫ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। চেরাপুঞ্জীর অপর পার্শ্বে অর্থাৎ খাসি পাহাড়ের অনুবাত অংশে (উত্তরে) **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে** অবস্থিত **শিলং** শহরে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র ২·৮ সে-মি.। উচ্চতার জন্য খাসি-জয়ন্তিয়ার পার্বত অঞ্চলের জলবায়ু মনোরম। চেরাপুঞ্জীর জলবায়ু অতিশয় আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। মোটের উপর মেঘালয়ের জলবায়ু **মৌসুমী জলবায়ু** অর্থাৎ উষ্ণ ও আর্দ্র।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—পার্বত রাজ্য মেঘালয় বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পাহাড়ের গায়ে ৩০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত **শাল, সেগুন, হলদু, গুরগা,** বাঁশ ও **বেত** প্রচুর জন্মে। প্রায় ৭৫০ মিটার উচ্চতায় **পাইন** গাছ এবং উহার ঊর্ধ্বে **ওক, ম্যাগনোলিয়া** গাছ, ১,২২০ মিটারের ঊর্ধ্বে **রডোডেনড্রন** গাছ দেখা যায়। খাসি পাহাড়ে প্রচুর **অর্কিড** গাছ আছে। বন হইতে বহু মূল্যবান কাঠ ও নানাপ্রকার বনজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাঠ জ্বালানি হিসাবে ও গৃহনির্মাণে এবং বাঁশ ও বেত নানারকম জিনিস নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বন-জঙ্গল পার্বত উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এখানকার নানারকম কুটীর-শিল্পের উপাদান বন হইতে সংগৃহীত হয়।

কৃষিজ—মেঘালয়ে তিন রকমের **মৃত্তিকা** দেখা যায়। যথা—লাল দো-আঁশ মাটি বা পাহাড়ে মাটি, ল্যাটেরাইট মাটি ও প্রাচীন পলিমাটি।

এখানকার পাহাড়ের মাটিতেই চাষ-আবাদ হয়। মেঘালয়ের অধিবাসীদের মধ্যে গারো জাতির লোকেরা এখনও **ঝুম** চাষ করিতে অভ্যস্ত। চাষের জমির সন্ধানে তাহারা পার্বত অঞ্চলে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। জয়ন্তিয়ারা লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ-আবাদ করে। খাসিদের চাষ-আবাদ জয়ন্তিয়াদের ন্যায়। এই রাজ্যে **ধান, ভুট্টা, আলু, তৈলবীজ, তুলা, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, তেজপাতা, কলা, কমলালেবু, আনারস, কাজুবাদাম** প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

খনিজ—গারো পাহাড়ে **চুনাপাথর ও ফায়ার-ক্লে** পাওয়া যায়। গারো ও খাসি পাহাড়ে **কয়লার** খনি আছে। খাসি পাহাড়ে **কেওলিন ও সিলিমেনাইট** পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন সিলিমেনাইটের শতকরা ৯৫ ভাগ খাসি পাহাড়ে পাওয়া যায়। সিলিমেনাইট ব্লাস্ট ফারনেস্ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

শিল্প—উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, পার্বত অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের অসুবিধা, বনজ কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ ও জল-বিদ্যুৎশক্তির সদ্ব্যবহারের সুযোগের অভাববশত এই পার্বত রাজ্যে এখনও কোন বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। **কুটীর-শিল্পই** এই রাজ্যের প্রধান শিল্প। **তাঁত বস্ত্রবয়ন, বাঁশ ও বেতের কাজ** এবং **চামড়ার কাজ** এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প। চেরাপুঞ্জীতে একটি **সিমেন্টের** কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত, এই রাজ্যের নানাস্থানে কাঠ চেরাইয়ের কল-কারখানা, কাষ্ঠদ্রব্য নির্মাণের কারখানা ও বিস্কুট তৈয়ারির কারখানা আছে। **যাতায়াতের ব্যবস্থা** এখনও উন্নত নহে। এখানে কোন রেলপথ নাই। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সহিত সড়কপথে শিলংএর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। সড়কপথে মোটরে গৌহাটি হইতে শিলংএ যাওয়া যায়।

জীবজন্তু—পার্বত অঞ্চলের অরণ্যে নানাজাতীয় জন্তু, যেমন—হাতী, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, বানর, বন্য মহিষ, বন্য কুকুর, শূকর, সম্বর, বাইসন প্রভৃতি দেখা যায়। দুগ্ধের জন্য এখানে গরু, মহিষ প্রতিপালিত হয়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোক-গণনা অনুসারে মেঘালয়ের জনসংখ্যা ১০,১১,৬৯৯। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী **কৃষিজীবী**। কৃষিকার্য ব্যতীত **হস্তশিল্পের** কাজেও অনেক লোক নিযুক্ত। মেঘালয়ের অধিবাসী বলিতে প্রধানত **গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া** প্রভৃতি

আদিবাসীদের বুঝায়। গারো জাতির লোকেরা গারো পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। তাহাদের গায়ের রঙ তামার ন্যায়। গারো মেয়েদের ঠোঁট পুরু, নাক তেমন চ্যাপ্টা নহে। মেয়েরা রিথিং (ধুতির চেয়ে একটু বড়) বস্ত্র পরে, পুরুষেরা গাণ্ডুবাবা (দেড় গজের ধুতি) পরে। এই সকল কাপড় নিজেদের হাতের তৈয়ারি। মেয়েরা কানে পিতলের মাকড়ি এবং গলায় পুঁতির মালা পরে। তাহারা কড়ির গহনাও ব্যবহার করে। গারো পুরুষেরা যুদ্ধ ও শিকারে পটু। তাহাদের সেলু (বর্শা), মেল্লাম (তলোয়ার), ছুল-গৌজা (বাঁশের তৈয়ারি বর্শা) প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আছে। গুলমথর (একপ্রকার শাবল) অস্ত্র দিয়া মাটি খুঁড়িয়া তাহারা শস্যের বীজ বপন করে।



খাসি পুরুষ

গারোরা ভাত, মদ, মাংস ও তামাক খায়। তাহারা সকল জন্তুর মাংস বিশেষত কুকুরের মাংস খাইতে ভালবাসে। নাচ, গান, খেলাধূলা ও নানারকম উৎসব, যেমন—মুরগীর লড়াই ও ফসল তোলা উৎসব (**harvest festival**) গারোদের মধ্যে দেখা যায়। গারো ও খাসিদের মধ্যে মাতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। গারোদের নক্রমকে (বরকে) নক্‌নার (কন্যার) বাড়িতে বিবাহের পর থাকিতে হয়। মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। খাসিদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

জয়ন্তিয়ারা গো-মাংস খায় না, তাহারা বিবাহের পর নিজেদের বাড়িতে বাস করে। খাসি ও জয়ন্তিয়া মেয়েরা সোনার গহনা পরিতে ভালবাসে। খাসিরা ফর্সা, তাহাদের মুখ গোল এবং চোখ ছোট। গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়ারা ভোট-ব্রহ্ম (**Tibeto-Burman**) শ্রেণীর অন্তর্গত। সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভোট-ব্রহ্মদের (**Mon Khmer or Tibeto Burman affinities**) সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীত, নৃত্য, ধনুর্বিদ্যা, মৎস্যশিকার, ক্রীড়া-কৌতুক, উৎসব-অনুষ্ঠান এই তিনটি উপজাতির প্রিয় কর্ম।

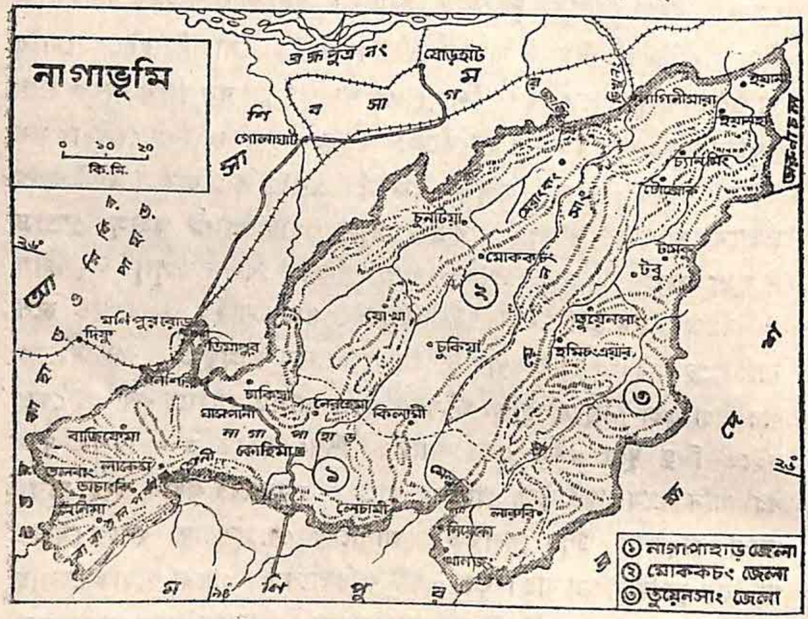
আজকাল উপজাতীয় লোকেরা শিক্ষিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। খাসি ও জয়ন্তিয়াদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন খ্রীস্টান, কিন্তু গারোদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন খ্রীস্টান; মেঘালয়ে শতকরা ২৮ জন শিক্ষিত। এখানে গারো ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী। তবে সকল জেলাতেই ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হয়। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এই সকল উপজাতির কুসংস্কার, আচার, রীতিনীতি অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রাচীন রক্ষণশীল উপজাতিদের নানা বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কয়েকটি শহর—শিলং মেঘালয়ের রাজধানী, শৈলাবাস ও পর্যটন-কেন্দ্র। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ইহা খাসি পাহাড়ে ১,৫৪৩ মি. উচ্চে অবস্থিত। শিলং-এ যাইবার রেলপথ নাই। গৌহাটি হইতে মোটর গাড়িতে শিলং যাইতে হয়। **শিলং**-এর অনতিদূরে **বরপানি** নামক স্থানে একটি বিমান বন্দর তৈয়ারি হইতেছে। শিলং-এ অনেক কিছু দেখিবার মত আছে। যেমন—**শিলং গল্‌ফ্‌ কোর্স, ওয়ার্ডস্‌ লেক** (একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই জলাশয়), **সুইট ফল্‌স্‌, এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্‌, স্প্রেড ঈগ্‌ল ফল্‌স্‌**, সর্বাপেক্ষা সুন্দর জলপ্রপাত **বিশপ বিডন ফল্‌স্‌**। উম্‌সিরপি ও উমখারা নামে দুইটি নদী দুই পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া জলপ্রপাত রূপে নামিয়াছে এবং এই দুইটি নদীর মিলিত ধারার নাম **উমিয়াম**। এই নদীতে বাঁধ দিয়া **জল-বিদ্যুৎ শক্তি** উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং এই কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে একটি লেক আছে। শিলং হইতে ১২০ কি-মি. দূরে গরমপানি নামে একটি **উষ্ণ প্রস্রবণ** আছে। গারোদের প্রধান শহর **তুরা** গারো পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আসামের গোয়ালপাড়া হইতে মোটর গাড়িতে তুরায় যাওয়া যায়। তুরা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। গারো পাহাড় জেলায় **শিজু** নামক স্থানে একটি বিরাট গুহা আছে। ইহাকে বলে বাদুড় গুহা (cave of bats)। জয়ন্তিয়াদের প্রধান শহর **জওয়াই** জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত। এই পর্বত শহরটির দৃশ্য মনোরম।

দ্বিতীয় পাঠ

নাগাভূমি

পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন—১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে নাগাপাহাড় ও তুয়েনসাং অঞ্চলকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নাগাল্যাণ্ড বা নাগাভূমি নামে একটি পৃথক কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চল স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত **নাগাভূমি** নামে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যরূপে গণ্য হইয়াছে।



আসামের রাজ্যপাল এই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (১) **কোহিমা** বা নাগাপাহাড় জেলা, (২) **মোককচুং** ও (৩) **তুয়েনসাং**—এই তিনটি জেলা লইয়া এই রাজটি গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১৬,৫২৭ বর্গ কি-মি.। এই রাজ্যটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ; ইহার উত্তর-পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলা, দক্ষিণে মণিপুর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে আসামের কাছাড় ও মিকির পাহাড়।

ভু-প্রকৃতি—এই রাজ্যটি পর্বতসঙ্কুল ও বন্ধুর ভু-খণ্ডের উপর অবস্থিত। **পাটকই** ও **নাগাপাহাড়** উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত

হইয়াছে। উত্তর কাছাড়ের **বরাইল** পাহাড় আসিয়া নাগা পাহাড়ের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিমে মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম সীমায় কোহিমা জেলায় নাগা-পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ **জাপ ভো** (২,৯৯৫ মি.) জল-বিভাজিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কারণে নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। **ধনশিরি** দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিম বাহিনী হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পড়িয়াছে। **দিয়ুং** নদী মাও-এর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর-পূর্বে ও পরে গতি পরিবর্তন করিয়া উত্তর-পশ্চিম বাহিনী হইয়াছে। **দিখু** নদী উত্তরবাহিনী হইয়া শিবসাগরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে পড়িয়াছে। **তিজু** নদী পূর্ব-বাহিনী হইয়া ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীতে পড়িয়াছে। নাগাভূমিতে কোন জলপ্রপাত নাই। তুয়েনসাং জেলায় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **সারামতী** (৩,৮২৬ মি.) অবস্থিত।

জলবায়ু—নাগাভূমি মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। ভূমির উচ্চতার জন্য এখানে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ কম থাকে। গ্রীষ্মকালেই এখানে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়। জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা এখানে ১৯০—২৫৪ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে উত্তরের শীতল বায়ু এই রাজ্যের উপর দিয়া বহিয়া যায়। এই রাজ্যের জলবায়ু **নাতিশীতোষ্ণ**, মনোরম ও স্বাস্থ্যকর।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—নাগাভূমি অরণ্যময়। এখানকার মৌসুমী অরণ্যে **শাল, সেগুন, তুণ, চাপলাশ** প্রভৃতি সারবান বৃক্ষ জন্মে। **বাঁশ** ও **বেত** এখানকার প্রধান অরণ্যজাত দ্রব্য। ঝুম চাষ ও পার্বত অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করিবার ফলে যথেষ্ট সম্পদ নষ্ট হইয়াছে।

কৃষিজ—নাগাভূমি কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানকার দো-আঁশ **মৃত্তিকা** উর্বর। নাগারা পার্বত অঞ্চলে দুই রকম প্রথায় চাষ-আবাদ করে। যথা—(১) **ঝুম চাষ** ও (২) পাহাড়ের গায়ে **ধাপ কাটিয়া চাষ** (terrace cultivation)। জঙ্গলের গাছগাছড়া আগুনে পোড়াইয়া তাহারা কিছু জমি বাহির করে এবং তথায় অনেকগুলি গর্ত খুঁড়িয়া রাখে। বর্ষাকালে ঐ সকল গর্তে ছাইয়ের সার দিয়া ধান, যব, ভুট্টা, কলাই ইত্যাদি নানারকম শস্যের বীজ একত্রে পুঁতিয়া

মাটি চাপা দেয়। এই ধরনের চাষের নাম ঝুম চাষ। সেমা, আও, লোথা গোষ্ঠীর নাগারা এই প্রথায় চাষ করে। কিন্তু এই প্রথায় চাষ করিতে হইলে অনেক বনজ সম্পদ নষ্ট করিতে হয় এবং প্রতিবৎসর একই জায়গায় ফসল ভাল উৎপন্ন হয় না।

আঙ্গামি এবং চখেসাং নাগারা পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া ও জমিতে জলসেচ করিয়া চাষ-আবাদ করে এবং এই প্রথায় আজকাল নাগাভূমিতে চাষ-আবাদ চলিতেছে। নাগাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতির নিমিত্ত সরকার **সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার** (Community Development Projects) কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। পাম্পের সাহায্যে শস্য ক্ষেত্রে জলসেচন এবং কৃষকদিগকে উত্তম সার ও বীজ বিতরণ করা হইতেছে। কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের সংরক্ষণের জন্য গুদামও নির্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, এখানে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। ফলে এই রাজ্যে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় **চা**-এর চাষ হয়। **ধান, বাজরা, যব, ভুট্টা, কলাই, লঙ্কা, কচু, আলু, ইক্ষু, তুলা** প্রভৃতি এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য। কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম্য সমাজ এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মিটাইতে পারে।

খনিজ—নাগাভূমিতে উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নাই। উত্তর-পূর্বের পার্বত অঞ্চলে নিকৃষ্ট ধরনের কয়লা পাওয়া যায়।

শিল্প—নাগাভূমির **কুটীর-শিল্প** উল্লেখযোগ্য। নাগারা শিল্পে বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করে। কাঠ খোদাই করিয়া নানারকম মূর্তি তৈয়ারি করা, বাঁশ ও বেতের সাহায্যে ঝুড়ি, মাদুর, চোঙ্গা ইত্যাদি নানারকম জিনিস তৈয়ারি করা, হাতীর দাঁতের দ্রব্য নির্মাণ, রেশম ও তাঁতের বস্ত্র বয়ন, নানা ফ্যাসানের শাল সেলাই, সাবান, মোমবাতি নির্মাণ ইত্যাদি এখানকার অধিবাসীদের শিল্প কাজ। মোককচুং-এর তুলিতে **কাগজ** ও কাগজের **মণ্ড** উৎপাদনের জন্য কল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। **ডিমাপুরে চিনির** কল স্থাপিত হইয়াছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—পূর্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ের গায়ে রাস্তাঘাট নির্মিত হওয়ায় বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি চলাচলের সুব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার বড় শহরগুলিকে

সড়ক নির্মাণ করিয়া পরস্পর যুক্ত করা হইয়াছে। সীমান্তের নিকটে ডিমাপুর হইতে রেলপথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যাওয়া যায়।

জীবজন্তু—বাঘ, চিতাবাঘ, হাতী, হরিণ, সম্বর, শূকর, বানর, বন্য মহিষ, ভল্লুক প্রভৃতি নাগাভূমির অরণ্যে দেখা যায়। গো, মহিষ, শূকর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি এখানে প্রতিপালিত হয়।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—নাগাভূমির লোকসংখ্যা ৫,১৬,৪৪৯। নাগারা পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় জাতির (Indo-Mongoloids) লোক। তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাহারা ভোট-ব্রহ্ম ভাষাভাষী (Tibeto-Burmans)। তাহাদের ১৪টি প্রধান জাতি আছে। যথা—আঙ্গামি, আও, চখেসাং, চং, খেমাঙ্গন, কোনিয়াক, লোথা, ফোমা, পোচুরি, রঙ্গমা, সাংটম, সেমা, ইমচুংগার এবং জেলিয়াং। তাহাদের মধ্যে কেহ কাহারও ভাষা বুঝে না বলিয়া তাহারা অসমীয়া ও নাগাভাষা মিশাইয়া পরস্পর কথাবার্তা বলে। সামাজিক রীতি-নীতিতেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাঠ, বাঁশ ও বেতের সাহায্যে তাহারা বাড়িঘর নির্মাণ করে। বাড়ির সীমানায় পাথরের দেওয়াল বা বাঁশের খুঁটি পুতিয়া রাখে এবং বাড়ির বহির্দ্বার কাঠের দ্বারা নির্মাণ করে। তাহাদের নিজেদের গ্রামের চারিপাশে পরিখা খনন করিয়া রাখে। যোদ্ধাদের ও ধনী লোকদের বাড়ীর সম্মুখের দরজায় কাঠে খোদাই করা নানারকম মূর্তি দেখা যায়। পূর্বে তাহাদিগের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার ছিল, তন্মধ্যে, সর্বাপেক্ষা জঘন্য কুসংস্কার ছিল **নরমুণ্ডশিকার** (head hunting)। নরমুণ্ড (skull) দ্বারা তাহারা গৃহসজ্জাও করিত। তাহাদের ধারণা, মুণ্ডের আত্মা থাকে এবং ইহাই মানুষকে জীবন ও শক্তিদান করে। যে গ্রামের লোকেরা যত বেশী মুণ্ড



খেমাঙ্গন নাগা

শিকার করিয়া আনিবে ততই তাহাদের গ্রামে ফসল বেশী উৎপন্ন হইবে এবং তাহারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারিবে। এমন কি নরমুণ্ড শিকার লইয়া দুই গ্রামের মধ্যে যুদ্ধ ও বিবাদ লাগিয়া থাকিত। বহুকালের এই কুৎসিত প্রথা ইংরাজ শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে। নাগাদের প্রধান **খাদ্য** ভাত, মাংস ও নানারকম শাকসব্জি। তাহারা লঙ্কা বেশী খায় এবং গরু, শূকর, মুরগীর মাংস খায়,



বস্ত্র-বয়নে নাগা-রমণী

এমন কি কুকুর-বিড়ালের মাংসও তাহাদের প্রিয় খাদ্য। তাহারা থালা বাসনের পরিবর্তে কাঠের, বাঁশের বা মহিষের শিঙের চোঙ্গায় আহার করে।

নাগাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং **কৃষিকার্যই** তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। আজকাল শিক্ষিত ও সভ্য নাগারা মাছ ও দুধ খায়। নাগাদের জাতীয় **পোশাক** শাল। প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব শাল আছে। আঙ্গামিদের শাল লাল এবং সবুজ, আওদের শালে বাঘ, হাতী ও নরমুণ্ড অঙ্কিত থাকে। শাল ব্যতীত নাগাদের আর একটি জাতীয় পোশাক আছে—তাহারা কোমর হইতে জানু পর্যন্ত ঘাগরা (kilt) পরিধান করে।

এই পোশাকে কড়ি গাঁথা থাকে। স্ত্রীলোকদের অঙ্গসজ্জায় **অলঙ্কারও** অতি সাধারণ। তাহারা শাঁখের ও পাথরের সুন্দর সুন্দর মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। বাঁশ ও বেত দ্বারা তাহারা বাহু, কান ও গলায় নানারকম সৌখিন অলঙ্কার তৈয়ারি করিয়া পরে। কেহ কেহ হাতীর দাঁতের বা পিতলের অনন্ত বাহুতে পরে। তাহারা কেশ-চর্চার জন্ত কাঠ ও বাঁশের চিরুনি ব্যবহার করে।

কোনিয়াক, চেং, ফোম উপজাতির নাগারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে দেহের যে কোন স্থানে উল্‌কি (tattoo) ব্যবহার করে। কোনিয়াকেরা কাঠ খোদাইয়ের কাজে দক্ষ। আঙ্গামিরা বাঁশের দ্বারা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, বেতের মাতুর, ঢাল তৈয়ারি করে। ইহা ব্যতীত, তাহারা কাটারি, কুড়াল, কাস্তে, ছুরি, বর্শা ইত্যাদি লোহার জিনিসও তৈয়ারি করিতে সক্ষম। নাগারা স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, ভারী মালপত্র বহন করিয়া পর্বতারোহণ করিতে পারে। তাহারা শিকারেও পটু। পুরুষদের **হস্তশিল্পের** কাজ এবং স্ত্রীলোকদের তাঁতে **বস্ত্রবয়ন** উল্লেখযোগ্য।

নাগাদের **উৎসবাদির** মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। আও, রঙ্গমা ও চখেসাং উপজাতির উৎসব কৃষিভিত্তিক। বীজ বপন করিবার পর এবং ধান কাটিবার পর তাহাদের উৎসব আরম্ভ হয়। আঙ্গামিরা **সেক্রেনাইয়ি** (Sakranyi) উৎসবের সময় নাচ-গান করে, মদ্যপান করে (ricebeer), গো-মাংস ও শূকরের মাংস খায়।

শিক্ষার অভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ নাগারা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। তথাপি তাহাদের চালচলনে, আহারে-বিহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। ইংরাজ শাসনকালে খ্রীস্টান মিশনারী বা ধর্ম প্রচারকেরা এই সকল অশিক্ষিত ও অনুন্নত লোকদের শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বহুসংখ্যক নাগাকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। আজকাল নাগাভূমির অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা শহরে বাস করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত এবং শতকরা ৯০ জন খ্রীস্টান। নাগাভূমিতে বর্তমানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশু চিকিৎসালয়, শিল্প কেন্দ্র, গির্জা, ডাকঘর, অফিস প্রভৃতি শহরে এবং বড় বড় গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। শহরে ও গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আদিম অধিবাসী নাগাদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাহারা এখন ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারে। যাতায়াতের সুব্যবস্থা হওয়ায় সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হইয়াছে।

নগর—নাগা পাহাড় জেলায় **কোহিমা** সদর শহর ও রাজধানী। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। **মোককচুং** ও **তুয়েনসাং** শহর ঐ দুইটি জেলার সদর শহর। **ডিমাপুর** ও **নাগিনীমারা** অপর দুইটি প্রসিদ্ধ স্থান। ডিমাপুরে তাঁত বস্ত্র-বয়ন শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

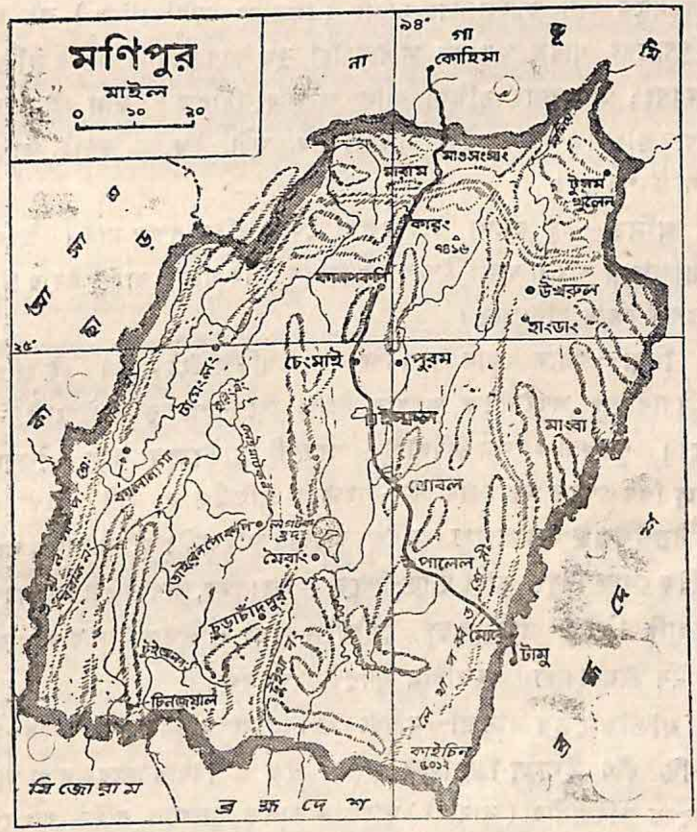
তৃতীয় পাঠ

মণিপুর

পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন—আসামের দক্ষিণ-পূর্বে এবং নাগাভূমির দক্ষিণে অবস্থিত মণিপুর একটি ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য। ইহার পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে আসামের কাছাড় জেলা, উত্তরে নাগাভূমি এবং দক্ষিণে মিজোরাম ও ব্রহ্মদেশ। এই রাজ্যটির আয়তন ২২,৩৫৬ বর্গ কিলোমিটার। ইংরাজ শাসনকালে মণিপুর ছিল একটি দেশীয় রাজ্য বা সামন্ত রাজ্য। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর রাজ্যপাল শাসিত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আসামের রাজ্যপালই বর্তমানে মণিপুরের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মণিপুর রাজ্যকে পাঁচটি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) উত্তর মনিপুর, (২) দক্ষিণ মণিপুর, (৩) পূর্ব মণিপুর, (৪) পশ্চিম মণিপুর ও (৫) মধ্য মণিপুর। মধ্য মণিপুরে অবস্থিত **ইম্ফল** ইহার রাজধানী।

ভু-প্রকৃতি—মণিপুর রাজ্যটি পর্বত ও উপত্যকায় পূর্ণ। নাগাপর্বতশ্রেণীর মধ্যে ইহা একটি মালভূমি। উপত্যকা অঞ্চল চারিদিকে পর্বত বেষ্টিত। মধ্যস্থলের এই উপত্যকা অঞ্চলের নাম **ইম্ফল উপত্যকা**, ইহার উচ্চতা ৭৯২ মি.। অবশিষ্ট অংশ পার্বত অঞ্চল। ইহার উচ্চতা গড়ে ১,৮০০ মি.। পার্বত অঞ্চল ঘন বনে আবৃত। মধ্য উপত্যকায় **লোগতাক হ্রদ (Logtak Lake)** অবস্থিত। ইহা খুব বড় হ্রদ। ইহার দৈর্ঘ ১২ কি-মি. এবং বিস্তার ৮ কি-মি.; ইহার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ ও পাহাড় আছে। মণিপুরের প্রায় ২৪,২৮০ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করিবার উদ্দেশ্যে লোগতাক হ্রদটি

ভারত সরকার ব্যবহার করিবেন। এখানে ১০৫ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। **বরাক** মণিপুরের সর্বাপেক্ষা বড় নদী। ইহা জাপ ভো শৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম সীমান্ত বরাবর উত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া কাছাড় সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। **মণিপুর** নদী



দক্ষিণ বাহিনী হইয়া ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, এই রাজ্যের দক্ষিণে **টুইভাল** ও **টুইথা** এবং **লানিয়ে** নদী প্রবাহিত হইতেছে।

জলবায়ু—এই রাজ্য মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। সুতরাং জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। উপত্যকা অঞ্চল অপেক্ষা পার্বত অঞ্চলে শৈত্য বেশী। এই রাজ্যের গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫—২০০ সে-মি.।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—এই রাজ্যের পার্বত্ত অঞ্চলে **শাল, সেগুন, জারুল, তুণ, ওক, পাইন** প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। **বাঁশ** ও **বেত** প্রচুর উৎপন্ন হয়।

কৃষিজ—মণিপুর উপত্যকার উত্তরাংশের উর্বর ভূমিতে ও পার্বত ভূমিতে পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া চাষ-আবাদ (terrace cultivation) করা হয়। দক্ষিণাংশের পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা ঝুম চাষ করে। পার্বত **মৃত্তিকা** কঙ্করময়; উপত্যকার মৃত্তিকা বালি ও কাদা মিশ্রিত। **ধান** এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ব্যতীত, গম, ভুট্টা, ইক্ষু, চা, কলাই, তামাক, তূলা উৎপন্ন হয়।

খনিজ—এই রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নাই। উখরুলে **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। ইম্ফল উপত্যকায় লৌহ পাওয়া যায়। ইহার নিকট কয়লার সন্ধান চলিতেছে।

শিল্প—এখানে কোন বৃহৎ শিল্প এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এই রাজ্যের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিশেষভাবে কৃষির উপরেই নির্ভর করে। শতকরা ৬৫ জন কৃষিজীবী। কয়েকটি **চাউলের কল** ও **তৈলের কল** ভিন্ন এখানে অন্য কোন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখানকার **কুটীর-শিল্পই** উল্লেখযোগ্য। মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে তিন লক্ষের অধিক লোক নিযুক্ত আছে **তাঁত-শিল্পে**। ইহা ভিন্ন, বাঁশ ও বেতের সাহায্যে তৈয়ারি বিচিত্র বর্ণের মাদুর, **সৌখীন দ্রব্য** ও পিতল কাঁসার নানারকম জিনিস উল্লেখযোগ্য। হস্তশিল্পে মণিপুরীরা খুব দক্ষ।

যাতায়াতের ব্যবস্থা—মণিপুরে কোন রেলপথ নাই। একমাত্র ২৫০ কি-মি. দীর্ঘ **ইম্ফল-ডিমাপুর সড়ক পথ** ও বিমানবন্দরের দ্বারা পার্বত অঞ্চলের অধিবাসীরা (নাগারা) ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। এই পথ দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়াছে।

জীবজন্তু—পার্বত অরণ্যে চিতাবাঘ, হাতী, হরিণ, ভল্লুক, বন্য মহিষ ইত্যাদি বাস করে। গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু।

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—মণিপুরের লোকসংখ্যা ১০,৭২,৭৫৩। মণিপুরীরা ভোট-ব্রহ্ম (Tibeto Burman) শাখার অন্তর্গত মৈতেই সম্প্রদায়ের (Meithei Community) লোক। তাহারা মঙ্গোলীয় কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আর্যজাতির সংমিশ্রণে মিশ্র জাতিতে (hybrid race)

পরিণত হইয়াছে। ইম্ফল উপত্যকায় বসবাসকারী **মণিপুরীরা** শিক্ষিত, সভ্য ও অগ্রসর জাতি। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে তাহারা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, রাধা প্রভৃতি দেবদেবীর উপাসনাও করিত। হিন্দুদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদি প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মণিপুরের মহারাজাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। নৃত্য, নাটক ও সাহিত্যের মধ্যে মণিপুরীদের ধর্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মণিপুরে বহু দেবদেবীর মন্দির আছে।

মণিপুরী **নৃত্য** 'একটি প্রাণবন্ত চারু-শিল্প। এই নৃত্যের মধ্যে সঙ্গীত, সাহিত্য ও নৃত্যকলার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের শিল্প-সুষমায় ও ভাবাভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শান্তিনিকেতনে এই নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মণিপুরীদের প্রধান ভাষা মণিপুরী। ইহা ছাড়া, তাহারা আজকাল স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইংরাজী শিখিয়াছে। হিন্দী ভাষাও এখানে লোকপ্রিয় হইয়াছে।

পার্বত অঞ্চলের অধিবাসী উপজাতিদের মধ্যে **কুকি** ও **নাগা** প্রধান। এই রাজ্যের উত্তরাংশে নাগারা এবং দক্ষিণাংশে কুকিরা বাস করে। তাহারা মঙ্গোলীয় জাতি (Mongoloids) এবং কুকিচীন গোষ্ঠীর মানুষ। তাহারা পীতবর্ণ, খর্বাকৃতি ও চ্যাপ্টা নাক বিশিষ্ট। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত ছিল। ফলে তাহারা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা বর্তমানে **কৃষিকার্য** ও **হস্তশিল্পের** কার্যে জীবিকা নির্বাহ করে। আজকাল মণিপুর রাজ্যে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাগা ও কুকি প্রভৃতি জাতির লোক শিক্ষালাভ করিয়া অনেকটা সভ্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

নগর—মণিপুরের প্রধান শহর ও রাজধানী **ইম্ফল**। অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে ইম্ফল-ডিমাপুর সড়কের উপর ইম্ফলের উত্তরে **চেংমাই**, **মাওসংসাং** এবং দক্ষিণে **থোবল**, **পালেল** ও **মোরে** অবস্থিত। উপত্যকা অঞ্চলে বণিজ্যকেন্দ্র **চুড়াচাঁদপুর** এবং লোগতাক হ্রদের নিকটে **মৈরাং**।

চতুর্থ পাঠ

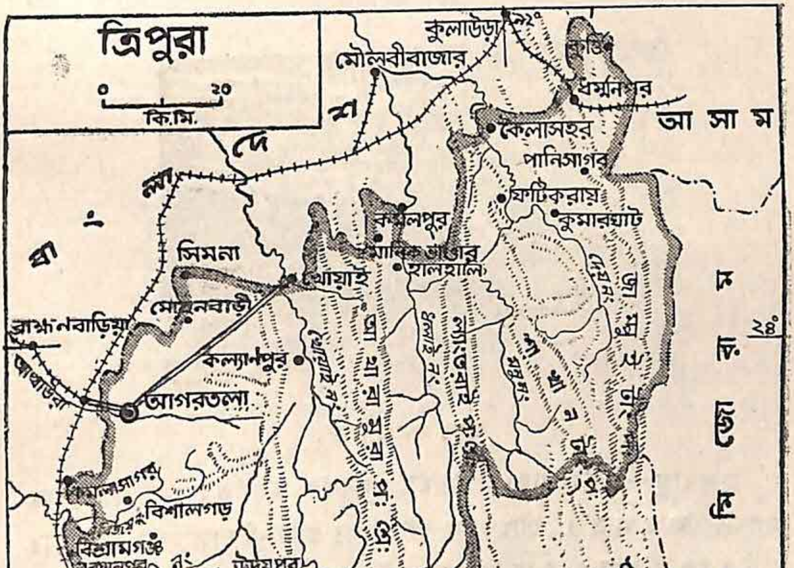
ত্রিপুরা

পরিচয়, অবস্থান, সীমা ও আয়তন—আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি প্রাচীন ও ক্ষুদ্র পার্বত রাজ্য। ইংরাজ শাসনাধীনে উহা একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। ত্রিপুরা বর্তমানে ভারতের একটি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। তিনটি জেলা লইয়া ত্রিপুরা রাজ্য গঠিত। তিনটি জেলাকে মোট দশটি মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগর, কৈলাশহর ও কমলপুর মহকুমা; পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আগরতলা, খোয়াই ও সোনামুড়া মহকুমা; দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় উদয়পুর, অমর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম মহকুমা।

এই রাজ্যের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বাংলাদেশ, পূর্বে মিজোরাম ও বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্বে আসামের কাছাড় জেলা। ইহার আয়তন ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার।

ভূ-প্রকৃতি—ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট বড় অনেক পাহাড় ও টিলা আছে। ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে **টিলা** বলা হয়। **বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, জাম্পুইটাং, সাখানটাং** প্রভৃতি বড় বড় পাহাড় উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত আছে। এই পাহাড়গুলির গড় উচ্চতা ৩০০ মিটার। পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমিকে **উপত্যকা** বলা হয়। দুইটি টিলার মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে **লুঙ্গা** বলা হয়। নদীগুলি পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া ঢাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। **গোমতী** ত্রিপুরার প্রধান নদী। ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী; লংতরাই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া তীর্থমুখ, অমরপুর, উদয়পুর ও সোনামুড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তীর্থমুখের নিকট এই নদী **ডম্বুর** নামে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। 'ডম্বুর পরিকল্পনা' অনুসারে এখানে অদূর ভবিষ্যতে **জল-বিদ্যুৎ** কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। **লংগাই, জুরী, মনু, ধলাই ও খোয়াই** উত্তরবাহিনী হইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। **মুহুরী ও ফেণী** দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী। **হাওড়া** ও



ত্রিপুরা
০
২০
কি.মি.
কুলাউড়া
৯২°
মৌলবীবাজার
ধর্মনগর
আসাম
কৈলাসহর
পানিসাগর
ফটিকরায়
কুমারঘাট
কমলপুর
সিমনা
খোয়াই
মোহনবাড়ী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কল্যাণপুর
আগরতলা
কমলাসাগর
বিশালগড়
বিশ্রামগঞ্জ
গোমতী নং
উদয়পুর
অমরপুর
কলমচৌড়া
মেলাঘর
কাঁকড়াবন
সোনামুড়া
কুমিল্লা
নূতনবাজার
সামুকছড়া
যাত্রাপুর
লাকসাম
বিলোনিয়া
ঘোড়াকোপা
সাবরুম
মনু
ফেনী
নোয়াখালী
মেঘনা নং
২৪°
কর্কট ক্রান্তি
বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম জেলা

বিজয় নদী পশ্চিমবাহিনী। এই নদীগুলি পার্বত নদী। ইহারা বর্ষাকালেই জলপূর্ণ থাকে ও খরস্রোতা হয়। ইহাদের সামান্য অংশই নৌ-চলাচলের উপযোগী।



ডম্বুর জলপ্রপাত

জলবায়ু—ত্রিপুরা রাজ্য মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। সুতরাং ইহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে-মি. কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। রাজ্যের উত্তর-পূর্বে কৈলাশহর ও ধর্মনগরে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী। শীতকাল প্রায় শুষ্ক। মোটামুটি জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর।

উৎপন্ন দ্রব্য

বনজ—মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, এই কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পাহাড়ের বনভূমিতে **শাল, সেগুন, ছাতিম, গোমা** (ভারতীয় মেহগনি), **গামাইর, গর্জন, নাগেশ্বর, চাম্বল, শিমুল, বাঁশ, বেত, তুণ** প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। আজকাল বনভূমিতে রবার, চন্দন ও সর্পগন্ধার চাষ হইতেছে।

কৃষিজ—ত্রিপুরা কৃষিপ্রধান রাজ্য। উপত্যকা ও লুঙ্গার উর্বর বনভূমিতে **ধান, পাট, তূলা, আখ, তিল** ও **সরিষা** উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, **আলু, কপি, শিম** প্রভৃতি জন্মে। এখানে **কমলালেবু, লিচু, আনারস** প্রভৃতি মিষ্ট ফলও উৎপন্ন হয়। জাম্পুইটাংয়ের কমলালেবু বিখ্যাত। আজকাল এই রাজ্যে **গমের** চাষ হইতেছে। পাহাড়ের ও টিলার উপরে আদিবাসীদের মধ্যে

কেহ কেহ **ঝুম চাষ** করে, আবার কেহ কেহ পাহাড়ের ও টিলার গায়ে ধাপ কাটিয়া চাষ-আবাদ করে। পাহাড়ের ঢালে **চা ও কফির** চাষ হয়। টিলার উপরে কিছু পাট ও মেস্তার চাষ হয়। এই রাজ্যে ৫৫টি চা-বাগান আছে। আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা এইসব চা-বাগানে কাজ করে। এই রাজ্যে **তুঁত** গাছের ও **রবারের** চাষ হইতেছে।

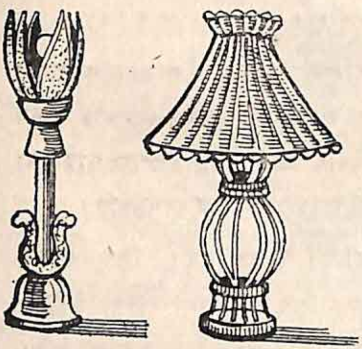
খনিজ—ত্রিপুরার বড়মুড়া পাহাড়ে খনিজ তৈলের সন্ধান চলিতেছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে ৪০ কি-মি. দীর্ঘ এবং ৩ কি মি. প্রস্থ এলাকায় প্রচুর জ্বালানি গ্যাস পাওয়া গিয়াছে। ইহা বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইস্পাত-কারখানা প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহার করা হইবে। বিলোনিয়ায় চুনাপাথর দেখা যায়।

শিল্প—শিল্পের জন্য কাঁচামাল ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদির অভাবে এই রাজ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় রেলপথে অন্যান্য রাজ্য হইতে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি আমদানি করিয়া শিল্প কার্য চালান ব্যয়সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক। আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর ও বোগাফাতে ডিজেল তৈলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। আসাম সরকার হইতে তৈল ক্রয় করিয়া এবং নিজ নিজ রাজ্যে জল-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে চিনি, কাগজ, বস্ত্র, পাট, রবার প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সম্ভাবনা আছে।

চা-শিল্পই এখানকার প্রধান শিল্প। এখানে চা-বাগানের নিকটে শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। অধিবাসীদের মধ্যে ত্রিপুরা ও মণিপুরীরা তাঁতের কাপড় বুনিয়া থাকে। মণিপুরীরা দক্ষ শিল্পী। তাহাদের বিচিত্রবর্ণের নক্সা করা গায়ের চাদর ও বিছানার চাদর, পর্দা, আসন ইত্যাদি খুবই চমৎকার। ইহা ব্যতীত, আদিবাসীদের তৈয়ারি **রিস্না, পাছড়া, মুবড়া** ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র বিখ্যাত। ত্রিপুরায় আজকাল রেশমের কাপড়ও তৈয়ারি হইতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের **কুটীর-শিল্প** বিখ্যাত। অরণ্যজাত বাঁশ ও বেতের সাহায্যে এখানকার শিল্পীরা ছাতার বাঁট, মোড়া, আর্ম-চেয়ার, ঝুড়ি, বাতিদান ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় ও সৌখীন দ্রব্য তৈয়ারি করে। ইহা ভিন্ন,

কাঠের নানারকম জিনিস, চামড়ার জিনিস, মাটির জিনিস ইত্যাদি এখানে প্রস্তুত হয়। রাজ্যসরকার কুটীর-শিল্প কার্যে উৎসাহ দান করেন।



হস্তশিল্প

যাতায়াতের ব্যবস্থা—যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত না থাকায় ত্রিপুরার সহিত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। কেবল উত্তর-পূর্বদিকে ধর্মনগর হইতে সড়ক ও রেলপথে আসামের কাছাড় জেলা দিয়াই আসাম রাজ্যের সহিত ও আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়া রেলপথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত ইহাকে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। আসাম-আগরতলা রোড একটি উল্লেখযোগ্য সড়কপথ। ধর্মনগর আসামের কলকলিঘাট পর্যন্ত রেলপথ দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। রাজধানী **আগরতলা** হইতে বিমানপথে কলিকাতা, গৌহাটি, ইম্ফল প্রভৃতি স্থানের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

জীবজন্তু—এই রাজ্যের পাহাড় অঞ্চলের বনে **হাতী,** চিতাবাঘ, হরিণ, ভল্লুক, বন্য মহিষ, বিষধর সর্প এবং **ধনেশ,** টিয়া, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি নানারকম পক্ষী দেখা যায়। হরিণের চামড়া ও শিং, হাতীর দাঁত এবং ধনেশ পাখীর ঠোঁট, চর্বি ও হাড় মূল্যবান।



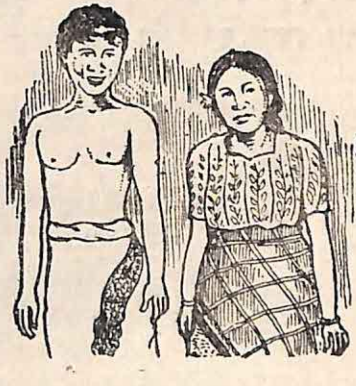
ধনেশ পাখী

অধিবাসীদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা—১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ১৫,৫৬,৩৪২। **কৃষি-কার্যই** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ইহা ব্যতীত, অনেকে **কুটীর-শিল্পের** কাজে নিযুক্ত আছে, কেহ কেহ চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এই রাজ্যের সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে হিন্দু ও

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরই মাতৃভাষা **বাংলা** এবং আদিবাসীরা নিজ নিজ ভাষা ব্যতীত বাংলাও শিখিয়া থাকে। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা এখানে জনপ্রিয়।

আদিবাসীদের মধ্যে **ত্রিপুরী, রিয়াং, লুসাই, গারো, চাক্‌মা, কুকি,** হালাম, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া প্রভৃতি প্রধান। তাহাদের দেব-মন্দির ও কয়েকটি পূজার উৎসব, যেমন—**কেরপূজা, খারচীপূজা, গড়িয়াপূজা, গঙ্গাপূজা** ইত্যাদি প্রধান। বাঁশের খুঁটির উপরে বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাউনি দিয়া অধিবাসীরা **টঙ** ঘর তৈয়ারি করে। অন্যান্য অধিবাসীদের বাড়িঘর বাঁশ, বেত ও ছনের দ্বারা তৈয়ারি দো-চালা, চার-চালা এমন কি আট-চালা পর্যন্ত নানা ধরনের দেখা যায়। **ত্রিপুরীরা** অধিকাংশই কৃষিজীবী, কেহ কেহ হস্তশিল্পী, কেহ কেহ চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। আদিবাসীদের মধ্যে তাহারাই উন্নত।

ত্রিপুরী ব্যতীত, অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে **রিয়াং, লুসাই, চাক্‌মা** ইত্যাদির বিষয় উল্লেখযোগ্য। আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রিয়াংদের **মতাই-কতর** (শিবদুর্গা), **তুইমা** (জলদেবী) প্রভৃতি নিজস্ব দেব-দেবীর পার্বণ উৎসব আছে। তাহাদের **নবান্ন** উৎসব উল্লেখযোগ্য। রিয়াং মেয়েরা 'রিয়া', 'পাছড়া' ব্যতীত **রূপার অলঙ্কার** ব্যবহার করিতে ভালবাসে। তাহারা কানে **তুইয়া** (করবী পুষ্পের বর্ণ), **ধেরি** (ঝুমকা ফুলের ন্যায়) ও **বাখুম** (বাঁশের ফুলের ন্যায়) ইত্যাদি দুল ব্যবহার করে। হাতে **কেশর** (বালা) এবং পায়ে **খাড়** (মল) ব্যবহার করে।

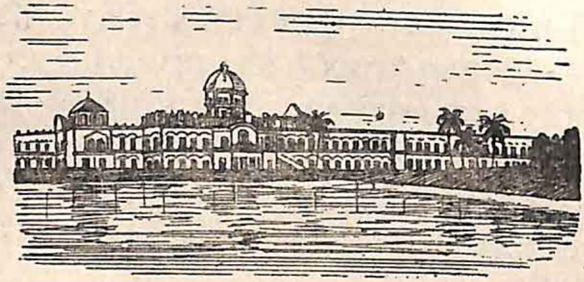


রিয়াং দম্পতি

ধর্মনগরে ও জাম্পুইটাং পাহাড়ে লুসাই উপজাতির লোক দেখা যায়। তাহারা অধিকাংশই খ্রীস্টান। চাক্‌মারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বুদ্ধ-পূর্ণিমাতে

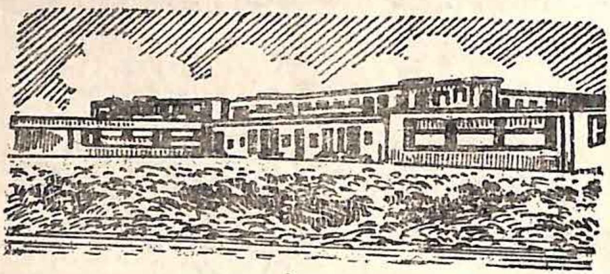
তাহারা মাঠে ভগবান বুদ্ধের পূজা করে। ত্রিপুরায় অনেক বৌদ্ধ মঠ আছে।

নগর—ত্রিপুরার রাজধানী **আগরতলা**। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিমানবন্দর আছে। ত্রিপুরার পূর্বেকার মহারাজাদের প্রাসাদ ও



উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখানে বিদ্যমান। এখানকার বীরবিক্রম কলেজ, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, কুঞ্জবন, বুদ্ধ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল,



গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল

যাদুঘর প্রভৃতি দেখবার মত। **অরুন্ধতী** নগরে হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্র ও কৃষিগবেষণা কেন্দ্র আছে। **উদয়পুরে** ত্রিপুরেশ্বরী মাতার মন্দির হিন্দুদের পীঠস্থান। **সোনামুড়া** ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার নীরমহল খুব সুন্দর। **ধর্মনগর** একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্র। অমরপুরে অবস্থিত **তীর্থমুখ** হিন্দুদের তীর্থস্থান।

পরিশিষ্ট (১)

ভারতের আরও কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) সমভূমি অঞ্চল

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা

গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমে এবং রাজস্থানের উত্তরে পাঞ্জাবের সমভূমি। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পাঞ্জাব রাজ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইয়াছে।



একটির নাম পাঞ্জাব, অপরটির নাম **হরিয়ানা**। পাঞ্জাব রাজ্যের আয়তন ৫০,৩৬২ বর্গ কি-মি. ; ইহার দক্ষিণে হরিয়ানা রাজ্য, আয়তন ৪৪,২২২ বর্গ কি-মি.। পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা ১,৩৫,৫১,০৬০ ; হরিয়ানার লোকসংখ্যা

১,০০,৩৬,৮৮। আরাবল্লী পর্বত সংলগ্ন দিল্লী **শৈলশিরা** হরিয়ানা সমভূমিকে গাঙ্গেয় সমভূমি হইতে পৃথক করিয়াছে। পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে শিবালিকের **পার্বত অঞ্চল** এবং দক্ষিণে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত **সমভূমি**। হরিয়ানার অধিকাংশ স্থান সমভূমি। **শতদ্রু** (Sutlej) ও **ইরাবতী** (Ravi) নদী পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। শতদ্রুর উপনদী **বিপাশা** (Beas) পাঞ্জাবে প্রবাহিত হইয়াছে। **ঘাগ্‌গার** (Ghaggar) নদী পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সীমারেখা ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া মজিয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবে দুই নদীর মধ্যবর্তী উচ্চ অংশকে **দোয়াব** (Doab) বলে। ইরাবতী ও বিপাশার মধ্যে **বারি দোয়াব** (Bari Doab), বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যে **বিস্ট্ দোয়াব** (Bist Doab) এবং শতদ্রু ও ঘাগ্‌গারের মধ্যে **ঘাগ্‌গার দোয়াব** (Ghaggar Doab) অবস্থিত। বিস্ট্ দোয়াবের দক্ষিণে মালব সমভূমি। ইহার দক্ষিণে বালুকাময় সমভূমিতে রাজস্থানের মরুসংলগ্ন বালিয়াড়ি দেখা যায়। হরিয়ানার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সমভূমি শুষ্ক ও বালুকাময় অঞ্চল। **ভিওয়ানি** বাগার মরুপ্রায় স্তেপ-ভূমি। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীতকালে শীত প্রবল এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাঞ্জাবে বৃষ্টিপাত হয়, শীতকালে পশ্চিমা বায়ু-প্রভাবে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পর্বতের পাদদেশে ৭৫ সে-মি., দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ৩০ সে-মি.।

পাঞ্জাবের **জলসেচ** ব্যবস্থা উন্নত ধরনের। স্থায়ী খাল ও নলকূপের সাহায্যে জলসেচ হয়। পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমায় **ভাক্‌রা-নাঙ্গাল** বাঁধ একটি বিরাট পরিকল্পনা। শতদ্রু নদীর উপর ভাক্‌রা নামক স্থানে **ভাক্‌রা** বাঁধ এবং ১৩ কি-মি. দক্ষিণে শতদ্রুর উপর নাঙ্গাল নামক স্থানে দ্বিতীয় বাঁধ **নাঙ্গাল**। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মোট ১৪·৬০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হইয়াছে। ভাক্‌রা বাঁধের নিকটেই **গোবিন্দসাগর** নামে একটি বিরাট জলাশয় তৈয়ারি হইয়াছে। ভাক্‌রা বাঁধ বর্তমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। ইহার উচ্চতা ২২৬ মি.। ভাক্‌রা ও নাঙ্গালের গাঙ্গুয়াল ও কোট্‌লা কেন্দ্রে ১,২০৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ শক্তি

উৎপন্ন হইতেছে। শিল্পকেন্দ্রে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। **পশ্চিম যমুনা** খালের সাহায্যে হরিয়ানায় জলসেচ করা হয়।

পাঞ্জাবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের বনভূমিতে দেবদারু বৃক্ষ আছে। ইহা ছাড়া এই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প হওয়ায় কাঁটা গুল্ম, বাবলা ইত্যাদি দেখা যায়। পাঞ্জাবের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে **গম, ধান, ভুট্টা, যব, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ** প্রভৃতি প্রধান। হরিয়ানায় **গম, ধান, বাজরা, ইক্ষু, ভুট্টা** ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য। হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালায় **চুনাপাথর** ও গুরগাঁও জেলায় **শ্লেটপাথর** পাওয়া যায়।

অমৃতসর শিখদের প্রধান তীর্থস্থান ও বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনীয় বস্তু। কার্পাস ও পশম বয়ন শিল্প ও হাতীর দাঁতের কাজের জন্য ইহা বিখ্যাত। **লুধিয়ানা** পশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **জলন্ধরের** লৌহ-দ্রব্য, চর্ম-দ্রব্য ও খেলাধূলার সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য। **নাঙ্গালে** সার উৎপাদন কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **আম্বালায়** কাঁচ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং সেনানিবাস আছে। **রোটকে** চিনির কল, কাপড়ের কল, ট্রাকটার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা আছে। **গুরগাঁও**-এর মোটর গাড়ী, চীনামাটির বাসন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প বিখ্যাত। **ফরিদাবাদ** কাগজ, বস্ত্র, শর্করা, রাসায়নিক কাঁচ, চর্ম ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কেন্দ্র। দাদ্রী ও সুরযপুরে সিমেণ্টের কারখানা আছে। **চণ্ডীগড়** বর্তমানে দুই রাজ্যের সাধারণ রাজধানী এবং শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। হরিয়ানার দক্ষিণ-পূর্বে যমুনা নদী তীরে অবস্থিত **দিল্লী** ঐতিহাসিক শহর। **নয়াদিল্লী** সমগ্র ভারতের রাজধানী। ইহা ভারতের অন্যান্য



সূচি-শিল্পে হরিয়ানা স্ত্রীলোক

রাজ্যের সঙ্গে রেলপথ, বিমানপথ ও সড়কপথে সংযুক্ত। **কুরুক্ষেত্র** ও **পানিপথ** ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। **সোনেপাতে** সাইকেল নির্মাণের বৃহৎ কারখানা আছে। **হিসারে** কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা একটি পশুপালন কেন্দ্র।

যাতায়াতের সুবিধার জন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যদ্বয়ে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার স্ত্রীলোকেরা চারুশিল্প ও সূচিশিল্পে নিপুণ। এই দুই রাজ্যের গ্রামবাসীরা **কৃষিকার্য** ও **পশুপালন** করে। এতদ্ব্যতীত, অনেকে নানাবিধ কুটীর-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের কাজে নিযুক্ত।

গুজরাটের সমভূমি

কাঠিয়াবার উপদ্বীপের পূর্বে গুজরাটের সমভূমি অবস্থিত। ইহার পূর্বে বিন্ধ্য, সাতপুরা ও সহ্যাদ্রির পশ্চিম পাদদেশের এবং উত্তরে আরাবল্লীর পূর্ব পাদ-দেশের সংলগ্ন ভূমি ঈষৎ উচ্চ। ইহা ভিন্ন, গুজরাটের অধিকাংশই সমভূমি। এই সমভূমি পশ্চিমদিকে ক্রমশ ঢালু। **মাহী, সবরমতী, নর্মদা** ও **তাপ্তী** নদী এই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। এই সমভূমির উত্তরাংশের উপর দিয়া **বানস** ও **সরস্বতী** নদী প্রবাহিত হইয়া কচ্ছের ছোট রানে পড়িয়াছে। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু গুজরাটের উপকূলের **জলবায়ু** সমভাবাপন্ন, মধ্য ও উত্তর গুজরাটের জলবায়ু কিঞ্চিৎ চরমভাবাপন্ন। দক্ষিণ গুজরাটে ১৫০ সে-মি., উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ৫০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। গুজরাটে বাবলা, নিম, মহুয়া, সেগুন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, এখানে সাভানা জাতীয় তৃণভূমি আছে। এখানে অশ্বগন্ধা নামক ওষধি দেখা যায়। উত্তর গুজরাটের ভূমি বালুকাময় ও অনুর্বর। উপকূল সংলগ্ন ভূমি উর্বর, উপকূল হইতে অনতিদূরে অভ্যন্তর ভাগের উর্বর কৃষি-মৃত্তিকায় প্রচুর **তুলা** উৎপন্ন হয়। **ধান, গম, জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, তামাক** প্রভৃতি অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য। বর্তমানে কাম্বে, অঙ্কলেশ্বর ও কালোলে **খনিজ তৈল** উত্তোলিত হইতেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিলিত প্রচেষ্টায় তারাপুরে **আনবিক বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাম্বে উপসাগরের নিকটে অবস্থিত ধুভরণে **তাপ-বিদ্যুৎ** কেন্দ্র

এবং তাপ্তী নদীর উপর উকাই বাঁধের সাহায্যে **জল-বিদ্যুৎ** উৎপন্ন হইতেছে। উকাইতে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রও আছে। **কার্পাস-শিল্পে** গুজরাটের স্থান মহারাষ্ট্রের পরে। গুজরাটের কয়ালীতে ভারতের সর্ববৃহৎ **তৈলশোধনাগার** স্থাপিত হইয়াছে। **বরোদা** প্রাসাদবহুল শিল্পোন্নত শহর। এখানে সার ও পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধপত্র তৈয়ারির কারখানা আছে। গুজরাটের দুগ্ধজাত উৎপাদন-শিল্প বিখ্যাত। কয়রা জেলার **আনন্দে** 'আমূল ডেয়ারী' নামে একটি দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন-কেন্দ্র আছে।

আমেদাবাদ বস্ত্র-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। **গান্ধীনগর** গুজরাটের বর্তমান রাজধানী। আমেদাবাদ হইতে প্রায় ৬৫ কি-মি. দূরে **নলসরোবরে** পক্ষীদের জন্য একটি সুন্দর আশ্রয়স্থান আছে। তাপ্তী নদীর মোহানায় অবস্থিত **সুরাট** একটি বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। গুজরাটে স্থলপথ, রেলপথ ও বিমান পথে **যাতায়াতের** বিশেষ সুবিধা আছে। **কৃষি** ও **শিল্প** কার্য অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা।

(খ) মধ্যভারতের উচ্চভূমি

উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি এবং দক্ষিণ ভারতের মালভূমির মধ্যে মধ্য ভারতের উচ্চভূমি। ইহার পশ্চিমে আরাবল্লীর পূর্ব পাদভূমি। রাজস্থানের এক তৃতীয়াংশ, উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ এবং মধ্যপ্রদেশের প্রায় অর্ধাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকাপূর্ণ এবং অরণ্যাবৃত এই উচ্চ-ভূমি সমগ্র ভারতের আয়তনের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত। গোণ্ড, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী এই অরণ্যময় পার্বত অঞ্চলে বাস করে। সমগ্র অঞ্চলকে এখানে কয়েকটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হইল।

(১) পূর্ব রাজস্থানের উচ্চভূমি

আরাবল্লীর পূর্বদিকে রাজস্থানের উচ্চভূমি (২৫০—৫০০ মি.)। এই অঞ্চলের প্রধান নদী **চম্বল** ও উহার উপনদী **বানস, কালীসিন্ধ** ও **পার্বতী**। এখানকার **জলবায়ু** পশ্চিম রাজস্থানের জলবায়ুর তুলনায় মৃদু-ভাবাপন্ন অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্ম খুব তীব্র নহে। পূর্ব রাজস্থানে আরাবল্লীর পূর্বাংশে ৭৬ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। এখানে স্বল্প বৃক্ষযুক্ত সাভানা জাতীয় তৃণভূমি আছে। আরাবল্লীর পার্বত অরণ্যে বাঘ, হরিণ, নীলগাই, শূকর প্রভৃতি বন্যজন্তু দেখা যায়। গরু, মহিষ, উট, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু। চম্বল

পরিকল্পনায় চম্বল নদীর উপর **গান্ধীসাগর** বাঁধ ও **রাণা প্রতাপসাগর** বাঁধ নামে দুইটি বাঁধ তৈয়ারি করিয়া এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রাজস্থানে জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, **কোটা ব্যারেজ** হইতে জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এই অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ হইতেছে। **বাজরা, গম, ভুট্টা, ধান, যব, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ, ছোলা** ইত্যাদি এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য। জয়পুরের **লাল বেলেপাথর**, উদয়পুরের **দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, সীসা** ও সোপস্টোন, খেতরীর **তাম্র** প্রভৃতি এখানকার খনিজ সম্পদ। **সম্বর হ্রদের** জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। **জয়পুর** রাজস্থানের বৃহত্তম নগর, রাজধানী, শিল্প, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার নানাজাতীয় পাথরের কাজ ও পশম-শিল্প বিখ্যাত। আরাবল্লীতে অবস্থিত **আজমীঢ়** ঐতিহাসিক শহর। এখানকার কার্পেট ও হোসিয়ারি শিল্প বিখ্যাত। **উদয়পুর** ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, ইহার প্রাকৃতিক



জয়পুর রাজপ্রাসাদ

দৃশ্য অতি মনোরম। ইহার নিকটে **চিতোরগড়** রাণাপ্রতাপের স্মৃতিপূত শহর। এখানে সিমেণ্টের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **আলোয়ারে** মোটর-সাইকেল তৈয়ারির কারখানা আছে। **পুষ্কর** হিন্দুদের তীর্থস্থান। ঐতিহাসিক রাজস্থানের অধিবাসীরা পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান ও কষ্টসহিষ্ণু। **কৃষিকার্য ও কুটীর-শিল্প ব্যতীত যন্ত্র-শিল্প** তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা।

(২) মধ্যভারত পাথর

চম্বল নদীর পূর্বে মধ্যভারত পাথর। এই অঞ্চলের ভূমি প্রস্তরময় ও বন্ধুর, স্থানে স্থানে অরণ্যময়। গোয়ালিয়রের বেলেপাথর খুব সুন্দর। আরও উত্তরে অস্কর অঞ্চলে সমভূমি আছে। এই অঞ্চলের প্রধান নদী **চম্বল**। শিবপুরীর পশ্চিমে চম্বলের দক্ষিণদিকের ভূমি সমতল। সমভূমিতেই লোকবসতি ঘন। **জলবায়ু** চরমভাবাপন্ন, বৃষ্টিপাত অল্প। **গোয়ালিয়র** শিল্পকেন্দ্র। এখানে সিমেন্টের কারখানা আছে। ইহা চীনামাটি, রাসায়নিক, কৃত্রিম রেশম ও হোসিয়ারি শিল্পে সমৃদ্ধ।

(৩) বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি

যমুনা ও বিন্ধ্য মালভূমির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি। ইহা গ্রানাইট ও নীস শিলার দ্বারা গঠিত। ইহার বহুলাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার এক বিস্তৃত অংশ উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। জমি উত্তর-পূর্ব দিকে ঢালু। এখানকার ভূমি পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত। গম, জওয়ার, বাজরা ও ছোলা এখানকার **কৃষিজাত দ্রব্য**। এই অঞ্চলে **কুটীর-শিল্পের** প্রসার বেশী। **ঝাঁসি** ঐতিহাসিক শহর।

(৪) মালব মালভূমি

বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে মালব মালভূমি। এই মালভূমির ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর। ইহা উত্তরদিকে ঢালু। এই মালভূমির উত্তরদিকের তরঙ্গায়িত সমভূমি বেলেপাথর দ্বারা গঠিত, দক্ষিণভাগের ভূমি **লাভা** দ্বারা আবৃত। ইহা মধ্যপ্রদেশের লাভা মালভূমি। **চম্বল, বেতোয়া, পার্বতী, কালীসিন্ধ, মাহী** প্রভৃতি নদী এই মালভূমির উপর দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন; বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের। **গম, ভুট্টা, জওয়ার, ছোলা, তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে **তুলার** চাষ হয়। এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। বস্ত্র, শর্করা, কাগজ প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প। **ইন্দোর** প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাপড়ের কল, চিনির কল ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কারখানা আছে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী **ভুপাল** এই মালভূমির বেতোয়া ও পার্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানকার কার্পাস শিল্প, রাসায়নিক, শর্করা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প বিখ্যাত। ভুপালের নিকটে বিখ্যাত **সাঁচী স্তূপ** অবস্থিত। ঐতিহাসিক শহর **উজ্জয়িনী**

শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ও মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি বিমণ্ডিত উজ্জয়িনী বর্তমানে শিল্প নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এখানকার কার্পাস বয়ন শিল্প বিখ্যাত। এখানে হিন্দুযুগের মানমন্দির আছে। **রাতলামে** চিনি ও কাগজের মণ্ড শিল্প আছে।

(৫) বিন্ধ্যপর্বত ও বিন্ধ্য মালভূমি

ভারতের মধ্যাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে **বিন্ধ্যপর্বত**শ্রেণী। এই পর্বতশ্রেণী উত্তর-পূর্বদিকে আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহার উত্তর-পূর্বাংশে **ভানরার** ও **কাইমুর** পাহাড় আছে। কাইমুর পাহাড় বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণীর পূর্বাংশ। এখানে বিন্ধ্য ধাপে ধাপে নীচে নামিয়াছে। কাইমুরের কিছু অংশ বেলেপাথর ও চুনাপাথর দ্বারা গঠিত। বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিমাংশ লাভা দ্বারা গঠিত। বিন্ধ্যপর্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ৩০০ মি.। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে নর্মদা ও শোণ উপত্যকা, উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা; পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০৫০ কি-মি.। পশ্চিম প্রান্তে মধ্য প্রদেশের ধার জেলায় **গোমনপুর শৃঙ্গ** (৫৫৪ মি.) হইতে পূর্বদিকে ১০০ কি-মি. বিন্ধ্যপর্বত বক্রভাবে প্রসারিত হইয়াছে। হোসেঙ্গাবাদের নিকটে বিন্ধ্য যেন নর্মদার তীরে নামিয়া আসিয়াছে। বিন্ধ্যমালভূমির উত্তর-পশ্চিমে বুন্দেলখণ্ডের উচ্চভূমি। বিন্ধ্যমালভূমির অন্তর্গত পাহাড়গুলি অরণ্যসঙ্কুল। এখানে বহু আদিবাসী বাস করে। বুন্দেলখণ্ড ও শোণ নদীর মধ্যবর্তী অংশকে **রেওয়ার** মালভূমি বলা হয়। কাইমুরের পশ্চিমে **রেওয়া** একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। রেওয়ার নিকটে বনভূমিতে সাদা বাঘ দেখা যায়। **সাত্‌নার** চুনের খনি ও **পান্নার** হীরক খনি উল্লেখযোগ্য। সাত্‌নায় সিমেন্টের কারখানাও আছে। সাত্‌নার পশ্চিমে **খাজুরাহ** একটি পর্যটন কেন্দ্র। খাজুরাহের মন্দিরগুলি প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন। **বিন্ধ্যাচল** একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

(৬) নর্মদা উপত্যকা

উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতের মধ্যে **গ্রস্ত উপত্যকা** (Rift valley)। ইহার মধ্যদিয়া **নর্মদা** নদী পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ আলোড়ন বা কম্পনের ফলে পার্শ্বচাপ বা নিম্নচাপের দ্বারা কঠিন ভূ-ত্বক কখনো খাড়াভাবে ও গভীরভাবে ফাটিয়া যায়।

ফাটলের একদিকের অংশ অপর অংশ হইতে নিম্নে বসিয়া যায় কিংবা উপরে উঠিয়া আসে, তখন চ্যুতি (Fault) ঘটে। দুইটি চ্যুতির মধ্যবর্তী ভূভাগ বসিয়া গিয়া গ্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি করে। গ্রস্ত উপত্যকার দুই পার্শ্বের অংশ স্তূপাকারে পর্বতে পরিণত হয়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা **স্তূপ পর্বত** এবং নর্মদা নদীর উপত্যকা একটি গ্রস্ত উপত্যকা। মহাকাল পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ অমরকণ্টক (১,০৫৭ মি.) হইতে উৎপন্ন হইয়া নর্মদা মাণ্ডলা পর্যন্ত আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মাণ্ডলা হইতে নদীটি উত্তরে জব্বলপুরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। এখানে নদীটি খরস্রোতা হইয়া **ভেরাঘাট** নামক স্থানে মার্বেল পাহাড় ভেদ করিয়া ১৫ মি. উচ্চ হইতে নামিবার সময় একটি সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে **মার্বেল জলপ্রপাত** বা **ধুয়ানধারা প্রপাত** (Fall of Mist) বলা হয়। তারপর নদীটি পশ্চিমবাহিনী হইয়া রাজপিপ্‌লা পাহাড়ের পর হইতে গুজরাটের সমভূমির মধ্য দিয়া ৮০ কি-মি. আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। নর্মদা উপত্যকা ৩০—৫০ কি-মি. প্রশস্ত। এই উপত্যকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭৫ সে-মি.। এখানে গম, জওয়ার ও তুলা উৎপন্ন হয়। নর্মদার তীরে অবস্থিত **জব্বলপুর** একটি বিখ্যাত শহর। সুন্দর জলপ্রপাতের জন্য ইহা পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে কাপড়ের কল, তৈলের কল ও মার্বেল প্রস্তর দ্বারা নানাদ্রব্য নির্মাণের কারখানা আছে। **নেপালগরে** সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ তৈয়ারি হয়। **হোসেঙ্গাবাদে** কাগজের মণ্ড তৈয়ারি হয়।

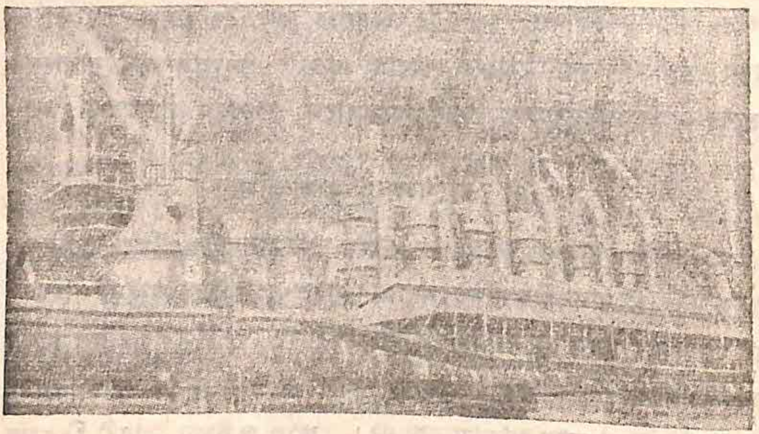
(৭) বাঘেলখণ্ড মালভূমি

মহানদী অববাহিকার উত্তরে এবং ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমে বাঘেলখণ্ড মালভূমি। এই মালভূমির দক্ষিণে মহাকাল পর্বত এবং উত্তরে কাইমুর পাহাড়। এই মালভূমির স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পাহাড় দেখা যায়। শোণ নদীর দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়গুলিকে **শোনপার পাহাড়** এবং এই মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়গুলিকে **রামগড় পাহাড়** বলা হয়। **শোণ** ও উহার উপনদী **রিহান্দ** এই মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রিহান্দ নদীর উপর পিপরী নামক স্থানে বাঁধ দিয়া একটি জলাধারের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঁধের পাশে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই মালভূমির জলবায়ু কিছুটা চরমভাবাপন্ন। এখানে বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের। এই মালভূমির বেশীর

ভাগই অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যে **শাল** গাছ আছে। রিহান্দ পরিকল্পনার ফলে এই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এখানে **ধান, গম, ছোলা, তৈলবীজ** উৎপন্ন হয়। বাঘেলখণ্ড মালভূমির খনিজ সম্পদ উল্লেখযোগ্য। শাদোল, সিধি, ছিন্দোয়ারা প্রভৃতি স্থানে **কয়লার** খনি আছে। বালাঘাট ও ছিন্দোয়ারায় **ম্যাঙ্গানিজ,** উমারিয়া ও কাট্‌নীতে **চুনাপাথর** পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, লালপাথর, বেলেপাথর, মার্বেলপাথর, কাদাপাথর, কায়ার-ক্লে, ফুলার্স আর্থ প্রভৃতি বাঘেলখণ্ড মালভূমি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়। রিহান্দ জল-বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে **পিপরীতে** ভারতের বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়ম কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। **কাটনীতে** ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত।

(৮) উড়িষ্যার পার্বত অঞ্চল

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি মালভূমির দক্ষিণ সীমা হইতে দক্ষিণে প্রায় মহানদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত উড়িষ্যার **গড়জাট পাহাড় (The Garhjat Hills)।** এই পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিকাংশ রাঁচি মালভূমি অপেক্ষা নিম্ন।



রৌরকেলা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা

ইহা একটি নিবিড় অরণ্যাবৃত অঞ্চল। এখানে লোকবসতি অতি অল্প। **মুণ্ডা, ওরাওঁ, জুয়াং** প্রভৃতি আদিবাসী এখানে বাস করে। পশু শিকার ইহাদের উপজীবিকা। আজকাল ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক

খনি ও শিল্পে শ্রমিকের কাজ করে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪০০—১,০০০ মি.। উড়িষ্যার **বোনাই** পাহাড়, **কেওঞ্ঝর** মালভূমি, **শিমলিপাল** উচ্চভূমি প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত। বৈতরণী নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত। ব্রাহ্মণী নদী বোনাই পাহাড় অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। শঙ্খ ও কোয়েল নদী শাজপুর অববাহিকায় মিলিত হইয়াছে। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ সে-মি.। শাল, মহুয়া, বাঁশ, বেত, সাবাই ঘাস প্রভৃতি এখানকার অরণ্যে দেখা যায়। কেন্দুপাতা, লাক্ষা ও তসরের গুটি বনজ সম্পদ। তালচেরে **কয়লার** খনি আছে। কেওঞ্ঝর, ময়ূরভঞ্জ, সম্বলপুর ও সুন্দরগড় জেলায় **লৌহ** খনি আছে। কেওঞ্ঝর ও সুন্দরগড় জেলায় **ম্যাঙ্গানিজ** পাওয়া যায়। তালচেরে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। **রৌরকেলায়** একটি বিরাট লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। **ঢেনকানল** ও **সুন্দরগড়** কাষ্ঠ ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। **কেওঞ্ঝর** ও **বারিপদা** বাণিজ্য কেন্দ্র।

(৯) ছত্রিশগড় ও দণ্ডকারণ্য

মহানদী অববাহিকার মধ্য অংশ **ছত্রিশগড়** সমভূমি নামে পরিচিত। ইহার উত্তরে মহাকাল পর্বতমালা, দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডকারণ্য মালভূমি। মধ্য প্রদেশের রায়পুর, বিলাসপুর, দ্রুগ ও রায়গড় জেলা এবং বাস্তার জেলার উত্তরাংশ লইয়া ছত্রিশগড় গঠিত। **মহানদী** ও উহার উপনদীসমূহ এই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছ। মহানদীর অববাহিকা অরণ্যসঙ্কুল। অরণ্যে **শাল, সেগুন, বাঁশ, পলাশ** প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। বনভূমি হইতে **তসরের গুটি, লাক্ষা** ও **বিড়ির পাতা** সংগৃহীত হয়। **হীরাকুদ** পরিকল্পনার ফলে জলসেচ দ্বারা মহানদী অববাহিকা কৃষিসমৃদ্ধ হইয়াছে। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২০—১৭৫ সে-মি.। এই সমভূমির প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য **ধান** ও **গম**। এতদ্ব্যতীত সরিষা, কলাই প্রভৃতি এখানে উৎপন্ন হয়। বিলাসপুরে **চুনাপাথর** ও **ম্যাঙ্গানিজ**, দ্রুগ ও রায়পুরে **লৌহ**, কোরবা অঞ্চলে **কয়লা** ও **বক্সাইট** পাওয়া যায়। কোরবাতে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দ্রুগ জেলায় **ভিলাই** নামক স্থানে একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সিমেন্টের কারখানাও আছে। **সম্বলপুর** মহানদীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র, তসর-

শিল্পে প্রসিদ্ধ। **বিলাসপুর** কাষ্ঠ ও যন্ত্রশিল্প কেন্দ্র এবং **রায়পুর** বিখ্যাত শহর। রেল ও সড়কপথে বোম্বাই, কলিকাতা ও বিশাখাপত্তনমের সহিত ছত্রিশগড় সমভূমি সংযুক্ত। এই সমভূমিতে লোকবসতি ঘন। **কৃষি** অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কুটির-শিল্পে, শিল্প কারখানায় ও খনি অঞ্চলে বহু লোক নিযুক্ত।

ছত্রিশগড় অঞ্চলের দক্ষিণে **দণ্ডকারণ্য** অঞ্চল। মধ্যপ্রদেশের বাস্তারের দক্ষিণাংশ, উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি ও কোরাপুট জেলা লইয়া ইহা গঠিত। বাস্তার অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৬০০—৮০০ মি.। কোরাপুট মালভূমির উচ্চতা প্রায় ১,২০০ মি.। এই অঞ্চলের তিনটি ধাপের উপর দিয়া **ইন্দ্রাবতী** নদী পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত। প্রথম ধাপ কোরাপুট, দ্বিতীয় ধাপ জগদলপুর, ইহার পশ্চিমে বাস্তার জেলার চিত্রকূট। এখানে ইন্দ্রাবতী একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রপাতের নীচে তৃতীয় ধাপ। ইহার পর ভোপালপত্তনমের নিকট ইন্দ্রাবতী গোদাবরীতে পতিত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের উত্তরাংশে নিম্নভূমি, পশ্চিমাংশে ছোট ছোট পাহাড় ও উপত্যকা এবং দক্ষিণাংশে পূর্বঘাটের পশ্চিম ঢাল হইতে উৎপন্ন হইয়া **শবরী** নদী প্রবাহিত হইয়া গোদাবরীতে পতিত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের এক বিরাট অংশ অরণ্য সমাকীর্ণ। শাল, সেগুন, বাঁশ প্রভৃতি এই অরণ্যে প্রচুর জন্মে। ধান, ভুট্টা, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি এখানে উৎপন্ন হয়। **কোরাপুটে** লৌহ ও চীনামাটি পাওয়া যায়। **জগদলপুর** একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। গোণ্ড, ওরাওঁ, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী দণ্ডকারণ্যের অধিবাসী। বর্তমানে কিছু সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলা দেশের) বাঙ্গালী উদ্বাস্তু তথায় বাস করিতেছে। পশুপালন, পশুশিকার, কৃষিকাজ ব্যতীত তসর কীট পালন, নানাবিধ কুটির-শিল্প অধিবাসীদের উপজীবিকা।

(১০) তেলেঙ্গানা রায়লাসীমা মালভূমি

মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক মালভূমির পূর্বে **অন্ধ্রপ্রদেশ***। **গোদাবরী, কৃষ্ণা** ও **পেন্নার** নদী এই রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কৃষ্ণা নদী এই রাজ্যের পশ্চিমাংশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগের

*এখানে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত উপকূলীয় সমভূমির (Coastal Andhrapradesh) বিষয় আলোচিত হয় নাই।

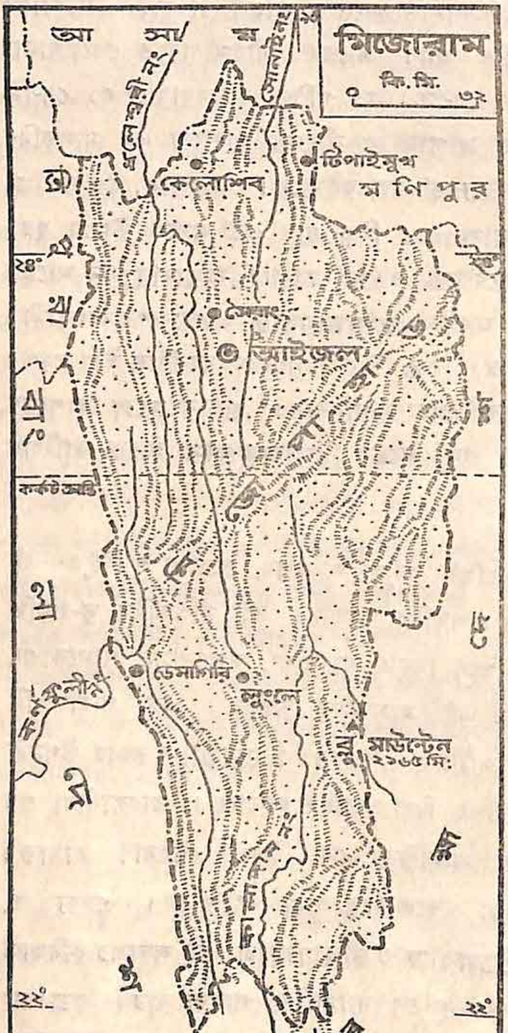
নাম **তেলেঙ্গানা** এবং দক্ষিণভাগের নাম **রায়লাসীমা**। মেহবুবনগর, হায়দরাবাদ, মেদক, নিজামাবাদ, আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারাঙ্গল, খাম্মাম ও নালগোণ্ডা—এই নয়টি জেলা অন্ধ্রপ্রদেশের **তেলেঙ্গানা** মালভূমির অন্তর্গত। তেলেঙ্গানার উত্তরে সাতমালা পাহাড় এবং পূর্বে গোদাবরী নদীর উপনদী প্রাণহিতা প্রবাহিত হইতেছে। নীস শিলা দ্বারা গঠিত এই মালভূমিতে গ্রানাইট পাথরের ছোট ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়িয়া অঞ্চল অরণ্যাবৃত বলিয়া তথায় লোকবসতি কম। গ্রীষ্মের মৌসুমীবায়ুতে তেলেঙ্গানার গোদাবরী উপত্যকায় ১০২ সে-মি. এবং পশ্চিমে হায়দরাবাদে ৫১ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। কৃষ্ণা নদীতে **নাগার্জুন বাঁধের** সাহায্যে এই মালভূমির এক বিরাট অংশে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। **জওয়ার, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তামাক** এবং কিছু ধান এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। গোদাবরী উপত্যকায় সিঙ্গারেণীতে ও আদিলাবাদে **কয়লার** খনি আছে। তেলেঙ্গানার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত **হায়দরাবাদ** অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী। ইহা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। বস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্র-শিল্পে ইহা সমৃদ্ধ। **সেকেন্দ্রাবাদ** ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সেনানিবাস। **ওয়ারাঙ্গলে** কাপড়ের কল ও **সিরপুরে** কাগজের কল আছে। **গোলকুণ্ডায়** হীরক কাটিবার কারখানা আছে।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত কুর্ণূল, অনন্তপুর, কুড্ডাপা ও চিট্টুর—এই চারিটি জেলা **রায়লাসীমা** মালভূমির অন্তর্গত। এই মালভূমির ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর। পূর্বঘাটের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এরামালা, নালামালা, পালকোণ্ডা, ভেলকোণ্ডা প্রভৃতি পাহাড় এই মালভূমির অন্তর্গত। এই পাহাড়গুলি কোয়ার্টজাইট শিলা দ্বারা গঠিত। **পেন্নার, চিত্রবতী** ও কৃষ্ণার উপনদী **তুঙ্গভদ্রা** এই মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রায়লাসীমা শুষ্ক অঞ্চল। এখানে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত এবং ইহার পরিমাণ সামান্য। জলসেচের সাহায্যে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে কিছু **তুলা** উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, **জওয়ার, বাজরা, ধান, তৈলবীজ** ও **চীনাবাদাম** এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য। অনন্তপুরে তাম্র এবং কুর্ণূলে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। কুড্ডাপায় এ্যাসবেস্টস, তাম্র, অভ্র ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত **কুর্ণূল** একটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র।

(গ) উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত অঞ্চল

(১) মিকির পাহাড়

মেঘালয় মালভূমির পূর্ব প্রান্তে মিকির পাহাড়। কপিলী নদীর উপনদী যমুনা নদী এই পাহাড়িয়া অঞ্চলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। একভাগের নাম ডিফু অঞ্চল ও অন্তভাগের নাম মিকির মালভূমি (গড় উচ্চতা ১,০০০ মিটার)। ডিফু ডিমাপুর ও লামডিং-এর সঙ্গে রেলপথে যুক্ত। এই পাহাড়ের গম্বুজাকৃতি শৃঙ্গ ছেঙ্গেহিসন (১,৩৫৯ মি.)। উহার উত্তরে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মিকির পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে কাজিরাঙ্গা অভয় অরণ্য। এখানে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে এখানে বোকান সিমেন্ট ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিবে। মিকির পাহাড় অঞ্চলে লোক-বসতি কম। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আদিবাসী। তাহাদের মিকির বলা হয়। তাহারা প্রধানত পশু-পালন ও কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।



(২) মিজোরাম

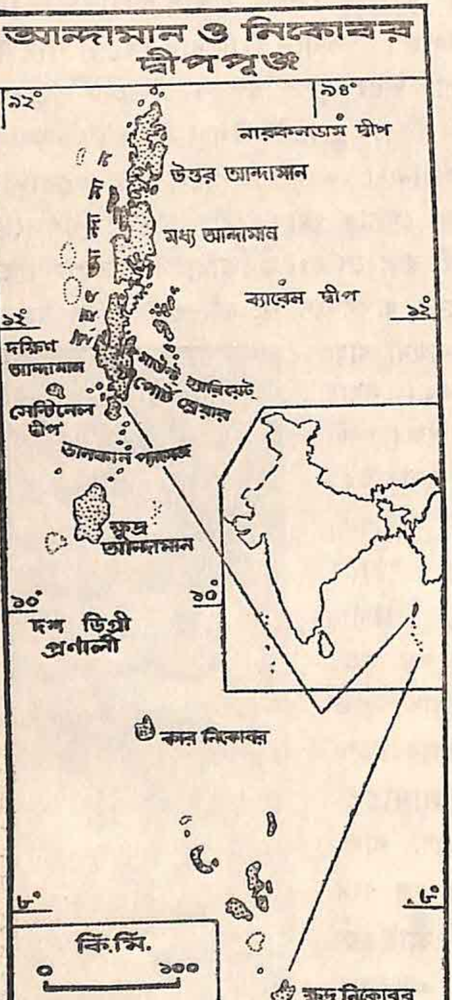
মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ইহার আয়তন ২১,০৮৭ বর্গ কি-মি.; লোকসংখ্যা ৩,৩২,৩৯০। ইহার উত্তরে আসাম ও মণিপুর রাজ্য, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ এবং পূর্বে ও দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে পাটকই, নাগা নামে যে পর্বত শ্রেণীটি দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে তাহার দক্ষিণপ্রান্তে **লুসাই** পাহাড়। বর্তমানে ইহার নাম **মিজো পাহাড়**। এই পাহাড়ের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে মধ্যে উপত্যকা আছে। দক্ষিণে ব্রহ্ম সীমান্তে **ব্লু মাউন্টেন** (Blue Mountain) মিজোরামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২,১৬৫ মি.)। এখানকার **ধলেশ্বরী** ও **সোনাই** নদী উত্তরে আসামের কাছাড় জেলায় বরাক নদীর সহিত মিশিয়াছে। **কালাদান** (Koladyne) নদী ব্রহ্মদেশে এবং **কর্ণফুলি** বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মিজোরামের দক্ষিণাংশে কয়েকটি ছোট বড় হ্রদ আছে।



মিজো বালিকা

গ্রীষ্মকালে মিজোরামে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। লুসাই পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টিপাত অধিক। নদী উপত্যকার জলবায়ু আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু পার্বত অঞ্চলের জলবায়ু মনোরম। শাল, সেগুন, **বাঁশ**, **বেত** ইত্যাদি অরণ্য সম্পদ। হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, শূকর, হরিণ ইত্যাদি বন্য পশু। **ধান** ও **ভুট্টা** এখানকার প্রধান কৃষি-জাত দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত, এখানে তৈল-বীজ, তূলা, এলাচি, **কলা**, **আনারস**, কমলালেবু, ইক্ষু, তামাক, হলুদ, আদা, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁত বস্ত্র বয়ন এখানকার প্রধান শিল্প। **আইজল** এই রাজ্যের রাজধানী। এখানকার অধিবাসীরা **মিজো** নামে পরিচিত। লুংলের দক্ষিণে **চাকমা**, **টিপ্‌রা**, **রিয়াং** প্রভৃতি আদিবাসী বাস করে। তাহারা **ঝুম** প্রথায় চাষ আবাদ করে। **পশুপালন**, বন্যপশু **শিকার**

কৃষিকাজ, কুটীর শিল্প ইত্যাদি এখানকার অধিবাসীদিগের উপজীবিকা। মিজোদের মধ্যে এখন অনেকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সভ্য ও শিক্ষিত হইতেছে। এখানে শিক্ষিতের হার ৫০·৯। চাক্‌মারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। মিজোরা স্বাস্থ্যবান ; প্রতিকূল পরিবেশে বাস করিয়া তাহারা পরিশ্রমী, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছে।

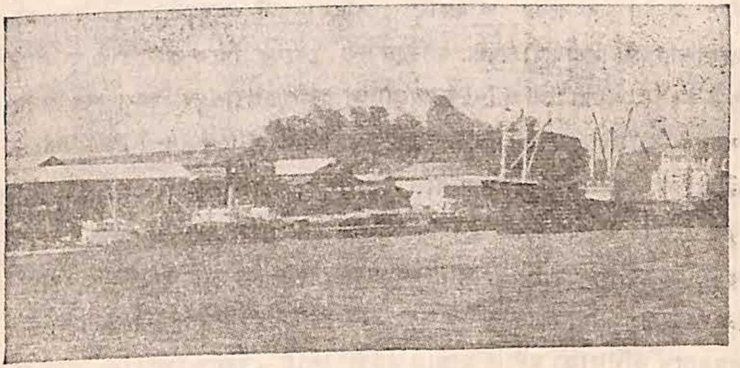


বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ

(ক) বঙ্গোপসাগরের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উত্তর হইতে দক্ষিণে ৭৫০ কি-মি. বক্রাকারে (৬°৪৫′—১৪° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°—৯৪° পূর্ব দ্রাঘিমা) অবস্থান করিতেছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই দ্বীপগুলি সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ভঙ্গিল পর্বতের অংশ। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৮,২৯৩ বর্গ কি-মি., লোকসংখ্যা ১,১৫,১৩৩। চারিটি দ্বীপ লইয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ—এই তিনটি দ্বীপ সমষ্টিগতভাবে বৃহৎ

আন্দামান (Great Andaman) নামে পরিচিত। বৃহৎ আন্দামানের দক্ষিণে **ক্ষুদ্র আন্দামান** (Little Andaman) দ্বীপ অবস্থিত। বৃহৎ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামানের 'ডানকান প্যাসেজ' (Duncan Passage) নামে একটি খাঁড়ি আছে। বৃহৎ আন্দামানের পূর্বে রিচি দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমে ইণ্টারভিউ দ্বীপ, সেন্টিনেল দ্বীপ, দক্ষিণে রাট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ অবস্থিত। আন্দামানে অরণ্যাবৃত পাহাড় ও উপত্যকা আছে। দক্ষিণ আন্দামানের সর্বোচ্চ পাহাড় **মাউণ্ট হ্যারিয়েট** (Mount Hariet) ৪৫০ মি.। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **স্যাডেল**



পোর্ট ব্লেয়ার

পিক্‌ (Saddle Peak, ৭৫০ মি.)। দক্ষিণ আন্দামানের প্রধান শহর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র **পোর্ট ব্লেয়ার** (Port Blair) সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

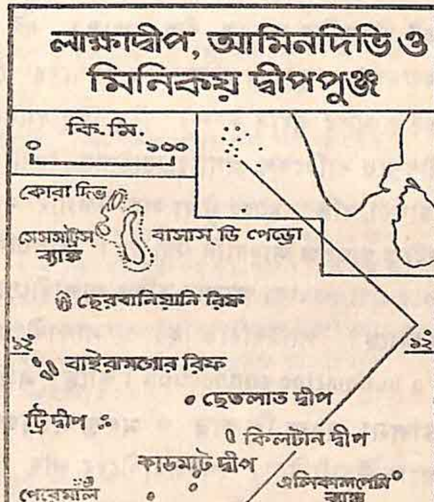
আন্দামানের দক্ষিণে **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। কার নিকোবর ও ছোট আন্দামানের মধ্যে ১০° উঃ অক্ষাংশের নিকটে একটি গভীর চ্যানেল আছে, উহাকে দশ ডিগ্রি চ্যানেল বলা হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৯টি দ্বীপ লইয়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৭টি দ্বীপে লোকবসতি নাই। এই দ্বীপপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা বড় দ্বীপটির নাম বৃহৎ নিকোবর (Great Nicobar)। ইহার উত্তরে ক্ষুদ্র নিকোবর (Little Nicobar) এবং সর্বোত্তরে অবস্থিত দ্বীপটির নাম কার নিকোবর দ্বীপ (Car Nicobar); ইহা প্রবাল প্রাচীর বেষ্টিত। সমুদ্রমেখলা ও নারিকেলকুঞ্জের ছায়াবৃত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্যামশ্রী অতীব মনোরম। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বহির্ভূত আরও দুইটি দ্বীপ আছে। একটির নাম ব্যারেন দ্বীপ (Barren Island) এবং অপরটির নাম নারকনডাম দ্বীপ (Narcondum Island)। প্রথমোক্ত দ্বীপটি পোর্ট ব্লেয়ারের ১৪০ কি মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ইহা একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা হইতে অগ্ন্যুদ্গার হইয়াছিল। দ্বিতীয় দ্বীপটি ব্যারেন দ্বীপের ১৫০ কি-মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ইহা একটি মৃত আগ্নেয়গিরি।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এখানে শীত নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে এই অঞ্চলে বারিবর্ষণ হয়। বঙ্গোপসাগরে মৌসুমীবায়ুর প্রারম্ভে ও শেষের দিকে ঝড়বৃষ্টি ও ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শতকরা ৯০ ভাগ অরণ্যাবৃত। অরণ্যে **শাল, সেগুন, গর্জন,** কেয়াজাতীয় প্যাণ্ডেনাস (Pandanus), **বাঁশ ও বেত** জন্মে। সমুদ্রোপকূলে তাল, **নারিকেল,** সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। আন্দামানের জলবায়ু ও উর্বর মাটি ধান চাষের পক্ষে অনুকূল। ভুট্টা, তৈলবীজ, ইক্ষু, কলা, আনারস, রবার, কফি ও চা এখানকার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য। বিমানপথে কলিকাতার সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ার সংযুক্ত। ইহা ব্যতীত, সমুদ্রপথে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ হইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজ যাতায়াত করে। নারিকেলের দড়ি, তাঁতের বস্ত্র, কাষ্ঠদ্রব্য, শঙ্খ ও ঝিনুক দ্বারা তৈয়ারি নানাপ্রকার জিনিস, দিয়াশলাই ও মাদুর প্রভৃতি এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী আন্দামানী, জারওয়া, ওঙ্গে ও সেন্টিনেলী। ইহারা নেগ্রিটোজাতীয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা সমুদ্রতীরবাসী তাহারা মৎস্য শিকারে দক্ষ। তাহারা সমুদ্র হইতে শঙ্খ ও ঝিনুক সংগ্রহ করে। যাহারা অরণ্যবাসী তাহারা বনজ ফলমূল বেশী খায় এবং বন্য পশু শিকার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আন্দামানীদের উপর কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা ইহাদের কার্যকলাপ হইতে বুঝা যায়। আদিবাসীদের কেহ কেহ কৃষিকাজ ও শ্রমিকের কাজ করে। ইহাদের সংস্কৃতিতে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্বাসিত ব্যক্তিগণকে আন্দামানে আনিয়া রাখা হইত। তখন ছিল আন্দামান বন্দী নিবাস। আজকাল আন্দামানে কিছুসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) বাঙালী উদ্বাস্তু এবং তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশের কিছু সংখ্যক লোক

স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। ফলে, এখানকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমশ উন্নতি হইতেছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু সংখ্যক পাঞ্জাবী স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। নানা জাতি, নানা ধর্ম ও নানা ভাষায় স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে একসমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। নিজ ভাষা ব্যতীত হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হয়। নিকোবরীরা শূকর শিকার করে ও শূকরের মাংস খায়। গ্রেট নিকোবরের আদিবাসীদের মধ্যে শম্পেনদের (Shompens) নাম উল্লেখযোগ্য। তাহারা অন্যান্য নিকোবরীদের তুলনায় দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান। নারিকেল বৃক্ষের ছায়াঘেরা তাহাদের বাড়িঘর দেখিতে মৌচাকের ন্যায়। আজকাল নিকোবরীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে।



(খ) আরবসাগরের দ্বীপপুঞ্জ

লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ আরবসাগরে ৮°—১২° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলি প্রবাল দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক দ্বীপ বেলাশৈল বা প্রবালমালা (fringing reef) দ্বারা বেষ্টিত। দ্বীপগুলি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, ইহাদের বিস্তার কম। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৩২ বর্গ কি-মি.; লোকসংখ্যা ৩১,৮১০। এই সকল দ্বীপে উচ্চভূমি ও নদ-নদী নাই। এই দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে

লাক্কাদ্বীপ, উহার দক্ষিণে **আমিনদিভি**; ইহার দক্ষিণে **কান্নানোর** দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও দক্ষিণে **মিনিকয় দ্বীপ**। এই দ্বীপগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলিতে মনুষ্য বসতি নাই। এই দ্বীপগুলির সমষ্টিগত নাম **লক্ষ দ্বীপ**। রাজধানী **কাভারাত্তি** (Kavaratti)। লক্ষ দ্বীপের অধিবাসী অধিকাংশই আদিবাসী। ইহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই দ্বীপগুলির জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এই অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায় ২৫০ সে-মি.। এখানকার বালুকাময় মৃত্তিকা চাষ আবাদের পক্ষে অনুপযোগী। **নারিকেল** এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। কিছু কিছু ধানের চাষ এখানে হইতেছে। এই দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল, সুপারি, ঝাউগাছ দেখা যায়। নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া, দড়ি, সমুদ্রের টুনা মাছ ইত্যাদি মূল ভূখণ্ডে রপ্তানি করিয়া তথা হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। দ্বীপগুলির মধ্যে মোটর লঞ্চ যাতায়াত করে এবং কেরালা রাজ্যের সহিত লাক্কাদ্বীপের সমুদ্র পথে যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। আমিনদিভি হইতে লাক্কাদ্বীপের মধ্যে অন্তঃসাগরীয় সংযোগ (a submarine connection) আছে। **নারিকেলের দড়ি নির্মাণ, নৌ-চালনা, মৎস্য শিকার ও মৎস্য সংরক্ষণ**—এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। আন্দামানীদের ন্যায় ইহারা কৃষিজীবী নহে। কুটীর-শিল্পের কাজেও ইহারা অভ্যস্ত নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয়।

পরিশিষ্ট (২)

বিবিধ অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায় ঃ

১। ভৌগোলিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝ ?

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৩। ভারতকে কয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ? প্রত্যেক অঞ্চলের নাম কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

১। কিরূপে হিমালয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ? হিমালয়কে ভঙ্গিল পর্বত বলা হয় কেন ?

২। হিমালয়কে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ? উহাদের নাম কর।

৩। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলির নাম কর এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে উহারা অবস্থিত বল।

৪। হিমালয়ের গিরিপথগুলির নাম কর এবং এই পথগুলির সুবিধা ও অসুবিধা কি বল।

৫। হিমালয় পর্বতমালাকে কয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ? প্রত্যেক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও। ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করিয়া হিমালয় অঞ্চল দেখাও।

৬। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে তাহা হিমালয়ের যে কোন একটি অঞ্চলের উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৭। হিমালয়ের উপকারিতা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

১। গাঙ্গেয় সমভূমিকে কয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় ? উহাদের নাম কর। গঙ্গা ও উহার উপনদীসমূহ কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে তাহা ভারতের মানচিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও।

২। গাঙ্গেয় সমভূমির প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

৪। নিম্নলিখিতগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত ?

লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা, সাহারাণপুর, পাটনা, কাশী, মুঙ্গের, কলিকাতা, ভাগলপুর, হলদিয়া, বারৌণী, ঝালদা, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, রাণীগঞ্জ, টিটাগড়, খড়্গপুর, বোলপুর।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

১। থর মরুভূমি কোথায় অবস্থিত ? কিরূপে এই মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে লিখ।

২। টীকা লিখ ঃ—ধ্রিয়ান, ধানদা, মরূদ্যান, রোহি, বাগার।

৩। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া মরু অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

৪। মরু অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী ও কর্মপ্রচেষ্টা বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

১। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়কে উপদ্বীপ বলা হয় কেন ? 'কচ্ছের রান' কাহাকে বলে ?

২। কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য অবলম্বন করিয়া একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ?
পোরবন্দর, দ্বারকা, ভবনগর, মোরভি, রাজকোট, ভুজ, কান্দলা, ভেরাবল, জামনগর।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

প্রথম পাঠ

১। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। মহারাষ্ট্রকে লাভা অঞ্চল বলে কেন? ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা অঞ্চল কেন বলা হয় ? ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। মহারাষ্ট্র লাভা অঞ্চলের কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণ দাও।

৪। কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ?
তারাপুর, ট্রম্বে, নাগপুর, বোম্বাই, শোলাপুর, মহাবালেশ্বর, পুণা।

দ্বিতীয় পাঠ

১। কর্ণাটক মালভূমিতে এত বেশী কফি উৎপন্ন হইবার কারণ কি ?

২। ভদ্রাবতী ও বাঙ্গালোরের একটি করিয়া উল্লেখযোগ্য শিল্পের নাম কর এবং কি কি কারণে ঐ শিল্প ঐ স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে লিখ।

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায় ?
লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, ক্রোমাইট।

৪। নিম্নলিখিতগুলির অবস্থান ও গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর :—
বাঙ্গালোর, বাবাবুদান, ধারওয়ার, ভদ্রাবতী, শিবসমুদ্রম্, কোলার।

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া কর্ণাটক মালভূমির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ :—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) কৃষি ও (ঘ) শিল্প।

তৃতীয় পাঠ

১। ছোটনাগপুর মালভূমির ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু বর্ণনা কর।

২। ছোটনাগপুর মালভূমিতে কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য কিরূপ জলসেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে ? জলসেচ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ছোটনাগপুর মালভূমির বনজ, কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যগুলির নাম কর।

৪। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্পগঠনের কারণ নির্দেশ কর :—

জামসেদপুর, সিন্ত্রী, ডালটনগঞ্জ, ঝুমরি তিলাইয়া, মুরী।

৫। ছোটনাগপুর মালভূমিতে কোন্ কোন্ আদিম জাতি বাস করে ? তাহাদের উপজীবিকা কি ? বাড়িঘর কিরূপ ?

৬। কেন বিখ্যাত ?
রাঁচি, মুরী, দেওঘর, ধানবাদ, ঘাটশিলা, বোকারো।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

১। উপকূল ও তটভূমি বলিতে কি বুঝায়? মহীসোপান ও মহীঢাল কি?

২। ভারতের পূর্ব উপকূলকে কয়টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়? উহাদের নাম কর। পূর্ব উপকূলের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু বর্ণনা কর।

৩। পূর্ব উপকূলের বনজ, কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যগুলির নাম করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

৪। পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন হইবার কারণ কি? অধিবাসিগণের উপজীবিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কি কি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্প গড়িয়া উঠিবার ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর ঃ—

সালেম, ডিণ্ডিগাল, বিশাখাপত্তনম্, কাকিনদ, রাজমন্দ্রী।

৬। কোথায় এবং কেন বিখ্যাত?

ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী, মাদ্রাজ, থাঞ্জাভুর, তুতিকোরিন, মাদুরাই, কন্যাকুমারী।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

১। পশ্চিম উপকূলের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু ও কৃষিজাত দ্রব্যগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৩। নিম্নলিখিতগুলি কি ও কেন বিখ্যাত?

কোজিকোড়, মুর্মুগাঁও, ম্যাঙ্গালোর, ট্রম্বে, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম্, রত্নগিরি।

৪। বন্দর হিসাবে বোম্বাই এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫। কেরালা রাজ্যের মৎস্য শিকার ও নারিকেল শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা কর। উভয় উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির নাম কর।

নবম অধ্যায় ঃ

১। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জলবায়ু, বনজ ও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

২। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর ঃ—

(ক) ব্রহ্মপুত্র নদে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে ভীষণ বন্যা হয়।

(খ) চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১,২৫০ সে-মি. কিন্তু শিলং শহরে ২০৮ সে-মি.।

(গ) ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় মধ্যে মধ্যে বালুচর দেখা যায়।

(ঘ) বনজ সম্পদে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সমৃদ্ধ।

(ঙ) আসামের এণ্ডি ও মুগার কাপড় প্রসিদ্ধ।

৩। টীকা লিখ ঃ—

(ক) শিলং মালভূমি, সমপ্রায়ভূমি, প্লাবন সমভূমি।

(খ) নিম্নলিখিতগুলির গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর ঃ—

শিলং, গৌহাটি, নদিয়া, ধুবড়ী, ডিগবয় ও নুনমাটি।

দশম অধ্যায় ঃ

প্রথম পাঠ

১। কোন্ কোন্ পার্বত জেলা লইয়া মেঘালয় রাজ্য গঠিত হইয়াছে এবং কখন ইহা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে ?

২। মেঘালয়কে শিলং মালভূমি বলা হয় কেন ? মধ্যভারতের মালভূমির সহিত ইহার সম্বন্ধ কি ?

৩। শিলং, তুরা ও জওয়াই—এই পার্বত শহরগুলির গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর।

৪। ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর :—

(ক) মেঘালয়ে বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই।

(খ) মেঘালয় বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। (গ) কুটীর-শিল্প মেঘালয়ের প্রধান শিল্প।

দ্বিতীয় পাঠ

১। নাগাভূমির কৃষিকাজ ও শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের নাম উল্লেখ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২। প্রাচীন নাগাভূমির অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা কর।

তৃতীয় পাঠ

১। মণিপুর পূর্বে কিরূপ ধরণের রাজ্য ছিল ? ইহা কখন ভারতের অন্তর্গত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং বর্তমানে কিরূপে ইহার শাসন কার্য চলিতেছে ?

২। মণিপুর রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প—এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

৩। মণিপুরীদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

চতুর্থ পাঠ

১। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্প—এই বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

২। নিম্নলিখিতগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও :—

(ক) ত্রিপুরার বনসম্পদ ও উহার ব্যবহার, (খ) ঝুম চাষ, (গ) টংঘর, (ঘ) ত্রিপুরার কুটীর-শিল্প, (ঙ) ত্রিপুরী ও রিয়াং।

৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলির গুরুত্বের কারণ নির্দেশ কর :—

আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, অরুন্ধতীনগর, তীর্থমুখ, জাম্পুইটাং।

বিষয়নিষ্ঠ প্রশ্নাবলী

১। শুদ্ধ উত্তরটির নীচে দাগ দাও :—

(ক) পার্বত অঞ্চলের লোকেরা [চিন্তাশীল, আরামপ্রিয়, কষ্ট সহিষ্ণু]।

(খ) তরাই অঞ্চলে [সরলবর্গীয়, ব-দ্বীপীয়, চিরহরিৎ] বনভূমি আছে।

(গ) কৃষ্ণমৃত্তিকা [তূলা, পাট, গম] চাষের উপযোগী।

২। উক্তিটি শুদ্ধ হইলে 'হাঁ'-এর নীচে এবং অশুদ্ধ হইলে 'না'-এর নীচে দাগ দাও :—

(ক) মধ্যভারতের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি। (হাঁ না)

(খ) ভারতের চা ও পাট পৃথিবীর বিশিষ্ট পণ্য। (হাঁ না)

(গ) গারো পাহাড়ে মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। (হাঁ না)

(ঘ) সমুদ্রোপকূলের লোকেরা পশু শিকার করে। (হাঁ না)

৩। উপযুক্ত শব্দের দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে হিমালয় — পর্বত।

(খ) হিমালয় পর্বতে — পাওয়া গিয়াছে।

(গ) কারাকোরামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ —।

(ঘ) প্রধান হিমালয় ও পিরপাঞ্জালের মধ্যে বিখ্যাত — উপত্যকা।

(ঙ) কাশ্মীরকে — বলে।

(চ) কাশ্মীর উপত্যকায় শীতকালে — হয়।

(ছ) পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ —।

(জ) লেহ — স্থান, জম্মু — স্থান।

৪। নিম্নলিখিতগুলি কি? এক কথায় উত্তর দাও।

সিডার, পামীর, ইয়াক, কেদারনাথ, চুম্বি, নামচাবারওয়া, উলার, ডুন, জোজি লা।

৫। নিম্নে প্রতিসারিতে বিজাতীয় শব্দের নীচে দাগ দাও :—

(ক) পশ্চিম হিমালয়ে পাইন, ফার, দেবদারু, জওয়ার প্রভৃতি বৃক্ষের বন আছে।

(খ) মেষের লোম হইতে শাল, কার্পেট, রেশম প্রস্তুত হয়।

(গ) কাশ্মীরের রেশম, পশম, পশুপালন উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(ঙ) ধান, গম, যব, সেগুন প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য।

৬। নিম্নলিখিত যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে সেই কারণটির পাশে ✓ চিহ্নটি দাও :—

(ক) গাঙ্গেয় সমভূমি ঘনবসতিপূর্ণ। কারণ,

(i) মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই সমভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(ii) এই সমভূমি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতিশীল।

(iii) এই সমভূমি পলিদ্বারা গঠিত বলিয়া কৃষিকার্যের উপযোগী।

(iv) এই সমভূমিতে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।

(খ) মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে চিনির কল বেশী দেখা যায়। কারণ,

(i) এই অঞ্চল ইক্ষু চাষের অনুকূল।

(ii) চিনির কলগুলি ইক্ষু-উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত।

(iii) এই অঞ্চলে চিনির চাহিদা বেশী।

(iv) এই অঞ্চলে জলসেচের সুব্যবস্থা আছে।

৭। বামদিকের ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীর মধ্যে বসাও :—

(১) একটি নূতন বন্দর	(ক) মুঙ্গেরে	[ ]
(২) একটি দুগ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্র	(খ) রাজগীরে	[ ]
(৩) একটি স্বাস্থ্য নিবাস	(গ) ফরাক্কাবাদে	[ ]
(৪) বন্য বৃক্ষে লাক্ষা কীট প্রতিপালিত হয়	(ঘ) হলদিয়া	[ ]
(৫) উষ্ণ প্রস্রবণ আছে	(ঙ) দুর্গাপুরে	[ ]
(৬) সোরা প্রচুর পাওয়া যায়	(চ) আহামদপুরে	[ ]
(৭) গঙ্গার উপনদী	(ছ) দীঘা	[ ]
(৮) অভ্র পাওয়া যায়	(জ) পুরুলিয়ায়	[ ]
(৯) চিনির কল আছে	(ঝ) অলকানন্দা	[ ]
(১০) তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে	(ঞ) হরিণঘাটা	[ ]

৮। অশুদ্ধ শব্দ বা শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(ক) মরুভূমিতে বালি সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ি/ধানদা হ্রদ গঠিত হয়।

(খ) মরু অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন/সমভাবাপন্ন।

(গ) আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে বৃষ্টিবহুল/বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল।

(ঘ) মরুভূমিতে ক্যাক্‌টাস/শাল বৃক্ষ জন্মে।

(ঙ) মরূদ্যানে খেজুর/ফণিমনসা গাছ জন্মে।

(চ) যোধপুর জেলায় জিপসামের/কয়লার খনি আছে।

(ছ) ভূ-গর্ভস্থ জলের উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে বিকানীরে/জয়শলমীরে।

(জ) মরুভূমির প্রধান জন্তু ঘোড়া/উট।

(ঝ) মরু অঞ্চলের যাযাবরেরা পশু পালক/কৃষক।

৯। এক কথায় শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — মরুস্থলীয় সর্ববৃহৎ শহর।

(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে —।

(গ) — ভূগর্ভস্থ জলের উৎস আছে —।

(ঘ) — জেলায় মার্বেল পাথরের খনি আছে।

(ঙ) — নদীর অববাহিকায় গম উৎপন্ন হয়।

(চ) বাব্‌লা ও ফণিমনসা গাছ হইতে — প্রস্তুত হয়।

(ছ) উটের — শক্তি বেশী।

(জ) মেষের লোম হইতে — তৈয়ারি হয়।

(ঝ) — পশম শিল্প উন্নত।

(ঞ) মরু অঞ্চলের হ্রদগুলিকে — বলে।

১০। প্রদত্ত উত্তর সমূহের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক উত্তর নির্ণয় কর এবং উহার দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বৎসরের অধিকাংশ সময় — জলমগ্ন থাকে।

(খ) কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে—জাতীয় বৃক্ষ বেশী জন্মে।

(গ) — নদীর অববাহিকায় চীনাবাদাম প্রচুর জন্মে।

(ঘ) — জেলায় কার্পাসের চাষ বেশী হয়।

(ঙ) — কাঁচ-শিল্প ও জামনগরে — শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(চ) — সিমেণ্ট ও লবণ-শিল্প আছে।

[প্রদত্ত উত্তর : ম্যানগ্রোভ, কচ্ছের রান, ভাদার, সুরেন্দ্রনগর, পশম-শিল্প, মোরভিতে, কান্দলায়]

১১। সঠিক কারণটির পাশে √ চিহ্ন দাও :—

(ক) কচ্ছ উপদ্বীপের অধিবাসীরা অধিকাংশই পশুপালক। কারণ,

(i) এই উপদ্বীপে কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

(ii) এই উপদ্বীপের জলবায়ু শুষ্ক।

(iii) এই উপদ্বীপের অনুর্বর মৃত্তিকা কৃষির উপযোগী নহে।

(iv) কচ্ছে জলসেচ ব্যবস্থা ভাল নহে।

(খ) কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের লোকবসতি ঘন। কারণ,

(i) এই উপদ্বীপে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা আছে।

(ii) এই উপদ্বীপের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

(iii) এখানে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।

(গ) কাঠিয়াবাড়ের ভবনগরে বস্ত্রবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ,

(i) এখানকার শিল্পীরা দক্ষ।

(ii) এই উপদ্বীপের নদী উপত্যকায় তুলার চাষ হয়।

(iii) বিদেশ হইতে তুলা আমদানী করা হয়।

১২। এক কথায় উত্তর দাও :—

(i) পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট যে পর্বতে মিশিয়াছে তাহার নাম কি?

(ii) কলসুবাই কোন্ পর্বতের শৃঙ্গ?

(iii) পুণার নিকটে যে গিরিপথ আছে তাহার নাম কি?

(iv) সর্বাপেক্ষা বেশী কার্পাস কোন্ রাজ্যে জন্মে?

(v) ট্রম্বেতে কোন্ বিদ্যুৎশক্তির গবেষণা কেন্দ্র আছে?

(vi) তূলা উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ স্থান কোন্ অঞ্চল?

(vii) সান্তাক্রুজ কি?

(viii) কোলাপুরে কি খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়?

১৩। শুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'হাঁ' এবং অশুদ্ধ বক্তব্যের পাশে 'না' শব্দটি লিখ :—

(i) উচ্চ মালভূমিকে কর্ণাটকে মালনাদ বলা হয়।

(ii) বাবাবুদান নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ।

(iii) ভীমা কাবেরী নদীর উপনদী।

(iv) কাবেরী নদীতে কৃষ্ণরাজাসাগর নামে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

(v) ময়দানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ।

(vi) কোলারে স্বর্ণখনি আছে।

(vii) নীলগিরির নিকটে লাল ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়।

(viii) ভদ্রাবতীতে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা আছে।

(ix) ময়দানে লাভা-সঞ্জাত কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়।

(x) মহীশূরের রেশম শিল্প বিখ্যাত।

১৪। অশুদ্ধ শব্দটি/শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(i) তোপচাঁচি হ্রদ পরেশনাথ/রাজমহল পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত।

(ii) নেতারহাটে বৃষ্টিপাত বেশী/কম।

(iii) পাটভূমিতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা/ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা আছে।

(iv) বরাকর দামোদরের/ময়ূরাক্ষীর উপনদী।

(v) বোকারোতে তাপবিদ্যুৎ/জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

(vi) পালামৌতে কয়লার/বক্সাইটের খনি আছে।

(vii) সিন্ধ্রীতে অ্যালুমিনিয়ম/সার তৈয়ারির কারখানা আছে।

(viii) ধানবাদে লাক্ষা গবেষণাগার/খনি-বিদ্যা শিক্ষালয় আছে।

(ix) হুড্রু জলপ্রপাত রাঁচির/হাজারিবাগের নিকট অবস্থিত।

(x) পরেশনাথ হিন্দুদের/জৈনদিগের তীর্থস্থান।

১৫। নিম্নলিখিত যে কারণটির সর্বাপেক্ষা অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে সেই কারণটির ডানদিকে 'হাঁ' শব্দটি লেখ :—

(ক) পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশের ভূ-ভাগ খুব প্রশস্ত। কারণ,

(i) উপকূলভাগে কোন পর্বত নাই।

(ii) উপকূলের নিকটে সমুদ্র অগভীর।

(iii) উপকূলে মহীসোপানের উত্থানের ফলে ভূ-ভাগ প্রশস্ত হইয়াছে।

(খ) করমণ্ডল উপকূলে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর তাপে পার্থক্য কম। কারণ,

(i) বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল বলিয়া জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলীয়।

(ii) প্রখর সূর্যকিরণে এই স্থানের বায়ু সর্বদা উত্তপ্ত থাকে বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য কম।

(iii) এই উপকূলে সমুদ্রের প্রভাব বেশী বলিয়া তাপমাত্রার পার্থক্য কম।

(iv) এই উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়।

(গ) অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ,

(i) এখানকার স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বন্দরের সহিত পশ্চাদ্ভূমির রেলপথে সংযোগ এই শিল্প গঠনের সহায়ক।

(ii) রাণীগঞ্জের কয়লা ও ভিলাই-এর ইস্পাত সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে।

(iii) মধ্যপ্রদেশের বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সরবরাহ করিবার সুবিধা আছে।

(ঘ) পূর্ব উপকূলের অধিবাসীদিগের মৎস্যশিকার অন্যতম উপজীবিকা। কারণ,

(i) মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী—এই নদীগুলির ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৎস্য শিকার ক্ষেত্র আছে।

(ii) এখানকার অধিবাসীরা পশুপালন অপেক্ষা মৎস্য-বিক্রয় লাভজনক মনে করে।

(iii) সমুদ্রের বড় রকমের মৎস্য হইতে চর্বি ও তৈল পাওয়া যায়।

১৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) পশ্চিম উপকূল — কি-মি. দীর্ঘ এবং — কি-মি. প্রশস্ত।

(ii) বোম্বাই বন্দরে — পোতাশ্রয় আছে।

(iii) কঙ্কন উপকূলের — বেলাভূমি (সৈকত) বিখ্যাত।

(iv কেরালায় ব্যাকওয়াটার্সের নাম —।

(v) পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু —।

(vi) কঙ্কন উপকূলে ঝাউ জাতীয় — বৃক্ষ জন্মে।

(vii) মালাবার উপকূলে — বৃক্ষের বাগান আছে।

(viii) কেরালা রাজ্য — উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(ix) — আণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে।

(x) কেরালা রাজ্যে — ভিত্তি করিয়া কুটীর-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(xi) — রেয়ন শিল্প কেন্দ্র আছে।

(xii) — কেরালা রাজ্যের রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র।

১৭। বামদিক ও ডানদিকের মিল বুঝিয়া বামদিকের সংখ্যাটি ডানদিকের বন্ধনীতে বসাও :—

(১)	অরুণাচলে ব্রহ্মপুত্রের নাম	(ক) শিলং	( )
(২)	ব্রহ্মপুত্রের উপনদী	(খ) বিহু	( )
(৩)	পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান	(গ) গৌহাটি	( )
(৪)	বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের শহর	(ঘ) দিহং	( )
(৫)	পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়	(ঙ) কাজিরাঙ্গায়	( )
(৬)	গৌহাটির নিকটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	(চ) মানস	( )
(৭)	বহু গণ্ডার দেখা যায়	(ছ) নাহারকাটিয়ায়	( )
(৮)	অসমীয়াদের প্রধান উৎসব	(জ) মৌসিনরাম	( )
(৯)	আসামের সর্বাপেক্ষা বাণিজ্য প্রধান শহর	(ঝ) চন্দ্রপুর / নুনমাটি	( )

১৮। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে বিজাতীয় শব্দটির/শব্দগুলির নীচে দাগ দাও :—

(i) গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া, নাগা, নওগাঁ।

(ii) শাল, সেগুন, হলদু, ম্যাগনোলিয়া, শিলং, পাইন।

(iii) আলু, কাজুবাদাম, চা, চুনাপাথর, বাইসন।

(iv) রিখিং, গাণ্ডুবাবা, সেলু, গুলমথর।

(v) তুরা, শিজু, জোয়াই, শিলং, বরপানি।

১৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) তুয়েনসাং জেলায় সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম —।

(ii) নাগাভূমির অরণ্যে — ও — বৃক্ষ জন্মে।

(iii) নাগাভূমিতে দুই রকম প্রথায় চাষ হয়। যথা—(১)—(২)—।

(iv) ডিমাপুরে — কল স্থাপিত হইয়াছে।

(v) নাগাদের সর্বাপেক্ষা জঘন্য কুসংস্কার ছিল —।

(vi) নাগাদের জাতীয় পোশাক —।

(vii) নাগারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে — ব্যবহার করে।

(viii) আঙ্গামি নাগাদের — প্রধান উৎসব।

(ix) নাগাভূমির রাজধানী —।

(x) — তাঁত বস্ত্র-বয়ন শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

২০। নিম্নলিখিত যে কারণটির অধিক ভৌগোলিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইবে তাহার পাশে √ চিহ্নটি দাও :—

(ক) মণিপুরের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। কারণ,

(i) এই রাজ্য মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত।

(ii) এই রাজ্যের বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মে বেশী।

(iii) গ্রীষ্মকালে উপত্যকা অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশী।

(iv) শীতকালে পার্বত অঞ্চল উপত্যকা অঞ্চল অপেক্ষা আরামদায়ক।

(খ) মণিপুরের কুটীর-শিল্প উল্লেখযোগ্য। কারণ,

(i) এই রাজ্যে কোন বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই।

(ii) এখানে কয়লা ও অন্য কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য নাই।

(iii) এখানে পার্বত অঞ্চলের বনজ সম্পদ উল্লেখযোগ্য।

(iv) বাঁশ ও বেতের সাহায্যে নানারকম সৌখিন দ্রব্য নির্মাণে মণিপুরীরা দক্ষ।

২১। অশুদ্ধ শব্দটি / শব্দগুলি কাটিয়া দাও :—

(i) দুই টিলার মধ্যবর্তী নিম্নভূমিকে উপত্যকা / লুঙ্গা বলে।

(ii) লংগাই, ধলাই ও খোয়াই পশ্চিমবাহিনী / উত্তরবাহিনী নদী।

(iii) ত্রিপুরা কৃষিপ্রাধান / শিল্পপ্রধান রাজ্য।

(iv) পাহাড়ের ঢালে চা ও কফির / আলু ও গমের চাষ হয়।

(v) ত্রিপুরার প্রধান শিল্প চা / রবার।

(vi) ত্রিপুরীরা কাঠের ও চামড়ার সৌখিন দ্রব্য / রিয়া তৈয়ারি করে।

(vii) আগরতলা রেলপথে / বিমানপথে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত।

(viii) ত্রিপুরীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী / হস্ত শিল্পী।

(ix) ধনেশ একটি বন্য জন্তু / পাখী।

(x) উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির / তীর্থমুখ হিন্দুদের পীঠস্থান।

EASTERN PUBLISHERS

"This book has been printed on paper allotted by Government of India at concessional rate."

মূল্য টা. ৪·০০